পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

৩ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 158 Sunday, 10 May, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৫৮ সংখ্যা ❋ ২৬ বৈশাখ ১৪৩৩, রবিবার, ১০ মে ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

নবান্নেই প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক করবেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মেঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নবান্ন থেকে সরকার পরিচালনা করবেন না তিনি। মহাকরণে বসবেন। কিন্তু, যতদিন মহাকরণের সংস্কারের কাজ শেষ না হচ্ছে, ততদিন নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরকার পরিচালনা করবেন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘর থেকে। তবে নতুন সরকারের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক হবে মমতার ছেড়ে যাওয়া নবান্নেই। আগামী শুক্রবার নবান্নে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। সেখানে ওইদিন প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। বিজেপি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী সরকার পরিচালনা করবেন মহাকরণ থেকে। কিন্তু, মহাকরণে সংস্কারের কাজ

চলায় আপাতত বিধানসভায় বসবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর নাম ফলকও বসেছে। তবে আগামী সপ্তাহেই নবান্নে যাচ্ছেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার নবান্ন সভাঘরে প্রথম বড় বৈঠক করবেন শুভেন্দু। সূত্রের খবর, রাজ্যের ডিজিপি, এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) থেকে শুরু করে সব জেলার পুলিশ সুপারদের নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছেন বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার বিকেল ৫টায় এই বৈঠক হবে। এরপর শুক্রবার নবান্নেই বিজেপি সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকের সম্ভাবনা। শুক্রবার নবান্নে যাবেন শুভেন্দু। নবান্নেই বসবে নতুন সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক। সূত্রের খবর, মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প রাজ্যে এতদিন চালু করেননি সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বার্তা দিয়েছিলেন, রাজ্যের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই আয়ুষ্মান ভারতকে ছাড়পত্র দেওয়া হবে। শুক্রবার সেই নিয়ে শুভেন্দুর মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নেবে বলে সূত্রের খবর। আর একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে।

ব্রিগেডে মোদি-শাহের উপস্থিতিতে শপথ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু, সঙ্গী 'পঞ্চপাণ্ডব'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মেঃ সমস্ত জল্পনার অবসান। মে মাসের তপ্ত দুপুরে গড়ের মাঠে আছড়ে পড়ল গেরুয়া আবির। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির একঝাঁক মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ব্রিগেডে ইতিহাস গড়ল বিজেপি। বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ৪ মে ফল ঘোষণার পর থেকেই যে প্রশ্নটা বাংলার অলিতে-গলিতে ঘুরপাক খাচ্ছিল, আজ তাতে সিলমোহর দিল দিল্লির নেতৃত্ব। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আজ শপথ নিয়েছেন তাঁর মন্ত্রিসভার প্রথম পাঁচ সদস্য। তাঁরা হলেন, দিলীপ ঘোষ, খড়্গপুর সদরের জয়ী বিধায়ক। শুভেন্দুর পরই দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে শপথ নেন তিনি। এরপরে ছিলেন, অগ্নিমিত্রা পাল। আসানসোল দক্ষিণ থেকে জিতে বিধানসভায় আসা অগ্নিমিত্রা আজ ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। এছাড়া ছিলেন, অশোক কীর্তনিয়া বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক। মতুয়া গড় থেকে মন্ত্রিসভায় বড় প্রতিনিধিত্ব। আদিবাসী মুখ বাঁকুড়ার রানিবাঁধের বিধায়ক ক্ষুদিরাম টুডু মন্ত্রিসভায় জায়গা পেয়েছেন। সব শেষে ছিলেন, নিশীথ প্রামাণিক। কোচবিহারের মাথাভাঙা থেকে জিতে সরাসরি মন্ত্রিসভায় নিশীথ। তবে প্রথম দিনের এই শপথ গ্রহণে কাউকেই নির্দিষ্ট কোনও দফতর বণ্টন করা হয়নি। নবান্নে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকের পরই স্পষ্ট হবে কার হাতে থাকছে কোন দফতর। বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি এবং প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ। তিনি রাজ্যজুড়ে বিজেপির ভিত শক্ত করার অন্যতম কারিগর। খড়্গপুর সদর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে তিনি এবার রাজ্য মন্ত্রিসভায় শুভেন্দুর ঠিক পরেই শপথ নিলেন। দলের অন্দরে তিনি 'লড়াকু' নেতা হিসেবেই পরিচিত। পেশায় ফ্যাশন ডিজাইনার অগ্নিমিত্রা পাল রাজনীতির ময়দানেও অত্যন্ত সফল। আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হিসেবে জয়ী হয়েছেন তিনি। রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার প্রাক্তন সভানেত্রী হিসেবে নারী সুরক্ষা ও বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে তিনি বরাবরই সরব। উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের মাথাভাঙা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন নিশীথ প্রামাণিক। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও স্থানীয় মানুষের মধ্যে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। তাঁর মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তি উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক গুরুত্বকেই স্পষ্ট করে। মতুয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম বড় মুখ অশোক কীর্তনিয়া বনগাঁ উত্তর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন। মতুয়া ভোটব্যাঙ্ক বিজেপির দিকে ধরে রাখা এবং বনগাঁ অঞ্চলে দলের সংগঠন বিস্তারে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সীমান্তবর্তী এই এলাকার উন্নয়ন ও উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে তিনি বিশেষ গুরুত্ব পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে। বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে চমক দিয়েছেন ক্ষুদিরাম টুডু। আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর নাম মন্ত্রিসভায় রাখা হয়েছে। জঙ্গলমহলের জনজাতিদের অধিকার ও সাঁওতালি ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলনে অত্যন্ত পরিচিত মুখ। আদিবাসী সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় মুখ। তিনি পেশায় একজন স্কুলশিক্ষকও। রাজ্য রাজনীতিতে গুঞ্জন ছিলই, কিন্তু সিলমোহর ছিল না। শুক্রবার বিজেপি বিধায়ক দলের বৈঠকের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজেই স্পষ্ট করে দেন কেন শুভেন্দুই প্রথম পছন্দ। শাহ বলেন, পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচনে একটিই নাম উঠে এসেছে বার বার। সেই নাম শুভেন্দু অধিকারীর। দ্বিতীয় কোনও নামের প্রস্তাব কেউ দেননি। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচনের আগেই আশ্বাস দিয়েছিলেন, বাংলার ভূমিপুত্র এবং বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করা কাউকেই মুখ্যমন্ত্রী করা হবে। সেই কথা রেখেই মেদিনীপুরের ভূমিপুত্রের হাতে বাংলার ব্যাটন তুলে দিল দিল্লি। শুভেন্দু অধিকারী এবার একইসঙ্গে দুটি হেভিওয়েট কেন্দ্র, নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুর থেকে জয়ী হয়ে ইতিহাস গড়েছেন। দলের ভেতরে তাঁর দাপট যে প্রশ্নাতীত, আজকের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান তা আরও একবার প্রমাণ করে দিল। ২০৭টি আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসা বিজেপির প্রধান সেনাপতি এখন মহাকরণের মসনদে। তবে এই উচ্ছ্বাসের মাঝেও নজর কেড়েছে একটি অনুপস্থিতি। উত্তরবঙ্গের বিজেপির অন্যতম মুখ এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের নাম ক্যাবিনেটের প্রথম তালিকায় নেই। যদিও রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, মন্ত্রিসভার পরবর্তী সম্প্রসারণে উত্তরবঙ্গের আরও প্রতিনিধিত্ব দেখা যেতে পারে। এদিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাঙালিয়ানার ছোঁয়ায় সেজে ওঠে ব্রিগেড চত্বর। কীর্তন, ছৌ নাচ, বাউল গান, ধামসা-মাদলের তালে ভরে ওঠে ব্রিগেড। মঞ্চে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি। সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর, দুর্গার ছবির কোলাজ। জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মুখরিত ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু ভিভিআইপি। মঞ্চে ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শেষযাত্রার সঙ্গী শিলিগুড়ির মাখনলাল সরকার। দিল্লিতে দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। সেই মাখনলাল সরকারকে মঞ্চে সংবর্ধনা জানান মোদি। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য রাজনীতিতে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ মুখ। বাম আমলে নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন তিনিই। সিপিএমের গড় পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বিরোধীরা মাথা তুলে দাঁড়ায়। বাম সরকারের পতনের অন্যতম কারণ ছিল নন্দীগ্রাম আন্দোলন। সেকথা মেনে নেয় রাজনৈতিক মহল। ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য রাজনীতিতে জায়গা পোক্ত করেছিলেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নন্দীগ্রামের মাটিতে পরাস্ত করেছিলেন। এবার নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। ঘরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবেন, সেই কথা জোর গলায় দাবি করেছিলেন শুভেন্দু। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের পতন হয়। বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ২০৭টি আসন জিতে বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় প্রথমবার এসেছে। সেই ইতিহাসের কাণ্ডারীও শুভেন্দু, এমনই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ব্রিটিশ আমলে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাম্রলিপ্ত সরকার গঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বিপ্লবী দেশপ্রাণ শাঁসমল, মাতঙ্গিনী হাজরা। সেই আন্দোলনের মাটি থেকেই শুভেন্দু অধিকারী এবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু অধিকারী একসময় নিজে একাধিকবার অভিযোগ করেছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সময়ে মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্যান্য মন্ত্রী সব কলকাতা ও আশপাশের এলাকা থেকে হত। গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর পদ সবই কলকাতার বিজয়ী বিধায়করা পেতেন! জেলা বরাবরই উপেক্ষিত থাকত। জেলায় আন্দোলন করে ভোটে জিতে আসা বিধায়করা বরাবর থাকতেন পিছনের সারিতে। বড় জোর প্রতিমন্ত্রী করা হত! জেলা থেকে রাজ্য পরিচালনা হবে, সেই ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন শুভেন্দু। এবার সেই কথাই বাস্তবায়িত হল।

'বিতর্কিত কথা বলব না, আমি এখন সকলের মুখ্যমন্ত্রী'

শপথের পরই শুভেন্দুর মুখে 'সবকা সাথ'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মেঃ দিনটি ২৫ বৈশাখ, রবীন্দ্র জয়ন্তী। বাঙালির প্রাণের ঠাকুরের জন্মবার্ষিকীতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে সূচিত হয়েছে এক নতুন অধ্যায়। শনিবার ব্রিগেডের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তবে শপথ গ্রহণের রাজকীয় অনুষ্ঠান শেষ করেই তিনি সোজা চলে যান জোড়াসাঁকোতে। বিশ্বকবির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বাংলার নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, এখন আর রাজনীতির লড়াই নয়, বরং 'শুভ বুদ্ধির উদয়' ও 'নবজাগরণে'র সময়। শপথগ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রীর উষ্ণ আলিঙ্গন এবং যোগী আদিত্যনাথের গেরুয়া উত্তরীয়র সম্ভাষণ নিয়ে শুভেন্দু যখন জোড়াসাঁকো পৌঁছন, তখন তাঁর চোখেমুখে ছিল এক শান্ত দৃঢ়তা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ''বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতির বিকাশ কবিগুরুর চেতনা ও ভাবনাতেই হবে। তারই আজকে শুভ সূচনা হল। রবি ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়েই বাংলার দায়িত্বভার নিলাম।'' কোনও প্রকার রাজনৈতিক তিক্ততা বা বিতর্কিত মন্তব্যে না গিয়ে তিনি অত্যন্ত সংযত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, ''আমি এখন মুখ্যমন্ত্রী। আমি এখন সকলের। আমি চাই শুভবুদ্ধির উদয় হোক।'' শুভেন্দুর এই অবস্থানকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ২০৭টি আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসা

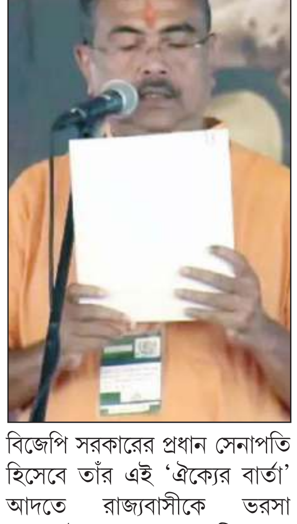

বিজেপি সরকারের প্রধান সেনাপতি হিসেবে তাঁর এই 'ঐক্যের বার্তা' আদতে রাজ্যবাসীকে ভরসা দেওয়ারই নামান্তর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে মেদিনীপুরের এই ভূমিপুত্র তথা বাংলা মাধ্যমের ছাত্রটির হাতেই শেষ পর্যন্ত বাংলার প্রশাসনিক ব্যাটন তুলে দিয়েছে দিল্লি। নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর - দুই প্রান্তেই তৃণমূল নেত্রীকে পরাস্ত করে শুভেন্দু আজ প্রমাণ করেছেন যে, তিনি কেবল রণকৌশলেই দক্ষ নন, বরং বাংলার সংস্কৃতি ও আবেগের সাথেও সমানভাবে সম্পৃক্ত। এদিন ব্রিগেডের মঞ্চে শুভেন্দুর সঙ্গেই শপথ নিয়েছেন তাঁর মন্ত্রিসভার প্রথম পাঁচ সদস্য - দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, অশোক কীর্তনিয়া, ক্ষুদিরাম টুডু এবং নিশীথ প্রামাণিক। ভারসাম্যপূর্ণ এই মন্ত্রিসভা গঠনের পর শুভেন্দুর জোড়াসাঁকো সফর এবং সেখানে দাঁড়িয়ে এখন একে অপরের সমালোচনার সময় নয়, দায়িত্ব পালনের সময় বলা - সব মিলিয়ে বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন ঘরানার ইঙ্গিত মিলছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিনটিকেই শপথের জন্য বেছে নেওয়া এবং শপথ পরবর্তী প্রথম গন্তব্য হিসেবে জোড়াসাঁকোকে নির্বাচন করা - শুভেন্দুর এই পদক্ষেপ আদতে বাঙালির মন জয়ের এক বড় কৌশল। একদিকে যখন বিরোধীদের অন্দরে পরিবারতন্ত্র ও অন্তর্কলহ নিয়ে তোলপাড় চলছে, সেখানে দাঁড়িয়ে শুভেন্দুর এই 'সংযত ও সাংস্কৃতিক' ভাবমূর্তি আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের শাসনব্যবস্থায় এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বাংলায় বিজেপি শাসন প্রতিষ্ঠার দিন মাখনলালকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মোদির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মেঃ শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন সফল হল আজ। বন্দে মাতরমের ১৫০ বছরে বঙ্গে বিজেপি সরকার। ব্রিগেডে বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের শপথ। শ্যামাপ্রসাদের সহযোগী মাখনলালকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী প্রণাম করলেন মাখনলাল সরকারকে। ৯৭ বছর বয়সের মাখনলালের চোখেমুখে পরিভাষায় বলে দিচ্ছিল আত্মতুষ্টির কথা! মাখনলাল সরকার ছিলেন ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং অন্যতম পুরনো কর্মী। ১৯৫২ সালে যখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরে ভারতীয় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলনের আন্দোলন করছিলেন, তখন মাখনলাল সরকার তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং গ্রেফতার হয়েছিলেন। দিল্লি পুলিশ গ্রেফতার করেছিল দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার জন্য।

তখন সরকার কংগ্রেসের। বিচারালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বিচারপতি বলেন ক্ষমা চাইতে। মাখনলাল বলে ক্ষমা চাইব না, কোনও অপরাধ করিনি। বিচারপতি এরপর নির্দেশ দেন, এনাকে ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কেটে দিন, সঙ্গে ১০০ টাকা দিন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির সবচেয়ে প্রবীণ কর্মীদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে পরিচিত। আজ বঙ্গে যখন বিজেপি শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তখন তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ব্রিগেডে এদিন মোদি-শাহর উপস্থিতিতেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারী। ব্রিগেড গ্রাউন্ড এদিন আক্ষরিক অর্থেই বাঙালিয়ানায় ছিল পরিপূর্ণ। মঞ্চে ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা প্রফুল পটেল, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরি, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নড্ডা, স্মৃতি ইরানি, শিবরাজ সিংহ চৌহান, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিশ, মিঠুন চক্রবর্তী-সহ কেন্দ্র ও রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতারা।

কাটল জট, ভিসিকে-র সমর্থনে ম্যাজিক ফিগার ছুঁলেন বিজয়!

তামিলনাড়ুতে শুরু 'থালাপতি' শাসন

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ৯ মেঃ তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে শেষ পর্যন্ত ম্যাজিক ফিগার মেলালেন অভিনেতা বিজয়। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন পেয়ে শপথের পথ কার্যত পরিষ্কার হয়ে গেল তামিলগা ভেত্রি কাজগমের। সূত্রের খবর, বিদুথলাই চিরুথাইগল কাচি অর্থাৎ ভিসিকে নিঃশর্ত সমর্থন জানিয়েছে বিজয়ের জোটকে। যদিও এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেনি ওই দল। বিধানসভা নির্বাচনে একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছিল বিজয়ের দল। ১০৮টি আসন জিতেছিল টিভিকে। তবে বিজয় নিজে দু'টি আসনে জয়ী হওয়ায় নিয়ম অনুযায়ী একটি আসন ছাড়তে হয়েছে। ফলে বর্তমানে দলের বিধায়ক সংখ্যা ১০৭। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ছিল ১১৮ জন বিধায়কের সমর্থন। এর আগেই বিজয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল কংগ্রেস, সিপিআই এবং সিপিএম। কংগ্রেসের পাঁচ এবং বামেদের চার বিধায়ক নিয়ে জোটের শক্তি পৌঁছেছিল ১১৬-তে। ভিসিকে-র দুই বিধায়কের সমর্থন মেলায় সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১১৮-তে। অর্থাৎ সরকার গঠনের জন্য যে 'ম্যাজিক ফিগার' দরকার, তা স্পর্শ করে ফেলেছে বিজয় শিবির। সূত্রের খবর, বাম দলগুলি নিঃশর্ত সমর্থন দিলেও কংগ্রেস কিছু শর্ত রেখেছে। মন্ত্রিসভায় দু'টি মন্ত্রক চেয়েছে তারা। অন্যদিকে বামেরা সরকারে যোগ না দিয়ে বাইরে থেকে সমর্থনের পথেই হাঁটছে। এ বারের নির্বাচনে কার্যত চিরুথাইগল কাচি, ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ, সিপিআই এবং সিপিএম পেয়েছে দু'টি করে আসন। বিজেপি, ডিএমডিকে এবং এএমএমকে জিতেছে একটি করে

ভেঙে গিয়েছে তামিল রাজনীতির দীর্ঘ ৬২ বছরের দাপট। ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে- দুই দ্রাবিড় শক্তিকেই বড় ধাক্কা দিয়েছে বিজয়ের উত্থান। ডিএমকে পেয়েছে ৫৯টি আসন। এআইএডিএমকের ঝুলিতে গিয়েছে ৪৭টি। এ ছাড়া পিএমকে জিতেছে ৪টি আসন। বিদুথলাই আসনে। জোটের শরিক সংখ্যা এখন দাঁড়াল পাঁচ। ফলে তামিলনাড়ুতে প্রথম বার সরকার গঠনের মুখে দাঁড়িয়ে অভিনেতা-রাজনীতিক বিজয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, দ্রাবিড় রাজনীতির বহু বছরের সমীকরণ বদলে দিয়ে নতুন অধ্যায়ের সামনে দাঁড়িয়ে দক্ষিণের এই রাজ্য।

জন্মবার্ষিকীতে কবিগুরুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৯ মে ঃ জন্মবার্ষিকীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন রাজ্যপাল আর এন রবি। শনিবার সকালে এক্স মাধ্যমে লোকভবনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যপাল আর এন রবি কবিগুরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি এক্স মাধ্যমে জানান, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে সমগ্র দেশ তাঁর চরণে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছে। ভারতের শাশ্বত সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের এক দীপ্তিময় আলোকবর্তিকা রূপে গুরুদেব জাতীয় চেতনা, মানবিক মর্যাদা ও চিন্তার স্বাধীনতার আদর্শে প্রতিটি প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।রাজ্যপাল জানান, কবিগুরুর সেই কালজয়ী দূরদৃষ্টি আমাদের-বিশেষত যুবসমাজের-পাথেয় হয়ে থাকুক যাতে আমরা এক গর্বিত, প্রাজ্ঞ ও আত্মনির্ভর বাংলা নির্মাণ করতে পারি। এই নবজাগরণই প্রতিফলিত করবে ‘ সোনার বাংলা’র প্রকৃত স্বরূপ এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘ বিকশিত ভারত’-এর মহান লক্ষ্যে উপনীত হতে ভারতকে চালিত করবে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন পূরণ হয়েছেঃদিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৯ মে ঃ স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার রাজ্যের মসনদে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘ ১৫ বছরের শাসনকালের অবসান হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেছেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন পূরণ হযেছে। শনিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, আমরা দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করেছি এবং অবশেষে জনগণ পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন পূরণ হযেছে। তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) এবং কংগ্রেস জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, কারণ তারা জনগণের উপর অত্যাচার করেছিল এবং তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিল। জনগণ তাদের যোগ্য জবাব দিয়েছে এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকে (বিজেপি) নির্বাচিত করেছে বলে জানান।

নতুন সিডিএস পেল ভারত, নিযুক্ত এন এস রাজা সুব্রমনি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ মে ঃ নতুন চিফ অফ ডিফেন্স (সিডিএস) পেল ভারত। লেফটেন্যান্ট জেনারেল এন এস রাজা সুব্রমনি (অবসরপ্রাপ্ত)-কে নতুন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ হিসেবে নিযুক্ত করেছে ভারত সরকার। যিনি দাযিত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভারত সরকারের সামরিক বিষয়ক বিভাগের সচিব হিসেবেও দাযিত্ব পালন করবেন। শনিবার সকালে ওই পদে তাঁকে নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।সেনা সর্বাধিনায়ক হওয়ার পর স্থলসেনা, নৌসেনা এবং বায়ুসেনা- তিন বাহিনীর প্রধান হিসাবে কাজ করবেন সুব্রমণি। বর্তমানে দেশের সেনা সর্বাধিনায়ক পদে আছেন জেনারেল অনিল চৌহান। আগামী ৩০ মে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তার পরেই সিডিএস পদে দাযিত্ব নেবেন সুব্রমণি। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, সুব্রমণি সিডিএস-এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক বিষয়ক দফতরের সচিব হিসাবেও কাজ করবেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী, বিপুল জনসমাগম ব্রিগেডে

কলকাতা, ৯ মে ঃপশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার বিজেপি সরকার। রাজ্যের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যপাল আর এন রবি তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। এছাড়াও মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল প্রমুখ। কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনীর মধ্যে শনিবার বিপুল জনসমাগম হয় ব্রিগেডে। সকালে হুডখোলা গাড়িতে ব্রিগেডে প্রবেশ এসে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদী। মঞ্চে উঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী মোদী। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা প্রফুল পটেল, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরি, চিরাগ পাসোয়ান, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নড্ডা, স্মৃতি ইরানি, শিবরাজ সিংহ চৌহান, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফাডনবীশ, অগ্নিমিত্রা পাল, মিঠুন চক্রবর্তী-সহ কেন্দ্র ও রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতারা। কালীঘাট মন্দিরের আদলে ব্রিগেডে শপথগ্রহণের মঞ্চ প্রস্তুত করে বিজেপি। মঞ্চে মা কালী, মা দুর্গার ছবি ছিল। ছিল গঙ্গাসাগরের সাধুদের ছবিও। ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে আলাদা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্মান জানানো হয় ব্রিগেডে। বাজে রবীন্দ্রসঙ্গীত।

নাগরিক সুরক্ষাই অগ্রাধিকার, বন্যা ও তাপপ্রবাহ মোকাবিলায় রবিবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অমিত শাহ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ মেঃবর্ষার আগে দেশজুড়ে সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি এবং ক্রমবর্ধমান তাপপ্রবাহ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় স্তরে তপরতা আরও বা।াল কেন্দ্র সরকার। এই পরিস্থিতিতে রবিবার নয়াদিল্লিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পৌরহিত্য করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী Amit Shah বৈঠকে মূলত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বন্যা ব্যবস্থাপনা, তাপপ্রবাহ মোকাবিলা এবং দুর্যোগ পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা গিয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi-র নেতৃত্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কেন্দ্র সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছে, তার মূল লক্ষ্যই হল সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া। সেই কারণেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মরশুম শুরুর আগেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের প্রস্তুতি পর্যালোচনায় জোর দেওয়া হচ্ছে। রবিবারের বৈঠকে বিভিন্ন মন্ত্রক, আবহাওয়া সংস্থা, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তাদের উপস্থিত

থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।জানা গিয়েছে, বৈঠকে বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবে আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থার মধ্যে সমন্বয় কতটা কার্যকরভাবে হচ্ছে, তা মূল্যায়নের বিষয়টি। দেশের বিভিন্ন অংশে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা এবং ভয়াবহ তাপপ্রবাহের ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় কেন্দ্র সরকার আগাম প্রস্তুতির উপর বাড়তি জোর দিচ্ছে। বিশেষ করে নদীবাহিত বন্যাপ্রবণ এলাকা এবং তীব্র গরমে আক্রান্ত রাজ্যগুলির পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, Amit Shah-এর নির্দেশনায় গত কয়েক বছরে দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে বিপর্যয় মোকাবিলার সরঞ্জাম বৃদ্ধি, দ্রুত উদ্ধারকাজ পরিচালনার সক্ষমতা তৈরি এবং প্রযুক্তিনির্ভর আবহাওয়ার পূর্বাভাস ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।রবিবারের বৈঠকে দীর্ঘমেয়াদি বন্যা প্রশমন প্রকল্পগুলির অগ্রগতিও খতিয়ে দেখা হবে। গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো রক্ষা, নদী ব্যবস্থাপনা, জলনিকাশি ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক আবহাওয়া পূর্বাভাসের মতো বিষয়গুলি আলোচনায় উঠে আসতে পারে। কেন্দ্রের মতে, শুধু দুর্যোগের সময় ত্রাণ ও উদ্ধার নয়, বরং আগাম প্রস্তুতি এবং ক্ষয়ক্ষতি কমানোর দিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে, দেশের একাধিক অংশে ইতিমধ্যেই তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি উদ্বেগ বা।য়েছে। বিশেষ করে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের কিছু এলাকায় তাপমাত্রা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জলের জোগান এবং বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা-দুই মৌসুমের সম্ভাব্য বিপর্যয়কে সামনে রেখেই কেন্দ্র সরকার আগাম প্রস্তুতির বার্তা দিতে চাইছে।

৯টি যুদ্ধ নিষ্পত্তির দাবি ট্রাম্পের, রুশ-ইউক্রেন সংঘাত নিয়েও বিশেষ মন্তব্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের

ওয়াশিংটন, ৯ মে ঃ যুদ্ধ নিষ্পত্তি নিয়ে ফের বড়সড় দাবি করলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, আমি ৮টি যুদ্ধের নিষ্পত্তি করেছি, আসলে ৯টি এবং মনে হচ্ছে ১০টিও হতে পারে, কিন্তু আমি চাই রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটুক।রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, আমি অনুরোধ করেছিলাম এবং প্রেসিডেন্ট পুতিন ও প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি দু’জনেই সানন্দে রাজি হয়েছেন। আমরা একটি নির্দিষ্ট সময় পেয়েছি, যখন তাঁরা মানুষ হত্যা করবে না। উভয় পক্ষ থেকে ১০০০ জন করে বন্দি ফেরত দিতেও সম্মত হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, হ্যাঁ, আমি (দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতির) একটি বড় ধরনের সম্প্রসারণ দেখতে চাই।

লোকসভায় ডিএমকে সাংসদদের জন্য পৃথক আসন বিন্যাসের আবেদন কানিমোঝির

চেন্নাই, ৯ মে ঃ তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে জোট সমীকরণের বদলের ইঙ্গিত এ বার সংসদের অন্দরেও। ডিএমকে সাংসদ তথা দলের অন্যতম শীর্ষ নেত্রী কানিমোঝি লোকসভার স্পিকারকে চিঠি লিখে সংসদে ডিএমকে সাংসদদের জন্য পৃথক আসন বিন্যাসের আবেদন জানিয়েছেন। চিঠিতে কানিমোঝি উল্লেখ করেছেন, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে ডিএমকের জোটের অবসান ঘটেছে। সেই কারণে লোকসভায় কংগ্রেস সাংসদদের পাশে বসার বর্তমান ব্যবস্থা আর উপযুক্ত নয় বলেই দলের মত।

তিনি স্পিকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, ডিএমকে পার্লামেন্টারি পার্টির সদস্যদের জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা করা হোক, যাতে তাঁরা আরও কার্যকর ভাবে সংসদীয় দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দিবস পালন

বাঁকুড়াঃপঁচিশে বৈশাখ ,শনিবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাল বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত শিশু মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়।সর্ব প্রথমে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফটোতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তারপর বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দু চার কথা বলেন।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দিবস স্মরণে বিদ্যালয়ের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে। তিনি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশ্ন কবিতাটি আবৃত্তি করেন।বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী দিশা রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু দিন ধরে কবিতা টি সু ন্দরভাবে আবৃত্তি করে।এছাড়া বিদ্যালযের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী অন্বেষা লোহার বিচিত্র সাধ কবিতা টি আবৃত্তি করে।তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী বর্ষা ঘোষ নৌকা যাত্রা কবিতা টি দারুণ ভাবে আবৃত্তি করে।বিদ্যালয়ের ছাত্র -ছাত্রীরা নাচ ,গান এবং আবৃত্তির মাধ্যমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। অনুষ্ঠানকে ঘিরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়।

এরালিগুলের দীনদয়াল কলেজে বিশ্ব রেড ক্রস দিবস উদযাপন

শ্রীভূমি (অসম),৯ মে ঃ মানবতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও পরিবেশ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে শ্রীভূমি জেলার এরালিগুলের পণ্ডিত দীনদযাল উপাধ্যায় আদর্শ মহাবিদ্যালয়-এ শুক্রবার বিশ্ব রেড ক্রস দিবস পালন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানের সূচনায় মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়। এতে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্বেচ্ছাসেবীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।এছাড়াও পরিবেশ সংরক্ষণ, সবুজায়ন বৃদ্ধি এবং টেকসই জীবনযাপনের গুরুত্ব তুলে ধরতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল জেলা স্তরের একটি ই-ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে এই অনলাইন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।রেড ক্রস আন্দোলনের ইতিহাস, নীতি ও মানবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রশ্ন প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্বেচ্ছাসেবীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস, রাজস্থান-গুজরাটে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ৯ মেঃএকদিকে দেশের একাধিক অংশে কালবৈশাখীসদৃশ আবহাওয়ার পূর্বাভাস, অন্যদিকে পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় তাপপ্রবাহের আশঙ্কা-এই দুই বিপরীত আবহাওয়ার ছবিই তুলে ধরল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। শুক্রবার প্রকাশিত পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আগামী ১১ থেকে ১৪ মে পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে বলেও সতর্ক করেছে আবহাওয়া দফতর।আইএমডি-র পূর্বাভাস অনুযায়ী, জম্মু ও কাশ্মীরে ১১ ও ১২ মে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি ১২ ও ১৩ মে হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। পার্বত্য অঞ্চলে এই বৃষ্টিপাতের জেরে তাপমাত্রা খানিকটা কমতে পারে বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। গত কয়েকদিন ধরে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় চড়া রোদ ও গরমে সাধারণ মানুষের নাজেহাল অবস্থা তৈরি হয়েছিল। সেই পরিস্থিতির মধ্যেই এই বৃষ্টির পূর্বাভাস কিছুটা স্বস্তি এনে দিতে পারে

বলে মনে করা হচ্ছে।অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতেও বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী সাত দিন ধরে কেরল, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং করাইকাল অঞ্চলে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর অগ্রগতির আগে এই ধরনের প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি স্বাভাবিক বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝোড়ো হাওয়ার কারণে মৎস্যজীবী এবং সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।এরই মধ্যে পশ্চিম ভারতের আবহাওয়া নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে তাপপ্রবাহের সতর্কতা। আইএমডি জানিয়েছে, পশ্চিম রাজস্থান ও গুজরাটের কিছু অংশে আগামী সাত দিন তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে। দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। মরু অঞ্চলে তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়ে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে শিশু, প্রবীণ এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের বিশেষ সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দুপুরের পর অপ্রয়োজনে বাইরে না বেরনো, পর্যাপ্ত জল পান করা এবং সরাসরি রোদ এড়িয়ে চলার কথা বলা হয়েছে প্রশাসনের তরফে।আবহাওয়ার এই দ্বৈত চরিত্র দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আলাদা আলাদা প্রভাব ফেলতে চলেছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কোথাও বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া স্বস্তি এনে দিলেও, অন্যদিকে তীব্র গরম জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে। ইতিমধ্যেই গুজরাট ও রাজস্থানের একাধিক শহরে গরমে হাঁসফাঁস পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিদ্যুতের চাহিদাও ক্রমশ বাড়ছে।এছাড়াও আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামীকাল পর্যন্ত কোঙ্কন ও গোয়া উপকূলে গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া বজায় থাকবে। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় আর্দ্রতার মাত্রা বেশি থাকায় অস্বস্তিও বা।তে পারে। ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদেরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেশের আবহাওয়ার এই পরিবর্তন আগামী কয়েকদিনে আরও স্পষ্ট হতে পারে বলেই মনে করছে আবহাওয়া দফতর। কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির দাপট, কোথাও আবার ভয়াবহ গরম-দুইয়ের মাঝেই দেশবাসীকে সতর্ক থাকার বার্তা দিল আইএমডি।

কবিগুরু ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী সাহিত্যিক ও কবিঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ মে ঃ রবীন্দ্র জয়ন্তীতে কবিগুরুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে এক্স মাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান, পঁচিশে বৈশাখের এই বিশেষ দিনে, আমরা গুরুদেব ঠাকুরের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। গুরুদেব ঠাকুর ছিলেন এক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী সাহিত্যিক, চিন্তক ও কবি। তিনি একজন অনন্য দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, শিল্পী এবং ভারতীয় সভ্যতার চিরন্তন কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, নিজের কাজের মাধ্যমে, তিনি মানবতার গভীরতম অনুভব এবং আমাদের সংস্কৃতির মহত্তম আদর্শগুলিকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। নতুন ভাবনা, সৃষ্টিশীল শক্তি ও সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস দিয়ে তিনি আমাদের সমাজকে সমৃদ্ধ করেছেন। আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করি। তাঁর ভাবনার আলোক আমাদের মনন ও প্রয়াসের পথ প্রদর্শক হয়ে উঠুক।অন্যদিকে কলকাতাতে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে কবিগুরুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার এক্স মাধ্যমে এক বার্তায় অমিত শাহ জানান, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে

তাঁকে জানাই শত-শত প্রণাম। গুরুদেব পরাধীনতার সময়ে সাহিত্য, সঙ্গীত ও দর্শনের মাধ্যমে স্বাধীনতার চেতনাকে নতুন গতি দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এক মহান কবি এবং ভারতীয় আত্মার শক্তিশালী কণ্ঠস্বর। তাঁর শব্দে ছিল গভীর সংবেদনশীলতা, চিন্তায় ছিল স্বাধীনতার বার্তা এবং সৃষ্টিতে ছিল বিশ্ববন্ধুত্বের চেতনা।অমিত শাহ আরও জানান, কবিগুরুর কালজয়ী সৃষ্টি ‘গীতাঞ্জলি’মানবতা, আধ্যাত্মিকতা ও সংবেদনশীলতাকে নতুন দিশা দিয়েছে। ‘ জন গণ মন’-এর মাধ্যমে তিনি জাতির ঐক্য, মর্যাদা ও আত্মসম্মানকে কণ্ঠ দিয়েছিলেন। কবিগুরুর জীবন আমাদের স্বাধীন চিন্তা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রেরণা দেয়। তাঁর আদর্শ, চিন্তাধারা ও সাহিত্য চিরকাল আমাদের পথপ্রদর্শন ও অনুপ্রেরণা জোগাতে থাকবে।

নীতি আয়োগের নতুন উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ অশোককুমার লাহিড়ীর

নয়াদিল্লি, ৯ মে ঃনীতি আয়োগের নতুন ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোককুমার লাহিড়ী। অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আশোককুমার লাহিড়ী এর আগে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।নীতি আয়োগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শিক্ষা জগত, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনে কাজের অভিজ্ঞতা অশোক লাহিড়ীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে

বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তাঁর অভিজ্ঞতা দেশের অর্থনৈতিক রূপান্তর ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাকে আরও শক্তিশালী করবে বলেও আশা প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সংস্কারে অশোককুমার লাহিড়ীর নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে মনে করছে নীতি আয়োগ।

ত্রিপাঠীর অবসর ৩১ মে, নতুন নৌসেনা প্রধান হচ্ছেন কৃষ্ণ স্বামীনাথন

নয়াদিল্লি, ৯ মে ঃ দেশের নতুন নৌসেনা প্রধানকে নিয়োগ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। নৌসেনার ভাইস অ্যাডমিরাল পদমর্যাদার অফিসার কৃষ্ণ স্বামীনাথন চলতি মাসের শেষে নৌসেনা প্রধান হিসাবে দায়িত্ব নেবেন। বর্তমানে নৌসেনার প্রধান পদে আসীন আছেন ভাইস অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠী। আগামী ৩১ মে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে।পরবর্তী নৌসেনা প্রধান স্বামীনাথন বর্তমানে মুম্বইয়ে পশ্চিম নেভাল কমান্ডের মাথায় রয়েছেন। এর আগে নৌসেনার উপপ্রধানের দায়িত্বও সামলেছেন।

ক্ষেপণাস্ত্রবাহী রণতরী আইএনএস বিদ্যুৎ, আইএনএস বিনাশ, ক্ষেপণাস্ত্রবাহী করভেট আইএনএস কুলিশ, ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসকারী আইএনএস মহীশূর এবং বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রমাদিত্যের কমান্ডার ছিলেন তিনি জানান বলে।

‘‘ইরান শক্তিশালী, জয় আমাদেরই হবে’’, হরমুজ সংকট নিয়ে উত্তর প্রদেশ থেকে বার্তা ইরানের প্রতিনিধির

জৌনপুর, ৯ মেঃ পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার আবহে হরমুজ প্রণালী আন্তর্জাতিক উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে উত্তর প্রদেশের জৌনপুরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিয়া কলেজ ময়দানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই-র প্রতিনিধি আয়াতুল্লাহ ড. আব্দুল মজিদ হাকিম ইলাহি বলেন, ইরানের জনগণ দৃঢ়ভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত জয় আমাদেরই হবে।তিনি দাবি করেন, ইরানের পরিস্থিতি এখনও যথেষ্ট শক্ত অবস্থানে রয়েছে এবং সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে এই সংঘাতের মোকাবিলা করছে। তাঁর কথায়, এটি শুধু সামরিক সংঘর্ষ নয়, বরং আত্মসম্মান ও স্বাধীনতার লড়াই। সংঘর্ষে ব্যাপক প্রাণহানির অভিযোগ তুলে তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত চার হাজারের বেশি নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, যাদের মধ্যে বহু শিশুও রয়েছে। এছাড়াও এক লক্ষের বেশি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ৫০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।হরমুজ প্রণালীর পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ইলাহি জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আন্তর্জাতিক জাহাজ

চলাচল স্বাভাবিক ছিল। তবে হামলার পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বর্তমানে প্রায় ১ হাজার ৫০০ জাহাজ এবং ২ হাজারের বেশি নাবিক ওই জলপথে আটকে রয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি। এই পরিস্থিতির জন্য যুদ্ধ শুরু করা শক্তিগুলিকেই দায়ী করেন তিনি।আমেরিকার বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র কোনও বাস্তবসম্মত সমঝোতায় আগ্রহী নয়। বরং তেলের দাম ও পশ্চিম এশিয়ার ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যেই তারা উত্তেজনা বাড়াচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প -এর মন্তব্যকেও তিনি রাজনৈতিক বক্তব্য বলে উল্লেখ করেন।পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে ইরানের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে ইলাহি জানান, ইরানের পরমাণু অস্ত্র তৈরির কোনও উদ্দেশ্য নেই। শেষে আন্তর্জাতিক মহলের কাছে নিরপেক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং কূটনৈতিক সমাধানের পথে এগিয়ে আসার আবেদন জানান তিনি।

পূর্ব চম্পারণে একটি বাড়িতে এবং সংলগ্ন দুটি দোকানে অগ্নিকাণ্ড,নিহত ৩

পূর্ব চম্পারণ, ৯ মে ঃবিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলার একটি বাড়িতে এবং সংলগ্ন দুটি দোকানে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। শুক্রবার গভীর রাতে কুন্ডওয়াচাইনপুর থানা এলাকার বারহারওয়া ফাতেমাহমদ গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদের নাম রুদ্র কুমার (৮), সৃষ্টি কুমারী (১০) ও প্রিন্স কুমার (২৮ বছর বয়সী)। আহতের নাম বিজয় বৈঠাও। শুক্রবার গভীর রাতে রাজকুমার গুপ্তের দোকানে আগুন লাগে। ঘটনার সময় ব্যবসায়ী একটি আলাদা ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। শিশুরা একটি আলাদা ঘরে ছিল। দোকানের কর্মীরাও একটি আলাদা ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন বলে জানা যায় খবর থেকে।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা মেষের জন্য সবদিক থেকে দারুণ যাবে। আপনার স্বভাবের মধ্যে থাকা এনার্জি আর আত্মবিশ্বাস আজ আপনার চারপাশে একটা পজিটিভ পরিবেশ তৈরি করবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কে মিল-মিশ আর বোঝাপড়া বাড়বে, ফলে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।।

বৃষঃউচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চায় লেগে থাকুন। উপরি টাকা জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা উচিত। শুভদিন।

মিথুনঃআজ মিথুনের জন্য কিছু বিশেষ চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছে। আজ আপনার মানসিক ভারসাম্য একটু নড়বড়ে হতে পারে, যার ফলে অস্থিরতা আর টেনশন অনুভব করতে পারেন। এই পরিস্থিতি আপনার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে সম্পর্কেও প্রভাব ফেলতে পারে।।

কর্কট রাশি ঃ আজ আপনাকে বিভিন্ন উত্তেজনা এবং মতভেদের সামনা করতে হতে পারে যা আপনি অস্বস্তিকর এবং উত্যক্ত বোধ করাবে। আপনি আজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের অধিকারী হবেন এবং এর সাথে মানসিক শান্তি থাকবে। বিবাহের যোগ হতে পারে

সিংহঃআজ আপনার নিজের জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে, তাই আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য যেতে পারেন। কারও সাথে পরামর্শ না করে আজ আপনার অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত নয়। বন্ধুবান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন আনন্দের পাশাপাশি কোন ছুটির পরিকল্পনা করার জন্যও ভালো হবে। সন্তান হতে পারে আজকে।

কন্যাঃ কন্যা রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটা একেবারে দারুণ যাবে। আপনার জীবনে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ থাকবে, যেটা আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে আরও গভীর আর অর্থবহ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

তুলাঃঅন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্হ্যের বিকাশ ঘটতে পারে। জীবনের অন্ধকার সময়ে অর্থ আপনাকে চালিয়ে যেতে সহায়তা করবে। অতএব, আজ থেকে আপনার অর্থ বিনিয়োগ এবং সংরক্ষণের কথা বিবেচনা করুন, অন্যথা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বৃশ্চিকঃ আজ বৃশ্চিকদের জন্য সবমিলিয়ে দিনটা খুব ভাল যাবে। আজ আপনার ভিতরের এনার্জি আর পজিটিভিটি একদম চূড়ায় থাকবে, যার জন্য আশপাশের মানুষদের সঙ্গে রিলেশনশিপ মজবুত করতে পারবেন। বিবাহের যোগ।

ধনুঃ রক্তচাপের রোগীরা ভিড় বাসে চাপার সময় তাঁদের স্বাসেস্থ্যর ব্যাপারে অতিরিক্ত যত্নশীল থাকবেন। প্রেম আসতে পারে আজ

মকরঃ টাকাপয়সার অবস্থা এবং আর্থিক সমস্যা যেমন করেই হোক এক উত্তেজনার উৎস। কিছু নির্দিষ্ট কাজ হতাশাব্যঞ্জক অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য থমকে যেতে পারে।

কুম্ভঃ ব্যবসায় ভালো হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি হতে পারে আজ।

মীনঃআজ মীনের জন্য দিনটা মোটামুটি যাবে। এটা আত্মবিশ্লেষণের সময়, যেখানে আপনি আপনার ভিতরের অনুভূতি আর ভাবনার দিকে মনোযোগ দেবেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি ফিরতে আসতে পারে আসতে পারে আজ।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ১০ মে, রবিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি চলবে। তারপর পরিস্থিতি আবারও স্বাভাবিক হবে, বাড়বে গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং বাঁকুড়ায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাকি কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। তবে উত্তরবঙ্গে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া ফের শুষ্ক হয়ে উঠবে। বাড়তে পারে গরমের অস্বস্তি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, সোমবারের পর থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৭শত করা এবং সর্বনিম্ন ৬৫ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে না হতে আবহাওয়া সূত্র জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৪৪মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১ টা ৫০মিনিট এবং রাত ০২টা ৫৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ১০মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে।

বিশ্ব প্রাণী চিকিৎসা দিবস উদযাপন হলো নামখানাতে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নামখানা, ৯ মে ঃ প্রতিবছরের মতো এপ্রিল মাসের চতুর্থ শনিবার অর্থাৎ ২৫ এপ্রিল ২০২৬ বিশ্ব প্রাণী চিকিৎসা দিবস উদযাপিত হলো অ্যাসোসিয়েশন অফ পাবলিক হেলথ ভেটেরিনারিয়ান এর পক্ষ থেকে। এবছর নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন ও নামখানা ব্লক প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগের অধীন মোবাইল ভেটেনারি ক্লিনিকের যৌথ উদ্যোগে দক্ষিণ চন্দনপিড়ী বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো বিনামূল্যে প্রাণী টিকাকরণ, কৃমির ওযুধ ও ভিটামিন ঔষধ প্রদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, গবাদি পশু প্রদর্শনী ও সচেতনতা শিবির। এদিন সকাল থেকে নামখানা ব্লক মোবাইল ভেটেনারি ক্লিনিকের পক্ষ থেকে বাছুর ও গরুর প্রদর্শনী এর পাশাপাশি ছাগলের বসন্ত টিকা ও গরু এবং বাছুরের জন্য এলএস ডি টিকা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেয়া হয়। এর পাশাপাশি এদিন বিনামূল্যে গরু এবং ছাগলের জন্য কৃমির ওযুধ ও ভিটামিন দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি সবচেয়ে সেরা গরু এবং বাছুরের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মোট ছয়টি পুরস্কার অনুষ্ঠান থেকে সেরা প্রাণী পালকদের হাতে তুলে দেয়া হয়। এর পাশাপাশি এদিন প্রাণি স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণ করে রাখতে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন সংগঠনের জার্সি এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশন অফ পাবলিক হেলথ ভেটেনারিয়ান এর সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চঞ্চল দেবনাথ, নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন ও দক্ষিণ চন্দন পিড়ি বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক ও অধ্যাপক ড. শান্তনু বেরা, অধ্যাপক শক্তিপদ প্রধান, অধ্যাপক রাহুল বড়ুয়া, অধ্যাপক রিপন বিশ্বাস, ডা. তারকনাথ কর, অধ্যাপক সুমন বিশ্বাস, ডা. মৈনাক দে ও অন্যরা। ভ্রাম্যমান প্রাণী চিকিৎঞ্জ সা কেন্দ্রের ডা. ইনজামামুল হক ও তার টিম উপস্থিত থেকে আজকের প্রোগ্রামটিকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলেন। দক্ষিণ চন্দন পিড়ি বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি প্রবীর পাল, সহ-সভাপতি অতনু কুমার বেরা, প্রহ্লাদ দাস, দীপক মাইতি, ব্যোমকেশ মাঝি, মলয় ভৌমিক, প্রদীপ ওঝা, অভিজিৎ বর্মন, সঞ্জীব পাত্র ও অন্যরা। নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক শুভজিৎ শাসমল ও বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মিনারা পারভীন। সেই সাথে দক্ষিণ চন্দন পিড়ি এলাকা থেকে প্রায় ৫০ জন প্রশিক্ষনার্থী ও প্রায় ১০০ জন প্রাণীপালক তালিকা এই প্রোগ্রাম থেকে বিনামূল্যে পরিষেবা গ্রহণ করেন। ডঃ শান্তনু বেরা বলেন এই প্রোগ্রামটি, যৌথভাবে পরিচালিত হয়েছে বলে এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। ড. বেরা ধন্যবাদ জানান ব্লকের বিএলডিও ডা. অনির্বাণ গাঙ্গুলী এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ পাবলিক হেলথ ভেটনারীয়ান এর সম্পাদক অধ্যাপক চঞ্চল দেবনাথ ও তার টিমকে। অধ্যাপক চঞ্চল দেবনাথ বলেন ২০০০ সাল থেকে এই দিবস পালিত হয়ে আসছে এবং এই দিবসের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ঘটিত রোগের হাত থেকে মানুষকে ও প্রাণীকে রক্ষা করা, উন্নত প্রাণী পালনের ব্যাপারে সচেতনতা ও মাছ মাংস ডিমের বেশি উৎপাদনের ব্যাপারে চাষীদেরকে সচেতনতা করা এই দিবসের উদ্দেশ্য।

ভদ্রেশ্বরে বাঙ্ময় সংস্থার কবি প্রণাম

দুরন্তবার্তা, মলয় সুর, হুগলি, ৯ মে ঃ হুগলির ভদ্রেশ্বরে ৩১ বছর ধরে বাঙ্ময় কালচারাল সোসাইটি এক টুকরো শান্তিনিকেতনের ধাঁচে আম্রকুঞ্জের ছায়ায় কবি প্রণামের আয়োজন হয়। অভিজ্ঞ বাচিক শিল্পী রীনা দত্ত ও ক্যাপ্টেন ডাক্তার সমীর দত্তের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হয়। যদিও বাচিক শিল্পী রীনা দত্তের শারীরিক অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তার একান্ত প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি পূর্ণতা পায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিকেলে এখানে বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী, সাহিত্যিক, সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকরা হাজির হন। অনুষ্ঠান শুরু হয় শ্যামল পালের বেহালা বাজানোর মাধ্যমে। 'হে নতুন দেখা দিই বারবার' এদিন রবি ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিশিষ্ট শিল্পীরা। চন্দননগরে শিল্পীমন সংস্থার ছোট শিশুদের পরিবেশনায় 'তোতাকাহিনী' শ্রুতিনাটক পরিবেশিত হয়। পরিচালনায় গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য। এরপর আবৃত্তি আলেখ্য 'হেথা আমি যাত্রী শুধু' পাঠ করেন রীনা দত্ত, ডাক্তার বিমলেন্দু তালুকদার, হৈমন্তী দাস ও সুদীপ ভট্টাচার্য। সকল দর্শকই তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন। চন্দননগরে কলাকেন্দ্রের শিল্পীরা 'বাঁধ ভেঙে দাও' গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে। পরিচালনায় ছিলেন পরীক্ষিৎ চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির দায়িত্বে ছিলেন সুজাতা দত্ত।

অভিষেককে ঘিরে 'স্বজনপোষণ' বিতর্ক! প্রিয়দর্শিনীর পোস্টে নতুন অস্বস্তিতে তৃণমূল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ মে ঃ রাজ্যে ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে ক্ষোভ ও অসন্তোষ যেন ক্রমশ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। নির্বাচনে ভরাডুবির পর দলের একাধিক নেতা ইতিমধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব ও তথাকথিত 'কর্পোরেট কালচার' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে পাঁচ নেতাকে শোকজও করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেই আবহেই এবার নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা তৈরি করলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কন্যা প্রিয়দর্শিনী হাকিম। সেখানে তিনি লেখেন, 'মহাভারতের মহাযুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ প্রেম ও পক্ষপাতিত্ব। জনশ্রুতিমূলক কাহিনির ভিত্তিতে ভগবান রামচন্দ্রের পদক্ষেপের ফলেই রামরাজ্যের পতন শুরু হয়, যার ফলস্বরূপ অগ্নিপরীক্ষা সত্ত্বেও মা সীতাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। সুতরাং, কারও প্রতি নীতিহীন আনুগত্যে অন্ধ হবেন না।দ এরপরই তিনি সতর্কবার্তার সুরে লেখেন, তচোখে ঠুলি বেঁধে থেকো না। কান দিয়ে দেখো না।দ এই পোস্ট ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। অনেকের মতে, সরাসরি নাম না করলেও প্রিয়দর্শিনীর নিশানায় রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পিছনে স্বজনপোষণ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেই দায়ী করতে চেয়েছেন তিনি;এমন ব্যাখ্যাই ঘুরছে রাজনৈতিক অন্দরে। বিশেষ করে মহাভারত ও রামায়ণের উদাহরণ টেনে 'অন্ধ আনুগত্য'-এর বিরুদ্ধে তাঁর মন্তব্য ঘাসফুল শিবিরে নতুন অস্বস্তি তৈরি করেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, ফিরহাদ হাকিম বরাবরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলয়ে ছিলেন না। দলের মধ্যে বয়সসীমা নির্ধারণ নিয়ে অভিষেকের অবস্থানের বিরুদ্ধেও অতীতে প্রশ্ন তুলেছিলেন ফিরহাদ। ফলে প্রিয়দর্শিনীর এই পোস্টকে নিছক ব্যক্তিগত মতামত হিসেবে দেখছেন না অনেকে। বরং তৃণমূলের অন্দরে জমে থাকা ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, রাজ্যে তৃণমূলের ভরাডুবির মধ্যেও কলকাতা বন্দর কেন্দ্র থেকে জয় ধরে রেখেছেন ফিরহাদ হাকিম। বিজেপি প্রার্থী রাকেশ সিংকে পরাজিত করে তিনি নিজের রাজনৈতিক জমি অটুট রেখেছেন। আর সেই পরিস্থিতিতেই তাঁর কন্যার এই বিস্ফোরক পোস্ট ঘিরে নতুন করে চাপে পড়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। ভোট-পরবর্তী অস্থিরতার আবহে এই মন্তব্য যে দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে আরও উসকে দিল, তা বলাই বাহুল্য।

১৫ বছর পর গণশক্তিতে রাজ্য সরকারি বিজ্ঞাপন, রাজনৈতিক পালাবদলে নতুন বার্তা?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ মে ঃ দীর্ঘ দেড় দশকের অপেক্ষার অবসান। অবশেষে রাজ্য সরকারি বিজ্ঞাপন পেল সিপিএমের দৈনিক মুখ পত্র 'গণশক্তি'। শনিবারের সংস্করণে প্রথম পাতাজুড়ে প্রকাশিত হয়েছে নতুন বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবিও স্থান পেয়েছে। বাংলার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চর্চা। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর থেকেই গণশক্তিতে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন কার্যত বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ ছিল সিপিএমের। গত ১৫ বছরে কোনও সরকারি বিজ্ঞাপন না পাওয়ায় আর্থিকভাবে চাপে পড়েছিল দলীয় এই সংবাদপত্র। বাম নেতৃত্বের দাবি ছিল, রাজনৈতিক কারণেই গণশক্তিকে 'কালো তালিকাভুক্ত' করে রেখেছিল তৎকালীন সরকার। এবার রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর সেই পরিস্থিতির বদল ঘটল। শনিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী শপথ নেন। তাঁর সঙ্গে শপথ নেন নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরাও। সেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হয় রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন, আর সেই বিজ্ঞাপন স্থান পায় গণশক্তির পাতায়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এটি নিছক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং বদলে যাওয়া রাজনৈতিক সমীকরণেরও গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত। এই প্রসঙ্গে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন, তআজকের বিজ্ঞাপন কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। এটাই হওয়া উচিত। ভবিষ্যতে কী হয়, সেটাই দেখার।দ একইসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দেন, অতীতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর কিংবা রেলের বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য, সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বৈষম্য হওয়া উচিত নয়। গণশক্তিতে বিজ্ঞাপন ফিরে আসার ঘটনায় আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞাপন না পাওয়ায় শুধুমাত্র গণশক্তি নয়, সিপিএমের আরও কয়েকটি প্রকাশনাও আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে চলছিল। দলীয় সূত্রের দাবি, সংবাদপত্র পরিচালনা ও কর্মীদের বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রেও একাধিক সমস্যা তৈরি হয়েছিল। এবার নিয়মিত সরকারি বিজ্ঞাপন মিললে কিছুটা হলেও আর্থিক সুরাহা হতে পারে বলে মনে করছেন দলের একাংশের কর্মী-সমর্থকরা। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে বিজ্ঞাপন না পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল সিপিএম। মামলায় প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, অন্যান্য সংবাদপত্র সরকারি বিজ্ঞাপন পেলেও গণশক্তিকে কেন বঞ্চিত করা হচ্ছে। সেই সময় আদালত পর্যবেক্ষণে জানিয়েছিল, সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সব সংবাদপত্রের প্রতি সমান হওয়া উচিত। কোনও রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হলেও, যদি সংবাদপত্রের আইন মেনে প্রকাশিত হয়, তবে তাকে সংবাদপত্র হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত। যদিও আদালত সরাসরি কোনও নির্দেশ দেয়নি। আদালতের সেই পর্যবেক্ষণের পরও তৃণমূল সরকার গণশক্তিকে বিজ্ঞাপন দেয়নি। এবার বিজেপি সরকারের শপথের দিনেই গণশক্তিতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ায় রাজনৈতিক বার্তা খুঁজতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহল। বিশেষ করে রাজ্যের নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় সংবাদমাধ্যম ও সরকারের সম্পর্ক কোন পথে এগোয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

শুভেন্দুর শপথের পরই বদল মমতার বায়ো, তবু অনুপস্থিত 'প্রাক্তন' শব্দ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ মে ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরও 'প্রাক্তন' তকমা যেন এখনও মেনে নিতে নারাজ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ কয়েকদিনের জল্পনা ও রাজনৈতিক চাপানউতোরের পর অবশেষে নিজের সমাজমাধ্যমের বায়ো পরিবর্তন করলেন তিনি। তবে নতুন বায়োতেও কোথাও ব্যবহার করলেন না 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী' শব্দবন্ধ। বরং নিজেকে উল্লেখ করলেন তিনবারের মুখ্যমন্ত্রীদ হিসেবে। আর তা নিয়েই নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। শনিবার ব্রিগেড ময়দানে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী পশ্চিমবঙ্গের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই বদলে যায় মমতার ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও এক্স হ্যান্ডেলের বায়ো। সেখানে লেখা হয়েছে, ত১৫, ১৬ ও ১৭তম বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ। চেয়ারপার্সন, তৃণমূল কংগ্রেস।দ কিন্তু কোথাও 'প্রাক্তন' শব্দটির উল্লেখ নেই। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই পরিবর্তনের মধ্যেও স্পষ্ট হয়েছে যে পরাজয় মেনে নিলেও ভাষাগতভাবে নিজেকে এখনও 'সাবেক' বলতে চাইছেন না তৃণমূল নেত্রী। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পর থেকেই দলের তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, তাদের হারানো হয়েছে। ভোটে কারচুপি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে ফলাফল মানতে নারাজ ছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। সেই আবহেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষ পর্যন্ত রাজ্যপাল বিধানসভা ভেঙে দেন। কিন্তু তার পরেও দীর্ঘ কয়েকদিন তাঁর বিভিন্ন সমাজমাধ্যমের প্রোফাইলে 'চিফ মিনিস্টার অব ওয়েস্ট বেঙ্গল' পরিচয় বহাল ছিল। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছিল, ২০১১ সালের মতোই হয়তো দ্রুত ইস্তফা দেবেন মমতা। কারণ, সেই বছর বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর ফলাফল স্পষ্ট হতেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাজ্যপালের কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু ২০২৬ সালে সেই ছবি আর দেখা যায়নি। ফল ঘোষণার পরদিন কালীঘাটে সাংবাদিক বৈঠকে মমতা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তিনি ইস্তফা দেবেন না। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর বক্তব্য ছিল, 'আমরা তো হারিনি। তাই লোকভবনে যাব না। চক্রান্ত করা হয়েছে। হারিনি, তাই ইস্তফা দেওয়ার প্রশ্ন নেই।' সেই মন্তব্য ঘিরে যেমন রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তেমনই তাঁর সমাজমাধ্যমের বায়ো নিয়েও শুরু হয়েছিল সমালোচনা। অবশেষে শনিবার শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বদলে যায় মমতার ডিজিটাল পরিচয়। তবে 'প্রাক্তন' শব্দটি এড়িয়ে গিয়ে 'তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী' পরিচয় ব্যবহার করায় রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে;এ কি শুধুই আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন, নাকি এখনও পরাজয় মেনে নিতে না পারারই এক নীরব বার্তা?

ব্রিগেডে বিজেপি সরকারের শপথ, নিরাপত্তার মাঝেও স্বাভাবিক কলকাতার ট্রাফিক পরিষেবা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ মে ঃ কলকাতা ২৫ বৈশাখ, রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন ইতিহাসের সাক্ষী থাকল কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল ব্রিগেডের বুকে। রাজ্যের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গে শপথ নেন আরও পাঁচজন মন্ত্রী। শপথগ্রহণ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা। রাজনৈতিক গুরুত্বে ভরপুর এই অনুষ্ঠান ঘিরে শহরে নিরাপত্তা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে ছিল কড়া ব্যবস্থা। তবে এত বড় কর্মসূচির পরও কলকাতার রাস্তাঘাটে তেমন কোনও বিশৃঙ্খলা বা অতিরিক্ত যানজটের ছবি দেখা গেল না। শনিবার সকাল থেকেই ব্রিগেড এবং সংলগ্ন এলাকায় যান চলাচলে একাধিক বিধিনিষেধ জারি করেছিল কলকাতা পুলিশ। আগেই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছিল কোন কোন রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে এসপ্ল্যানেড র‍্যাম্প, কেপি রোড, হসপিটাল রোড, লাভার্স লেন, ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউ এবং কুইন্সওয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় বিশেষ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। পাশাপাশি মালবাহী যান চলাচলও পুরোপুরি বন্ধ রাখা হয়েছিল। কয়েকটি এলাকায় গাড়ি পার্কিংয়েও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এর ফলে উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিণ বা দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে যাতায়াতকারী বহু গাড়িকে ঘুরপথে যেতে হয়েছে। মা উড়ালপুল কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিক থেকে যারা ব্রিগেডমুখী রাস্তায় এসেছিলেন, তাঁদেরও বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করতে বলা হয়। তবে আগে থেকেই পুলিশের তরফে এই নির্দেশিকা প্রকাশিত হওয়ায় অধিকাংশ মানুষ পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিলেন। ফলে শহরের অন্য অংশে বড় ধরনের যানজট তৈরি হয়নি। কলকাতাবাসীর একাংশের মতে, এত বড় রাজনৈতিক অনুষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও ট্রাফিক পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণে ছিল। সাধারণত ব্রিগেডে বড় রাজনৈতিক সভা বা সমাবেশ হলে সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে যানজটের সমস্যা তৈরি হয়। কিন্তু শনিবার সেই চেনা ছবি দেখা যায়নি। কোথাও ট্রাফিক সম্পূর্ণ থমকে যায়নি। যদিও সকালবেলায় ইএম বাইপাসে কিছুটা যান চলাচল ধীর ছিল। কারণ, বহু বিজেপি কর্মী-সমর্থক বিভিন্ন দিক থেকে ব্রিঞ্জ গেডের দিকে রওনা দিয়েছিলেন। তবুও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি। ব্রিগেডের সামনে সকাল থেকেই মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেকেই পায়ে হেঁটে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছেন। পার্ক স্ট্রিট থেকে আউটরাম রোড হয়ে ফোর্ট উইলিয়ামের দিকে মানুষের দীর্ঘ হাঁটার ছবি দেখা যায়। ফোর্ট উইলিয়ামের সামনের রাস্তাতেও ছিল জনসমাগম। তবে এবারের অনুষ্ঠানের চরিত্র ছিল কিছুটা আলাদা। রাজনৈতিক মহলের মতে, এটি কোনও জনসভা ছিল না, বরং শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। বাইরে থেকে ব্যাপকভাবে গাড়ি ভাড়া করে লোক আনার প্রবণতাও ছিল না। ফলে জনসমাগম নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করতে সুবিধা হয়েছে প্রশাসনের। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ছিল নজিরবিহীন। ব্রিগেড এবং আশপাশের এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। একাধিক জায়গায় তৈরি করা হয়েছিল ব্যারিকেড। সকলের মাঠে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। নির্দিষ্ট পরিচয়পত্র দেখিয়ে সীমিত সংখ্যক মানুষকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। বাকিদের বাহঞ্জরে দাঁড়িয়েই অনুষ্ঠান দেখতে হয়েছে। ড্রোন নজরদারি থেকে শুরু করে বিভিন্ন কৌশলগত পয়েন্টে অতিরিক্ত নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। ব্রিগেডের মঞ্চে রাজ্যপাল আর এন রবির উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, ক্ষুদিরাম টুডু, আশোক কীর্তনিয়া এবং নিশীথ প্রামাণিক। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এই শপথগ্রহণ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। একদিকে যখন ব্রিগেডে রাজনৈতিক পালাবদলের সাক্ষী থাকল বাংলা, অন্যদিকে শহরের দৈনন্দিন ছন্দও প্রায় স্বাভাবিক থাকল। প্রশাসনের পরিকল্পিত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফলে বহুদিন পর ব্রিগেড-কেন্দ্রিক বড় রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে কলকাতা কার্যত নির্বিঘ্ন দিনের সাক্ষী থাকল বলেই মনে করছে একাংশ।

ইট ভাঁটার শ্রমিকদের পাশে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৯ মে ঃ গরীব মানুষের পাশে থেকে দীর্ঘ দিন কাজ করে চলেছে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ। উওর ২৪ পরগনার হালিশহরের এই মঠের উদ্যোগে দক্ষিন ২৪ পরগনা, কলকাতা, উওর ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে জনসেবা মূলক একাধিক কাজ চলেছে।শুক্রবার বিকালে এই মঠের ভক্ত স্বাগতা মুখার্জির উদ্যোগে মুলদিয়ার একটি ইটভাটাতে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে ৫০ জন শ্রমিকদের হাতে খাদ্য ও পানীয় জলের বোতল তুলে দেওয়া হয়। এদিনের এই বিতরণ অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জয়নগর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কৃষেন্দু ঘোষ, সমাজসেবী তরুন হালদার সহ আরো অনেকে। এদিন এ ব্যাপারে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের ভক্ত স্বাগতা মুখার্জি বলেন, মঠের উদ্যোগে সারা বছর এই ধরনের কাজ করা হয়। আর আমি এই ইট ভাঁটায় কিছুদিন আগে ও এসেছিলাম। আজ আবার এলাম সামান্য কিছু নিয়ে। আমি সারাজীবন এই ধরনের কাজ করে যেতে চাই।

এলাকায় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির অভিযোগে গ্রেফতার এক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৯ মে ঃ এলাকায় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক জয়নগরে।গত সোমবার সারা রাজ্যে গেরুয়াময় হওয়ার পর থেকে বিজয় মিছিল ও আনন্দ উৎঞ্জ সবে সামিল হয়েছে বহু মানুষ।শনিবার সরকার গঠনের আগে শুক্রবার এলাকায় গন্ডগোল পাকানো ও অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে জয়নগর থানার নারায়নীতলা পঞ্চায়েতের কাঁটাপুকুরিয়া এলাকা থেকে বিশ্বনাথ সরদার নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ।

পেটের টানে সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু সংগ্রহে মৌলেরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি, ৯ মে ঃ পেটের টানে মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে গ্রীষ্মকালীন মধু সংগ্রহের পথে সুন্দরবনের মৌলেরা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সুন্দরবনের কুলতলি ও মৈপীঠের মৎস্যজীবীরা মূলত জীবিকা নির্বাহের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলে মাছ, কাঁকড়া এবং মধু সংগ্রহ করতে যান। এই অঞ্চলে তাদের বিকল্প আয়ের উৎস খুব কম বা নেই বললেই চলে। জীবিকা ও আর্থিক নির্ভরতা সুন্দরবনের নদী, খাঁড়ি, এবং জঙ্গলের উপর। মাছ, কাঁকড়া, এবং মধু সংগ্রহ স্থানীয় দরিদ্র মানুষের প্রধান আয়ের উৎস। বংশ পরম্পরায় এই কাজ করেই তারা সংসার চালান। কৃষি কাজ নোনা জলের কারণে এখানে সেভাবে সম্ভব হয় না। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যের জলভাগ নানা প্রকারের মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া ও মূল্যবান খলিসা ফুলের মধুর ভান্ডার। এখানকার মানুষ, যারা মৌলে নামে পরিচিত, বন বিভাগের বৈধ অনুমতি (পাস) নিয়ে মূলত চৈত্র থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত মধু সংগ্রহ করেন। বহু পরিবার প্রজন্ম ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। তাদের পেশাগত দক্ষতা এবং জীবনধারা সুন্দরবনের সম্পদের উপর নির্ভরশীল। সুন্দরবনের মৎস্যজীবী ও মৌলেদের জঙ্গলে প্রবেশের মূল কারণ হল অতি দারিদ্র্যতা, বিকল্প কাজের অভাব এবং বংশগত পেশার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা। তাদের এই জীবনযাত্রা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, যেখানে পদে পদে বাঘ ও কুমিরের আক্রমণের ভয় থাকে। সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ও মধু সংগ্রহে গিয়ে এখনো পর্যন্ত দুই শতাধিকের বেশি মৎস্যজীবী বাঘের আক্রমণে নিহত ও আহত হয়েছেন। তারপরে ও মৎস্যজীবীরা জঙ্গলমুখী। তাই একদিকে যেমন জীবিকা নির্বাহ আর অন্যদিকে ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা সবকিছুকে অতিক্রম করে তারা সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া মধু সংগ্রহ করতে চলে যান নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে। নতুন ভাবে রাজ্যে সরকারে এলো বিজেপি। আর সুন্দরবনের মানুষের দাবি এবার তাদের দিকে নজর দিক এই সরকার।

শুভেন্দুর শপথের পর কালীঘাটে উত্তেজনা, মমতার বাড়ির সামনে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ মে ঃ রাজ্যে বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণের দিনেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল কালীঘাট। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের স্লোগান ঘিরে তৈরি হল উত্তেজনা। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত মোতায়েন করা হল কেন্দ্রীয় বাহিনী। বর্তমানে এলাকা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও মমতার বাড়ির সামনে কড়া নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে ব্রিগেড ময়দানে শুভেন্দু অধিকারী পশ্চিমবঙ্গের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই একদল বিজেপি কর্মী ও সমর্থক কালীঘাট এলাকায় পৌঁছে যান। বাইক মিছিল করে তাঁরা জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে থাকেন। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন কয়েকজন বিজেপি সমর্থক সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন। ঘটনার পর আগে থেকেই এলাকায় মোতায়েন থাকা পুলিশ কর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়তে থাকায় দ্রুত অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এরপরই মমতার বাড়ির সামনে মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। বর্তমানে কোনও মিছিলকারী বা বিজেপি সমর্থককে তৃণমূল নেত্রীর বাড়ির আশেপাশে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। গোটা এলাকা জুড়ে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির সামনে নিরাপত্তা কিছুটা শিথিল করা হয়েছিল। সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল একাধিক গার্ডরেলও। তবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যে নিরাপত্তা প্রোটোকল প্রয়োজন, তা বজায় ছিল। একইভাবে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনের নিরাপত্তা বলয়েও কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। তবে শনিবারের ঘটনার পর ফের নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে কালীঘাটে। বিজেপি সরকারের শপথের দিনেই তৃণমূল নেত্রীর বাড়ির সামনে এই বিক্ষোভ ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও তপ্ত হয়ে উঠেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিজেপি কর্মীর বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগে গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনারপুর, ৯ মে ঃ ভোট গণনা পরবর্তী সময়ে রাজ্য জুড়ে একাধিক এলাকায় অশান্তি চলছে। এবার সোনারপুরে এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগে এক তৃনমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলার সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এবারের নির্বাচনে সোনারপুর দক্ষিন বিধানসভায় তৃনমূল কংগ্রেসের লাভলী মৈএকে পরাজিত করে বিজয়ী হয় বিজেপির রুপা গাঙ্গুলী। পাশের সোনারপুর উওর বিধানসভায় তৃনমূল কংগ্রেসের ফিরদৌসি বেগমকে পরাজিত করে বিজয়ী হয় বিজেপির দেবাশীষ ধর। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে সোনারপুর থানার সোনারপুর দক্ষিন বিধানসভার মালঞ্চ এলাকায় প্রণব মন্ডল নামে বিজেপির এক কার্যকর্তার বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ ওঠে রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ২২ নং ওয়ার্ডের তৃনমূল কাউন্সিলার তাপস হালদারের বিরুদ্ধে। এর পরে বিজেপির প্রণব মন্ডলের তরফে সোনারপুর থানায় কাউন্সিলার সহ সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। আর তার পরেই তদন্তে নেমে সোনারপুর থানার পুলিশ তৃনমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলার তাপস হালদার সহ চারজন তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মীদের গ্রেফতার করে সোনারপুর থানায় নিয়ে আসে। ধৃত আর তিনজন তৃনমূল কর্মী হলেন বিল্টু মিত্র, চিরঞ্জীত ঘোষ এবং মান্নান মোল্লা। ধৃতদের শনিবার সোনারপুর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। আর এই ঘটনায় আর কে কে জড়িত আছে তাও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

বোরখা 'ফতোয়া' কাণ্ডে শেষমেষ থানায় গিয়ে 'ক্ষমা' চাইলেন অভিযুক্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ মে ঃ বোরখা 'ফতোয়া' কাণ্ডে শেষমেষ থানায় গিয়ে 'ক্ষমা' চাইলেন অভিযুক্ত। 'বোরখা পরে কলেজে আসা যাবে না', হাওড়ার ডোমজুড়ের আজাদ হিন্দ কলেজে এমন ফতোয়া ঘিরে দিন চারেক আগে বিতর্ক দেখা দেয়। শেষমেশ থানায় গিয়ে 'ক্ষমা' চান অভিযুক্ত। চারদিন আগে গত মঙ্গলবার হাওড়ায় এরকম একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে 'ভাইরাল' হয়। যদিও সেই ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদমাধ্যম। আর তা নিয়েই শুরু হয় বিতর্ক। ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওতে দেখা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, ''কলেজে কোনও বোরখা পরে আসা যাবে না। এটা কলেজ, মাদ্রাসা নয়।'' ওই ফতোয়ার জেরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পড়ুয়া ও তাঁদের অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। এর পাশাপাশি অনেকেই কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়েও অনেকে 'আশঙ্কা' প্রকাশ করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামে প্রশাসন। পরে অভিযুক্ত ব্যক্তি থানায় গিয়ে লিখিতভাবে ক্ষমা চান বলে খবর। কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে অধ্যাপক সুপ্রিয় চক্রবর্তী বলেন, ''ভিডিওটি আমাদের নজরে এসেছে। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের কোনও ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। আমরা পড়ুয়া ও অভিভাবকদের আশ্বস্ত করেছি।'' জানা গেছে, এরপরই ডোমজুড় থানায় গিয়ে নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চান অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি। অভিযুক্তের দাবি, ''উঞ্জত্তেজনার বশে কথাগুলো বলে ফেলেছিলাম। আমি বিজেপি'র একজন সমর্থক। এভাবে বলা উচিত হয়নি।'' এদিকে, ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এবিভিপি-র হাওড়া সদরের যুগ্ম সম্পাদক রাজ সরকার বলেন, ''সব ধর্মের পড়ুয়াদের জন্যই কলেজ মুক্ত অঙ্গন। কোনও ধর্মের পোশাক নিয়ে ফতোয়া জারি করা যায় না। পড়ুয়ারাও নিশ্চিন্তে কলেজে আসবেন।''

জয়নগরে রবীন্দ্র কানন পার্কে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৯ মে ঃ শনিবার ছিলো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দিবস ২৫ শে বৈশাখ। আর এই দিনটিকে সামনে রেখে প্রতি বছরের মতো এই বছরও তরুণ যাত্রী ও আদর্শ নব পল্লীর উদ্যোগে জয়নগরে রবীন্দ্র কানন পার্কে কবিগুরুর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান ও ছোট্ট একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস পালন করা হয়। এদিনের এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার রবীন্দ্র অনুরাগীরা অংশ নেন। এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংঘের সদস্য ও ২৫শে বৈশাখ উৎযাপন কমিটির আহ্বায়ক সৈকত মুখোপাধ্যায়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৫৮ সংখ্যা, রবিবার, ২৬ বৈশাখ, ১৪৩৩

ধর্মীয় গোড়ামি থেকে মুক্তি

উনিশ শতকের শেষ দিক এবং বিশ শতকের প্রথম দিক বাংলার এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। উনিশ শতকের শেষ দিকে ব্রাহ্মসমাজের আদোলন বেশ প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে বিশ শতকের প্রথম দিকে ১৯০৫ সালে ঘটে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আদোলন। একে রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থা তার উপর ধর্মীয় গোঁড়ামির সংকীর্ণতায় সামাজিক অবস্থাও একই ভাবে ভারাক্রান্ত হয়। এমনকি যে ব্রাহ্মসমাজ ছিল জাতপাতের বিভাজন মুক্ত এক সংকীর্ণতা বিরোধী আদোলন, সেখানেও উদারনৈতিক চিন্তা ভাবনার থেকে আচার অনুষ্ঠানের বেড়াজালই অন্যতম মূখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। কট্টর হিন্দুত্ববাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্রাহ্মসমাজেও এই কট্টর আচারসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এক পাল্লা উগ্র আবহাওয়ার জন্ম দেয়। গোরা উপন্যাসে সেই আবহাওয়ার ছবি দেখা গেছে। জাতপাতের প্রাচীরে ঘেরা হিদুধর্মে সেসময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের একছত্র শাসন। ব্রাহ্মণ্যবাদের কট্টর নিয়মকানুন আচারের দিকটা গোরার প্রথম জীবনের দিকে ফুটে ওঠে। বিশেষ করে অস্পৃশ্যতার ধারণা রক্ষা করে চলা, ছোঁয়াছুঁয়ির হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা, নিজস্ব ধর্মভাবনায় নিজেকে আবদ্ধ রাখা, হিদুত্ববাদ এবং ভারতবর্ষকে এক ভাবা উপন্যাসের প্রথম দিকে গোরার মধ্যে এগুলো দেখা গেছে। এমনকি বন্ধু বিনয়'কে তার নিজের মায়ের কাছে খাওয়াদাওয়া করতে নিষেধের মতো বিষয়গুলো লক্ষণীয়। গোরার মা আনদময়ী সেই সময়ে জাতপাতের ছোঁয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন। গোরার পিতা জীবনের প্রথমদিকে এগুলো না মানলেও সেই সময়ে আচারনিষ্ঠ হয়ে পরিবারের মধ্যেও নিজেকে তিনি আলাদা করেছেন। অন্যদিকে গোরার মধ্যে ধর্মীয় ভাবনা চরমে। একই পরিবারের মধ্যে এই তিন চরিত্র তিন ধরনের ভাবনায় চলেছে। আবার অন্যদিকে ব্রাহ্ম পরেশ বাবুর চরিত্রটি অন্যরকম। সংস্কারের বেড়াজাল ডিঙিয়ে উদারনৈতিক ভাবনায় থাকা শান্ত স্বভাবের এই মানুষটিকে কী ভয়াবহ লড়াইই না করতে হয়েছে। নিজের ব্রাহ্মসমাজের শত অপমান, ক্রোধ উপেক্ষা করে গোরার বন্ধু বিনয়ের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন তিনি। মুসলমান সমাজ তো অনেক পরের কথা, ব্রাহ্মসমাজ এবং হিদু সমাজের ভেদাভেদ যে কী ভয়ংকর পর্যায়ে উঠেছিল, পরেশ বাবুর পরিবারের উপর ঘটা ঘটনাগুলো দেখলে বোঝা যায়। হিদুধর্মে বাইরে থেকে প্রবেশের পথ নেই। একমাত্র জন্মসূত্রে হিদুত্বের অধিকার পাওয়া যায়। যদিও বর্তমানে যে কোন ধর্ম গ্রহণের অধিকার আইনের বলে এবং সংস্কার আদোলনের পর সে পথ খোলা হয়েছে, তবুও সমাজ সহজে আজও স্বীকৃতি দেয় না। ভগিনী নিবেদিতাকেও এ নিয়ে কম সমস্যায় পড়তে হয়নি। সেই সময়ে কট্টর হিদুত্ববাদের উপস্থিতিতে যে জন্য বাইরের আচার অনুষ্ঠান দিয়ে হিন্দুসমাজে প্রবেশ অধিকার কারও ছিল না, কিন্তু সমাজ থেকে বেরিয়ে যাবার অনেক রাস্তা ছিল। যেহেতু হিন্দুত্ববাদের জাতপাতের বিভাজনের বিরুদ্ধে এবং নিরাকার ঈশ্বরভাবনা নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি এবং হিন্দুত্ববাদ ছেড়ে ব্রাহ্মসমাজে যাওয়ার একটা প্রবাহ চলেছিল, তাই হিন্দু এবং ব্রাহ্মে বিরোধ ভাবনা চরমে যায়। কেশবচন্দ্র সেনের তীব্র বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বহু মানুষই ব্রাহ্ম ভাবনায় প্রভাবিত হয়। কিন্তু সেখানেও শেষ পর্যন্ত স্বাতন্ত্রবাদের অভিমান তীব্র হয়ে উদারনীতিবাদকে গ্রাস করে ফেলে। পরেশবাবু মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখেছেন। নিজের সমাজের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছেন। আবার গোরার জীবনেও পরিবর্তন এসেছে। যে গোরা ব্রাহ্মণ হিসেবে ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলত, সেইই নীলকুঠির অত্যাচারে আবদ্ধ মুসলমানদের পাশে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত যখন সে জেনেছে সে জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ নয়, তার পিতা একজন আইরিশ, তখনই পূর্বেকার চাপিয়ে দেওয়া ব্রাহ্মণ্যবাদের খোলস ছেড়ে মানুষ হিসেবে পরেশবাবুর উদারনৈতিক চিন্তাভাবনায় আশ্রয় নিতে ছুটে এসেছে। গোরার প্রথমদিকে ধর্মীয় ভাবনা যাই থাক, দেশপ্রেম ভাবনা একেবারেই খাঁটি ছিল। কিন্তু যে গোরা হিন্দুত্ববাদ আর ভারতবর্ষকে এক করে দেখত, সেইই শেষে মা আনন্দময়ীর কাছে প্রণাম করে ভারতবর্ষকে তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছে। উপন্যাসে মিশে গেছে সমাজিক হিসাব, জাতপাতের বিভাজন, ধর্মীয় ভাবনা ও দ্বন্দ্ব, ঔপনিবেশিক শাসন, দেশপ্রেম এবং ধর্মীয় দর্শনের নানান দিক।

সম্পাদকীয়

শিল্পে বসতে লক্ষ্মী

ভোটপর্ব শেষ। নতুন সরকার গঠিত হবে। রাজনৈতিক প্রচারে প্রায়ই শোনা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের লাগামছাড়া দেনা হয়ে গেছে। বিষয়টা কি সত্যিই তা-ই? ২০১১-এ বামফ্রন্টের বিদায়কালে দেনা হয়েছিল প্রায় ১ লক্ষ ৯৩ হাজার কোটি টাকা। তা নিয়ে তখন বিস্তর হইচই হয়েছিল এই যুক্তিতে যে, বাম সরকার রাজ্যকে দেউলিয়া বানিয়ে চলে যাচ্ছে! পৃথিবীতে সব সরকারই দেনা করে, কম আর বেশি। আমেরিকা, জাপান, ভারত, সকলেরই দেনা আছে। জাপানের দেনা প্রচুর, তাদের জিডিপি-র দ্বিগুণেরও বেশি। তবে এই নিবন্ধে আন্তর্জাতিক স্তরে যাব না, আলোচনাটা সীমিত রাখব ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে, কারণ দুটো ক্ষেত্র এক রকম নয়। ২০২৬-এ এসে দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গের মোট ঋণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ লক্ষ ৯০ হাজার ২৩৭ কোটি টাকা। রাজ্যের মাথাপিছু দেনা কত? বর্তমানে এ রাজ্যের মাথাপিছু দেনা ৭৯ হাজার টাকার মতো। প্রশ্ন হলো, দেনা মানেই কি খারাপ? ধার না নিয়ে একটা সংসার হয়তো চলতে পারে যদি তার ভালো রকম আয় থাকে, কিন্তু একটা সরকার বোধ হয় চলতে পারে না, বিশেষ করে যখন সরকারের রাজস্ব আদায়ের চাইতে ব্যয় বেশি হয় এবং সাধারণত কম-বেশি সব সরকারেরই এমনটাই হয়। রাজস্ব আদায়ের থেকে ব্যয় বেশি হলে অর্থনীতির পরিভাষায় তাকে রাজকোষ ঘাটতি বলে। বাজেটে ঘাটতির পরিমাণটুকু ধার করে মেটাতে হয়। একটা রাজ্যের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা বেশ খটোমটো, সহজ করে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। তুলনার সুবিধার্থে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া ও অন্যান্য হিমালয়-পাদবর্তী রাজ্যগুলিকে এই আলোচনার বাইরে রাখব, কারণ পিছিয়ে পড়া এই রাজ্যগুলির সঙ্গে দেশের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত রাজ্যগুলির তুলনা ঠিক চলে না। প্রথমে জেনে নেওয়া যাক, পশ্চিমবঙ্গের ঋণ কি ভারতের সব রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ? না, তা নয়। দেখা যাচ্ছে, তামিলনাড়ুর মোট দেনা ১০ লক্ষ কোটি টাকার বেশি, মহারাষ্ট্রের ঋণ প্রায় সাড়ে ৯ লক্ষ কোটি টাকা, উত্তরপ্রদেশের ঋণ প্রায় ৮ লক্ষ ৮৪ হাজার কোটি টাকা, এবং কর্নাটকের ঋণ প্রায় ৮ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা। এদের সকলেরই ঋণ পশ্চিমবঙ্গের থেকে বেশি এবং একটা মজার বিষয় হলো, একমাত্র উত্তরপ্রদেশ ছাড়া বাকি তিনটি রাজ্যই ভারতের মধ্যে বেশ 'উন্নত' রাজ্য হিসেবে পরিচিত। তা হলে কি মোটামুটি এ রকম একটা ব্যাপার দাঁড়ায় যে, যে রাজ্য যত বেশি উন্নত, সে রাজ্যের তত বেশি ঋণ? অর্থাৎ ঋণ নিয়েই উন্নয়ন করতে হবে?

সম্পাদকীয়

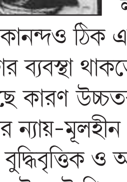

ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

কোনো বিশেষ বিষয় শিক্ষা করা কিংবা কোনো নির্দিষ্ট মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটানোর পরিবর্তে- মনোযোগের অনুশীলনই সর্বদা ভারতীয় শিক্ষার মূল লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে স্বামী বিবেকানন্দও ঠিক এমনটাই দাবি করেছিলেন। আমাদের অবশ্যই কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সেই সাথে উচ্চতর গবেষণারও প্রয়োজন রয়েছে কারণ উচ্চতর গবেষণা ব্যতিরেকে কারিগরি শিক্ষা হলো বৃক্ষহীন শাখার ন্যায়-মূলহীন এক পুষ্পমাত্র। সর্বোচ্চ শিল্প সর্বদা আধ্যাত্মিক তীব্রতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগিক উন্মোচনে সমৃদ্ধ থাকে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই, এই শিল্পের জন্য প্রয়োজন গভীরতম ও সূক্ষ্মতম পর্যায়ের শিক্ষা।

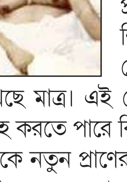

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

যতক্ষণ না আমরা মানুষের অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তিকে প্রশিক্ষিত করছি, ততক্ষণ সেই মানুষটি প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হয়ে ওঠে না। সে কেবল এমন কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলে নিজেকে সজ্জিত করে, যা সে আয়ত্ত করতে শিখেছে মাত্র। এই কৌশলগুলোর মাধ্যমেই সে হয়তো নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে কিন্তু সে মানুষের হৃদয়ে সাড়া জাগাতে পারে না, কিংবা কাউকে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে পারে না। সে আসলে মানুষই নয়-সে হলো এক চতুর বানর মাত্র। কোনো বাঙালি তরুণীকে ফরাসি ভাষা কিংবা পিয়ানো বাজানো শেখানোর মাধ্যমে নয়, বরং তাকে ভারতের বিষয়াবলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে শেখানোর মাধ্যমেই আমরা তাকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলি-এবং তাকে এমন একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলি, যার সান্নিধ্য লাভ করতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মনীষীরাও গর্ববোধ করেন।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ নানা ঘটনা

শ্যামল সাহা

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে অবস্থিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারিবাড়ি (কুঠিবাড়ি) তাঁর স্মৃতিবিজড়িত একটি ঐতিহাসিক স্থান। ১৮৯০ থেকে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে নিয়মিত জমিদারি পরিচালনা করতেন। পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর পরলোকগত হওয়ার পর নানামুখী দেনার দায় ঠাকুর পরিবারের ঘাড়ে চাপে। এজন্য বেশ কিছু সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে হয়। এমনকি কিছু আসবাবও বিক্রি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বাবা। কিন্তু জমিদারি ক্ষয়ে যায়নি তখনো। নানাবিধ কারণে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারের ছোট ছেলেকে বেছে নিলেন শিলাইদহের জমিদারি দেখভাল করার জন্য যা শুনে ঠাকুর পরিবারের অনেকে অবাক বনে যান। কবিস্বভাবের এই যুবক কীভাবে জমিদারির মতো গুরুতর ঝামেলা সামাল দেবেন! কিন্তু বাড়ির অভিভাবকের কথাই শিরোধার্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিনা বাক্যব্যয়ে রাজি হলেন। ৩০০ টাকা মাসোহারায় বাবার কথামতো স্ত্রী, দুই ছেলে এবং তিন মেয়েসহ সোজা চলে এলেন শিলাইদহে। মজার ব্যাপার এই ৩০০ টাকায় রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী সংসার চালিয়ে উদ্বৃত্ত টাকা স্বামীর বই কেনার জন্য গুছিয়ে রাখতেন। অনেকের ধারণা হতে পারে, জমিদারি চালান, ফলে নিজের ইচ্ছামতো টাকা খরচের সুযোগ থাকার কথা। কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। কারণ, বাবাকে কড়ায়গণ্ডায় হিসাব দিতে হতো। যদিও রবীন্দ্রনাথ জমিদারির খরচ মিটিয়ে বেশ লাভের মুখ দেখাতে পেরেছিলেন। অর্থনৈতিক আয়-উন্নতি ছাড়াও শিলাইদহ রবীন্দ্রনাথের জন্য আশীর্বাদের মতোই ছিল বলা যায়। এখানেই ঘটে তাঁর বহুমুখী সত্তার উদ্বোধন। বিষয়টা যেন এমন, 'আমি এসেছি তবে কি শেষে, কোন সবুজ দ্বীপেরও দেশে।' এখানে এসে তাঁর সাহিত্যের শাখা-প্রশাখা পল্লবিত হলো, ফুলে-ফলে ভরে উঠল সৃষ্টির বাগান। এখানে থাকতেই তিনি পুরোদমে 'সাধনা' এবং 'ভারতী' পত্রিকায় লেখাসহ সম্পাদনার কাজ চালিয়ে গেছেন। কবিতা, ছোটগল্প, গান, প্রবন্ধ এবং ছিন্নপত্রের নানা চিঠি তিনি লিখেছেন অবলীলায়। এখানেই তিনি নিবিড় পরিবেশে, একান্তে করেছিলেন গীতাঞ্জলির সফল অনুবাদ অর্থাৎ সাহিত্যিক হিসেবে বিকাশের একটা বড় অবদান এই শিলাইদহ দাবি করতেই পারে। আর পেয়েছিলেন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর একান্ত সুযোগ। এর ভেতর দিয়ে উন্মোচিত হয় রবীন্দ্রসত্তার নানা দিক। পরিবেশ সাহিত্যিক সত্তার পাশাপাশি ব্যক্তিসত্তা উন্মোচনের যে দারুণ এক অনুষঙ্গ হতে পারে,তা রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহে আগমন এবং বাস এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই বটে। শিলাইদহে তিনি সন্তানদের ডানপিটেমিকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন অবলীলায়। তিনি মনে করতেন ইন্দ্রিয়চর্চার জন্য যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ানো, ঘোড়ায় চড়া, মাছধরা, নৌকা বাওয়া, লাঠি-সড়কি খেলা, সাঁতার কাটা, ঘর গোছানো, রান্নায় সহযোগিতা করা ইত্যাদি বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ নিজেও ভালো সাঁতার কাটতেন। তিনি গড়াই নদে এপার-ওপার অনায়াসে সাঁতার কাটতেন। এ ছাড়া শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী রোববার কাজের লোকদের ছুটি দিতেন। কারণ তিনি ঘরের সব কাজ সন্তানদের দিয়ে করাতেন। রান্নার কাজে সহায়তা করার জন্য তাঁদের প্রস্তুত করতেন। এতে ছিল রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ সমর্থন। এতে করে তারা যেন স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। প্রসঙ্গত,একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যায়, শহরের ছেলেমেয়েদের চেয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি তুলনামূলকভাবে প্রবল হয়।কারণ,

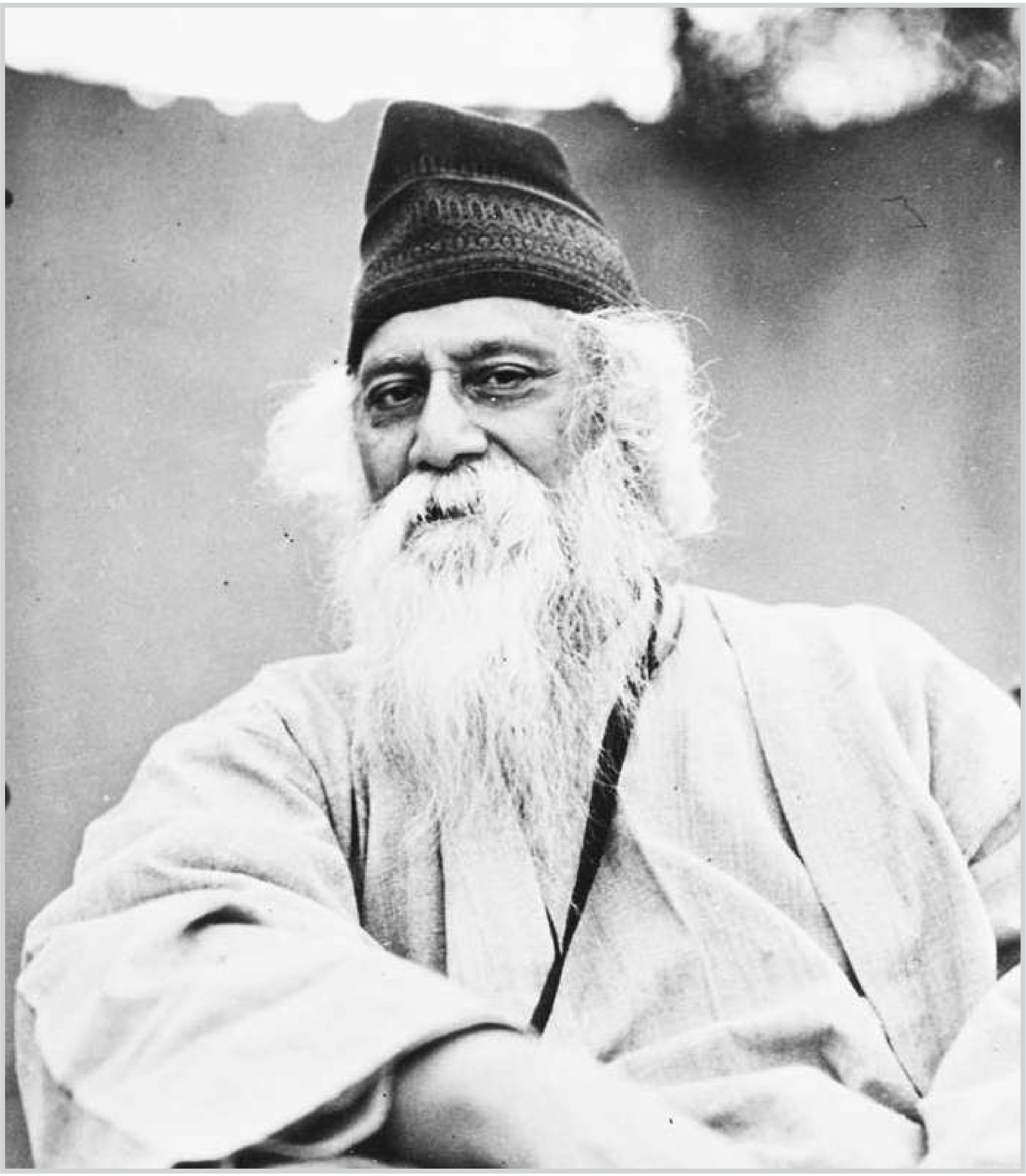

ব্যতিক্রমহীনভাবে তারা ওই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই বেড়ে ওঠে। এখানে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দূরদর্শিতার নজরানা দিতেই হয়। এটাকে তিনি শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একই ঘরে বেশি দিন থাকতে পারতেন না। তাই তাঁর জন্য অস্থায়ী ঘর বানানোর নানা কথা চাউর আছে। শান্তিনিকেতনে তাঁর থাকার জন্য নানা ঘরের কথা সবারই জানা। তিনি শিলাইদহের কুঠিবাড়িতেও বেশি দিন থাকতেন না। শীত পড়লেই সপরিবারে চলে যেতেন পদ্মার বালুচরে।যেন শীতের পাখি। রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রে পদ্মা সম্পর্কে বলছেন, 'ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত, আমার তেমনি পদ্মাআমার যথার্থ বাহন। যেখানে নির্জনতায় ঠাসা ধু-ধু বালুচর, চখাচখি পাখির খেলা, নদীর শান্ত-স্নিগ্ধ জলধারা, শীতল বাতাস আর ওপরে বিস্তীর্ণ আকাশ। সেখানে সঙ্গে থাকত দুটি ঢাকাই বজরা যা ছিল ঘরের মতোই। থাকত বাড়ির মতো সব রকম সুযোগ-সুবিধা। সঙ্গে থাকত কয়েকটি জলিবোট। পদ্মাবোট তো ছিল নিত্যসঙ্গী যা রবীন্দ্রসাহিত্যে এক বটবৃক্ষের সমান সহায়ক হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। চাকরদের জন্য থাকত চরের ওপর উলুখড় দিয়ে তৈরি অস্থায়ী ঘর। তিনি ছিন্নপত্রে নদী এবং তার চারপাশের বর্ণনা দেওয়ার সময় লিখেছেন, 'পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুদরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এছাড়া নদীর ক্ষীণধারা আর বিস্তীর্ণ বালুরাশি এসব দেখে কবি মুগ্ধ হয়ে চিঠিতে লিখছেন, 'জগৎসংসারে এ যে কী মহৎ আশ্চর্য ঘটনা, তা এখানে থাকলে বোঝা যায়।' প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস, জীবনকে নির্মোহভাবে উদ্‌যাপনও উপভোগ করার যে তরিকা, তা সত্যিই বিরল। তাঁর বাসা পরিবর্তনের মাধ্যমে চিন্তার নতুন নতুন জানালা গিয়েছে খুলে। বহুমুখী চিন্তার উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে থেকেছেন চূড়ান্তভাবে যুক্ত অর্থাৎ দেখেছেন চোখ দিয়ে, উপলব্ধি করেছেন অন্তর দিয়ে। এই দুইয়ের মিশেলে লিখে গেছেন অনর্গল। রবীন্দ্রনাথের সার্বক্ষণিক ইন্দ্রিয়গত এই প্রবল বোঝাপড়া ছিল বলেই তাঁর সৃষ্টিকর্ম অনন্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ এই নিভৃত এলাকায় থাকা সত্ত্বেও তাঁর বন্ধুর অভাব হয়নি। এখানে আসতেন ডি এল রায়, রাজশাহীর জেলা জজ, নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল মজুমদার, স্যার জগদীশচন্দ্র বসুসহ নানা গুণীজন। নিশ্চয় সেই বন্ধুরা 'বাঙালির ম্যাড়মেড়ে আড্ডা'য় মশগুল থাকতেন না। তাঁরা সিরিয়াস আড্ডা দিতেন। তাঁদের আড্ডার বিষয় থাকত সাহিত্য, সংগীত, বিজ্ঞান, রাজনীতিসহ নানা বিষয়। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রতি শনিবার এসে দুই রাত কাটিয়ে আবার সোমবারে কলেজের উদ্দেশে চলে যেতেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে একটি করে নতুন গল্পের বায়না করতেন। আর সপ্তাহান্তে একটি করে গল্প তাঁকে লিখতে হতো। এ রকম উত্তম বন্ধুর দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের ছিল, যা বন্ধুত্বের ইতিহাসে এক দারুণ উদাহরণই বটে। ইতিহাস ঘাঁটলে চোখে পড়ে আমরা কিংবদন্তির মতো যা জানি তা হলো, ব্যতিক্রমহীনভাবে জমিদার মানেই জলসাঘর, নর্তকীর নৃত্য, নেশায় চুর হয়ে থাকা, ভোগ-বিলাসিতা আর অত্যাচার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এর সব ফরম্যাটের বাইরে জমিদারি পরিচালনা করেছিলেন। এটা নানাজনের বর্ণনা থেকে আদাজ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যায় জলিবোট নিয়ে পদ্মায় মাঝনদীতে নোঙর ফেলতেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু যাঁরা সাহিত্যে-সংগীতে সমঝদার, তাঁদেরসহ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বেশ রাত পর্যন্ত গানের আসর জমাতেন। রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত গান গাইতেন আবার অন্যকে দিয়েও গাওয়াতেন।এটা জমিদারেরই ঢং, কিন্তু সৃষ্টিশীল চেতনার এক অনন্য প্রকাশই বটে।

এছাড়া কখনো কখনো লেখা শুরু করলে রাত-দিন একাকার করে ফেলতেন। তিনি স্ত্রীকে বলতেন, 'আমাকে খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি কোরো না।' যেন তাঁর, এক হাতে থাকত বেত অন্য হাতে কলম' কোনো রকম আলস্য এলে তাকে বেত দিয়ে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিতেন। এভাবে তিনি শিলাইদহের সময় অতিবাহিত করেছিলেন। অন্যদিকে শিলাইদহেই নিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় বই। যেন ছোটখাটো একটা লাইব্রেরি। এর মধ্যে থাকত গ্যটে, তুর্গিয়েনেভ, বালজাক, মোপাসা, ওয়াল্ট হুইটম্যানসহ প্রভৃতি সাহিত্য, অমরকোষও সংস্কৃত বই। সাহিত্য ছাড়াও তিনি সঙ্গে রাখতেন জ্যোতির্বিজ্ঞান, নৃতত্ব, ভাষাবিজ্ঞানের মতো দুর্বোধ্য বিষয়ের মোটা মোটা বই। এটা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পাঠের রুচির খবর পাওয়া যায়। তাঁর বড় ছেলে রথীন্দ্রনাথের বর্ণনায় এক অন্য রবীন্দ্রনাথকে আমরা আবিষ্কার করি এই শিলাইদহে, যা সচরাচর দেখা যায় না। রথীন্দ্রনাথ বলছেন, দিনের শেষে সন্ধ্যার মুখে বাবা ও আমি বোটের ডেকে দুটি আরাম চেয়ারে বসে আছি। বাবার চেয়ার ডেকের ধারে ঘেঁষে জলের খুব কাছাকাছি পাতা। উনি যেমন চুপ করে বসে থাকলে পা নাচান, তেমনি পা দুলিয়ে চলছেন। জলে একটা ছোট্ট কিছু ফেলে দিলে যেমন শব্দ হয়, হঠাৎ তেমনি একটা শব্দ শুনতে পেলুম। বাবার দিকে চেয়ে দেখি ওঁর পা থেকে বহু পুরাতন অতিপ্রিয় কটকি চটির একটা পাটি জলে পড়ে গেছে। ঝপাং করে জলে আর একটা হলো, চেয়ে দেখি বাবা ডেকে নেই, জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন চটিটাকে তুলে আনতে। স্রোতের টানে চটি অনেক দূর ভেসে গেছেবাবা সাঁতার কেটে তাকে ধরবার চেষ্টা করছেন। অনেকক্ষণ বাদে জল থেকে উঠে এলেনমুখে তৃপ্তির হাসি, হাতে চটির সেই পাটিটি।' এই রবীন্দ্রনাথ আসলে জমিদার রবীন্দ্রনাথ নন, জটিল বিষয়ে শুধু ডুবে থাকা রবীন্দ্রনাথ নন। এই ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের ভেতর এক শিশু রবীঃদ্রনাথ বাস করত। সবকিছুর উর্ধ্বে এটি কবিসত্তার একটা রূপই বটে। এর বাইরে নিয়মিত প্রজাদের দরবার করতেন। তারা যে সব সময় নালিশ নিয়ে হাজির হতো, তা নয়। ঘরের কথা, সুখ-দুঃখের কথাও ভাগাভাগি করত। তাদের মধ্যে নানামুখী বিবাদ মেটানোর জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সমাধানের ব্যবস্থা করতেন এবং তাদের সাধ্যের মধ্যে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। রবীন্দ্রনাথ যে কোমল হৃদয়ের ছিলেন,তার আঁচ পাওয়া যায় তাঁর এলাকায় কোনো প্রকার পাখি শিকার নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে। এমনকি ইংরেজরা পর্যন্ত এনিষেধাজ্ঞার আওতায় ছিল। একবার তিনি নদীর কিনারে রাতে পদ্মাবোটে অবস্থানকালে চখাচখির কান্না সহ্য করতে না পেরে অন্যত্র বোট সরিয়ে নিয়ে যান। হয়তো চখাচখির একটিকে কেউ হত্যা করেছিল। এবিষয়গুলো অনেকের কাছে মামুলি মনে হলেও এটা দিয়ে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীলতা এবং স্পর্শকাতরতার অদরের খবরের পূর্বাভাস পাওয়া যায় বলে মনে করি। শিলাইদহ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনে যে এক সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, এটা সন্দেহাতীত। এর মাধ্যমে শিলাইদহ যেমন ঐতিহাসিকভাবে হয়েছে স্মৃতিধন্য, তেমনি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির পথকে করেছে সহজ এবং সমৃদ্ধ। এই দেওয়া-নেওয়ার রসায়নের মধ্যে যে শিক্ষা আমরা অর্জন করি, তা কালের প্রবাহে অনন্য হয়ে থাকবে-এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হোক

ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

যিনিই মুখ্যমন্ত্রী হোন তার প্রথম কাজ হবে রাজ্যবাসীকে একটা আইনের শাসন উপহার দেওয়া, যেটি বিহারে নীতিশ কুমার করতে পেরেছিলেন। যোগী উত্তরপ্রদেশে অনেকটা করেছেন বলে শুনেছি। ১৯৬৭ সালে টালিগঞ্জ এলাকায় এক কনস্টেবলের গলায় জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরানো হয়। পশ্চিমবঙ্গে ক্যাডার রাজ ও মাফিয়া রাজের সেই পত্তন। পরের সরকার তাকে সিন্ডিকেট রাজে পরিণত করেন। আমাদের এই রাজার রাজত্বে সবাই রাজা। বহুদিন ধরে কোথাও কোন শৃঙ্খলা নেই, নৈতিকতা নেই। বাঙালির মূল্যবোধের নোঙ্গর যাকে Value anchor বলে সেটাই হারিয়ে গেছে। আমার মতে রাজনীতির প্রতি Absolute dependance ও তাঁদের হাতে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন সমর্পন করাই আমাদের সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ। আমরা আর ওরা' এই মেরুকরণ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনা। আমাদের সব সময় একটা শত্রু চাই-ই চাই। আর আমাদের একমাত্র অস্ত্র ঘৃণা। হিদু ধর্ম অসুরকেও ঘৃণা করেনা। ঘৃণা করে তাঁর অসুরত্ব তথা তাঁর অশুভ সত্তাকে। গতকাল শুভেদুবাবুর একান্ত সচিব প্রকাশ্যে খুন হলেন। এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আগামী দিনগুলির ট্রেলার। শমীকবাবু ঠান্ডা মাথার লোক। তিনি প্রথম থেকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। কিন্ত তা কার্যকর করবে কে? মমতা যখন পদত্যাগ করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে অন্তত এক সপ্তাহের জন্য রাজ্যপালের শাসন জারি করা উচিত ছিল। তাহলে ভোট পরবর্তী এই ব্যাপক নৈরাজ্যের সৃষ্টি হতোনা। রাজ্য পুলিশই আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে স্বীকার করেছেন। গত কাল পর্যন্ত ২০০ এফআইআর হয়েছে। মনে রাখতে হবে একটা ভোট করতে অন্তত ১০০ কোটি টাকা লাগে। আমি পুরোনো হিসাব বলছি। আর লাগে এক বিশাল মস্তান বাহিনী। টাকা তো বিজেপিরও আছে। টিএমসিরও আছে। কিন্তু বিজেপির ভোট করার মত অস্ত্রধারী বীরদের সংখ্যা টিএমসি-র অর্ধেক। গ্রামাঞ্চলে নব্য বিজেপি সাইকেল বাহিনী কার সব চেয়ে বেশি? গত ১৫ বছরে লড়াকু সিপিএম ও নকশাল বাহিনীর একটা বড়ো অংশ সব তৃণমুলে যোগ দিয়েছিল। মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবিরা ডিএর লড়াই করতে পারে। তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম বলে স্লোগান দিতে পারে। কিন্তু রিভালবার নিয়ে কজন লড়াই করতে পারবে? তাঁর জন্য মস্তান বাহিনী চাই। এরা কংগ্রেস আমল, সিপিএম আমল, তৃণমূল এমন সব আমলেই

> নৈতিকতা যদি কম না পড়তো, যদি তাঁর emotional বুদ্ধি একদম শূন্য না হতো, মাননীয়া impulsive না হয়ে যদি র‍্যাশনাল হতেন তাহলে নিজের ভুল বুঝতে পেরে নবান্নের চাবিটা একজন দারোয়ানের হাত দিয়ে রাজভবনে পাঠিয়ে দিতেন। তা না করে টক্সিক বা pathocratic নেতারা যা করেন তিনিও তাই করলেন। ফেরার পথ নিজেই বন্ধ করে দিলেন। তাতে বাঙালির লাভই হলো। ক্ষতি হলো তাঁর। সম্মান গেলে সম্মান আর চরিত্র গেলে চরিত্র ফিরে পাওয়া যায়না। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে অনেক মুখ্যমন্ত্রী ভুল করেছেন। কিন্ত কেউ হঠকারিতা করেননি। কোন মুখ্যমন্ত্রীকে এর আগে শুনতে হয়নি তিনি না বলিয়া কখনো পরের দ্রব্য লইয়াছেন। অগ্নিকন্যা যে পশ্চিমবঙ্গের লগ্নি কন্যা হতে পারলেন না এ নিয়ে তাঁর দলের কোন মাথা ব্যথা নেই।

নিয়োজিত হয়েছে। এখন তো খুনি বাহিনীদের দেশ জুড়ে চাহিদা। They are on sale. এমনকি কবি বুদ্ধিজীবীদেরও দল কিনে শোকেসে সাজিয়ে রাখে। কিন্তু এই বিশাল পদাতিক বাহিনী ছাড়া তারা কী নৈতিক মানুষদের দিয়ে আর কি সরকার চালাতে পারবেন? পারলে পশ্চিমবঙ্গ একটি মডেল রাজ্য হবে। এবার আসি পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য বিচারে। ভগ্নস্বাস্থ্য একটি দলকে অক্সিজেন দিয়ে কতদিন বাঁচানো যায়? নৈতিকতা যদি কম না পড়তো, যদি তাঁর emotional বুদ্ধি একদম শূন্য না হতো, মাননীয়া impulsive না হয়ে যদি র‍্যাশনাল হতেন তাহলে নিজের ভুল বুঝতে পেরে নবান্নের চাবিটা একজন দারোয়ানের হাত দিয়ে রাজভবনে পাঠিয়ে দিতেন। তা না করে টক্সিক বা pathocratic নেতারা যা করেন তিনিও তাই করলেন। ফেরার পথ নিজেই বন্ধ করে দিলেন। তাতে বাঙালির লাভই হলো। ক্ষতি হলো তাঁর। সম্মান গেলে সম্মান আর চরিত্র গেলে চরিত্র ফিরে পাওয়া যায়না। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে অনেক মুখ্যমন্ত্রী ভুল করেছেন। কিন্তু কেউ হঠকারিতা করেননি। কোন মুখ্যমন্ত্রীকে এর আগে শুনতে হয়নি তিনি না বলিয়া কখনো পরের দ্রব্য লইয়াছেন। অগ্নিকন্যা যে পশ্চিমবঙ্গের লগ্নি কন্যা হতে পারলেন না এ নিয়ে তাঁর দলের কোন মাথা ব্যথা নেই। তারা সবাই চেয়েছিলেন দিদি তাদেরও পিসি হবেন। কিন্তু তিনি শুধু একজনেরই পিসি হয়ে রইলেন আর তিনি সমস্ত বাঙালির ঘুম পাড়ানো মাসি পিসি হয়ে শুধু বর্গী মোদীবাবুর ভয় দেখিয়ে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন। এখন তারই ঘুমোবার সময়। সে যাক, পশ্চিমবঙ্গের বড়ো সমস্যা এখানে আইনের শাসন নেই। যিনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন তিনি bluff দিয়ে বেশি দিন চালাতে পারবেন না। তাকে মাফিয়াদের জব্দ করতে গেলে রাফ আর টাফ হতে হবে। তাকে বিদ্যায় দিগ্গজ না হলেও চলবে। কিন্তু তা বলে টক্সিক হওয়া চলবেনা। টক্সিকরা স্বার্থপর হয়। মানুষকে শুধু ব্যবহার করে। ধঞ্চমকেও তারা ব্যবহার করে। শুধু কর্ম করেনা। আশা করি নতুন সরকার তাঁর ব্যতিক্রম হবে। মানুষের হুস ফেরাতে গেলে ঘুষ বন্ধ করতে হবে। আইনের শাসন আর মাফিয়া নাশন করতে হবে। যত্রতত্র অনুদান বন্ধ হোক। মানুষ খেটে খাক। ক্যাজুয়াল চাকরির নামে কয়েক লক্ষ মানুষের সামনে খুড়োর কল ঝুলিয়ে রাখা বন্ধ হোক। খোলা হোক সত্যিকারের কল কারখানা। ইস্কুল কলেজে ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হোক। শুধু হাসপাতাল গুলিতে রোগী ভর্তি না হলেই হবে। নেতারা তরুণ সমাজের রোল মডেল হোন। ছেলে মেয়েদের রোল মডেল হোন বাবা মায়েরা। কমুনিস্টদের সমাজতান্ত্রিক সমাজ দেখলাম। মা মাটি মানুষ যাত্রা কোম্পানির সমাজও দেখলাম। এবার একটি নৈতিক সমাজ দেখতে চাই। দেখতে চাই মূল্যবোধের শিক্ষা চালু হয়েছে। ডাবল ইঞ্জিন কেন দশটা ইঞ্জিন লাগাতে পারেন। কিন্তু যেন ইঞ্জিনে ডিজেল থাকে। DIESEL - Determination– Intelligence– Strength– Education and Labour.

টিভির পর্দায় উপমুখ্যমন্ত্রীর শপথ, ঝাড়গ্রামের বাড়িতে আবেগে ভাসলেন মা

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৯ মে ঃ শনিবার দুপুরে টিভির সামনে বসেই ছেলের রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় মুহূর্তের সাক্ষী থাকলেন অশীতিপর পুষ্পলতা ঘোষ। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে রাজ্যের নতুন মন্ত্রীসভার

শপথ অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন দিলীপ ঘোষ। আর ঝাড়গ্রাম শহরে মেয়ের বাড়িতে বসে সেই দৃশ্য দেখার সময় বারবার আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তাঁর মা। ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের কুলিয়ানা গ্রামের ছেলে দিলীপ ঘোষের রাজনৈতিক পথচলা শুরু হয়েছিল বহু বছর আগে। খুব অল্প বয়সে বাড়ি ছেড়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজে যোগ দেন তিনি। এরপর দীর্ঘদিন সংগঠনের কাজ করতে করতেই রাজ্য রাজনীতিতে নিজের জায়গা তৈরি করেন। পরে বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন। ২০১৬ সালে খড়্গপুর সদর কেন্দ্র থেকে প্রথম বার বিধায়ক নির্বাচিত হন দিলীপ ঘোষ। ২০১৯ সালে মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে সাংসদ হন। রাজনৈতিক জীবনে পরাজয়ের মুখও দেখতে হয়েছে তাঁকে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে হারলেও সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যাননি। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ফের খড়্গপুর সদর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে পৌঁছে গেলেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রীর পদে। শপথ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর পুষ্পলতাদেবী বলেন, ও ছোট থেকেই নিজের সিদ্ধান্তে চলত। মানুষের জন্য কাজ করার ইচ্ছেটা সব সময় ছিল। আজ এত বড় দায়িত্ব পেয়েছে দেখে খুব ভালো লাগছে। শনিবার ঝাড়গ্রামের সেই বাড়িতে তাই রাজনৈতিক শপথের আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি ধরা পড়ল এক মায়ের দীর্ঘ অপেক্ষা, উদ্বেগ আর গর্বের গল্পও।

এপ্রিল ২০২৬-এ মালবাহী লোডিংয়ে ৮.৬ শতাংশ বৃদ্ধি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ৯ মে ঃ দক্ষ পণ্য পরিবহন এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর যথাসময়ে পরিবহনের প্রতি অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এপ্রিল ২০২৬-এ মাল লোডিং-এর ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই মাসে মোট ০.৯৭২ মিলিয়ন টন মাল লোডিং করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৬ শতাংশ -এর এক উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। এপ্রিল ২০২৬-এ বেশ কয়েকটি প্রধান

পণ্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। সিমেন্ট লোডিংয়ে উল্লেখনীয়ভাবে ৩২৯.০ শতাংশ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, অন্যদিকে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কয়লা লোডিং ১৪১.৭ শতাংশ বৃদ্ধ পেয়েছে। ডলোমাইট লোডিংয়েও ২০.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন পণ্যসম্ভার নিয়ে গঠিত অন্যান্য শ্রেণির অধীনে পণ্য পরিবহনে ১৯০.০ শতাংশ -এর এক উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে যা এই এলাকায় নির্মাণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পণ্যের পরিবহন বৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটায়। পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক বৃদ্ধি উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং সংলগ্ন এলাকায় বর্ধিত অর্থনৈতিক ও ঔদ্যোগিক কার্যকলাপকে প্রতিফলিত করে। এই ধারাবাহিক বৃদ্ধি কেবল আঞ্চলিক সরবরাহ শৃঙ্খল নেটওয়ার্ককেই শক্তিশালী করেনি, বরং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্ব আয়েও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আগামী সময়ে নির্ভরযোগ্য পরিবহন এবং পণ্য পরিবহনে ধারাবাহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, পরিচালন দক্ষতা এবং গ্রাহক- কেন্দ্রিক পণ্য পরিবহন পরিষেবার ওপর গুরুত্ব প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

মালদায় মেজাজি উদ্‌যাপন! মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথের দিনে দেদার ঝালমুড়ি বিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৯ মে ঃ পঁচিশে বৈশাখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর জন্মজয়ন্তীর দিনেই বাংলার রাজনৈতিক মহলে নতুন অধ্যায়ের সূচনা। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, রাজ্যে প্রথমবারের জন্য বিজেপি সরকার গঠিত হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই শপথ গ্রহণকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি মালদার হবিবপুর ও পুরাতন মালদায় দেখা গেল অভিনব উদ্‌যাপন। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা বিজেপি নেতা অচিন্ত্য কুমার সরকার সহ দলের অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা। সকলেই টিভির পর্দায় শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান দেখার জন্য জড়ো হন। আর সেখানেই আয়োজন করা হয়েছিল ঝালমুড়ি ও লাড্ডুর। অচিন্ত্য কুমার সরকার বলেন, 'রাজ্যে এই প্রথম বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হলেন। আজ শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছেন। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে অনুসরণ করেই এই শুভ দিনে ঝালমুড়ি বিতরণের মাধ্যমে আনন্দ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। লাড্ডু ও ঝালমুড়ি বিলি করে দিনটি স্মরণীয় করে রাখলেন কর্মী-সমর্থকরা।' উল্লেখ্য ১৯৭৭ এর পর এই প্রথম রাজ্য ও কেন্দ্রে একই দলের সরকার গঠন হয়েছে। তাই স্বভাবতই উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে। কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে এদিন শপথ গ্রহণ করেন শুভেন্দু অধিকারী। আর এই উপলক্ষ্যে শনিবার মালদার হবিবপুরের ও পুরাতন মালদা এলাকায় বিজেপি নেতাকর্মীরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ঝালমুড়ি ও লাড্ডু বিতরণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আনন্দ ভাগ করে নিতেই এই উদ্যোগ বলে জানান কর্মীরা। পথচলতি মানুষজনকেও এই উদ্‌যাপনে সামিল হতে দেখা যায়। শপথ গ্রহণের আনন্দে এদিন বুলবুলচণ্ডী এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। পথচলতি মানুষকে ঝালমুড়ি ও লাড্ডু বিলি করে দিনটি উদ্‌যাপন করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিজেপি কর্মীদের উচ্ছ্বাস ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে রাজনৈতিক কর্মসূচি যেন এক ভিন্ন মাত্রা পায়।

ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগে উত্তপ্ত খানাকুল, আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৯ মে ঃ খানাকুলে ফের ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, এক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর উপর হামলা চালানো হয়েছে। আক্রান্ত ওই মহিলা পেশায় ফুচকা বিক্রেতা বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, শনিবার এলাকায় ফুচকা বিক্রি করতে গেলে স্থানীয় বিজেপি নেতা কার্তিক ঘোড়া ওই মহিলার উপর চড়াও হন। তাঁকে মারধর করার পাশাপাশি তাঁর ফুচকার বাক্সও ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খানাকুলের তৃণমূল প্রার্থী পলাশ রায় দাবি করেন, ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই বিরোধী কর্মী-সমর্থকদের উপর লাগাতার অত্যাচার চালানো হচ্ছে। আজ একজন গরিব ফুচকা বিক্রেতা মহিলাকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। থানায় অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখানো হলো শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান .. সাথে পালিত হলেও ২৫ শে বৈশাখ

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৯ মে ঃ রাজ্যে ঘটেছে পালাবদল। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ে সরকার করেছে বিজেপি। শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে রাজ্যে বিজেপির প্রথম সরকার গঠনের দিনে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা শহরের ৬ ওয়ার্ডে জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখানো হলো এই অনুষ্ঠান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কোচবিহারের নটি বিধানসভার মধ্যে আটটি বিধানসভায় জয় লাভ করে। যার মধ্যে অন্যতম মাথাভাঙ্গা বিধানসভা। এই মাথাভাঙ্গা বিধানসভায় এবার বিজেপির প্রার্থী ছিলেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। নিশীথ প্রামানিক তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের সাবলু বর্মনকে ৫৭০৯০ ভোটে পরাজিত করেন। শনিবার শপথ নেন নিশীথ প্রামাণিক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনের এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে তাই অন্য মাত্রা দিতে বিজেপির পক্ষ থেকে মাথাভাঙ্গা সিটিম মাঠে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে দেখানো হলো। পাশাপাশি পালিত হলো পঁচিশে বৈশাখ। প্রচুর বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ মানুষ। সেখানে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ১০০০ লাড্ডু বিলি করে বিজেপির নেতৃত্ব ও কর্মীরা। এই বিশাল মঞ্চে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এমনকি সন্ধ্যা বেলায় বহিরাগত বিভিন্ন শিল্পী সমন্বয়ে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হবে কবিগুরুর জন্মদিন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ঘরের ছেলে নিশীথ প্রামানিক শপথ নিতেই উল্লাসে ফেটে পড়ে কর্মী সমর্থকরা। যদিও এখনো দপ্তর বন্টন হয়নি খোঁজ খবর কেবিনেট মন্ত্রী হতে চলেছেন নিশীথ প্রামাণিক। উল্লেখ্য, বিগত ১৫ বছর ধরে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের সময়ও বঞ্চিত রয়েছে উত্তরবঙ্গ বলে অভিযোগ বিজেপির। কোচবিহারের মত প্রত্যন্ত সীমান্তবর্তী জেলায় আজও তৈরি হয়নি কোন কলকারখানা। এমনকি রাজা আমলের তৈরি বিমানবন্দরটিও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ছিল চরমে। হবে কৃষিভিত্তিক এই জেলায় আজও প্রচুর মানুষ কর্মসংস্থানের কারণে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেয়। এমত অবস্থায় রাজ্যে পালাবদলের পর তাই আশায় বুক বাঁধছে কোচবিহারের সাধারণ মানুষ। ২৪ লোকসভা ভোটে নিশীথ প্রামানিক পরাজিত হওয়ার পর পুনরায় ২৬ বিধানসভা ভোটে মাথাভাঙ্গা থেকে প্রার্থী হন নিশীথ প্রামানিক। বিপুল ভোটে জয়লাভ করার পর শনিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথ গ্রহণ করেন তিনি আর এতেই একদিকে যেমন মাথাভাঙ্গার সাধারণ মানুষ পাশাপাশি কোচবিহারের প্রত্যেকটি মানুষ আশায় ভোগ পাচ্ছেন হয়তো এবার তারা কর্মসংস্থান থেকে শুরু

করে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন দেখতে পাবেন বলে। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মনোজ ঘোষ বলেন - আজকের দিনটির জন্য সারা ভারতবর্ষ তাকিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের দিকে। আজ পশ্চিমবঙ্গে নতুন সূর্য উদয়ের হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি মাথাভাঙ্গা কেন্দ্রের বিধায়ক নিশীথ প্রামানিক শপথ নিয়েছেন। আজ কবিগুরুর জন্মদিন তাই এই দিনটিকে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হচ্ছে পাশাপাশি এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের ছবি এখন হচ্ছে সাধারণ মানুষকে জায়েন্ট স্ক্রিনে।

নতুন সরকারের শপথের দিনই বহরমপুরে তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ৯ মে ঃ রাজ্যে বিজেপি সরকারের গঠন এবং শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথের দিনই মুর্শিদাবাদের বহরমপুর পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে এক তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ বেআইনি আগেয়াস্ত্র, গুলি এবং ম্যাগাজিন। এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর জন্য বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র বাড়িতে মজুত করে রাখার অভিযোগে বহরমপুর থানার পুলিশ ওই তৃণমূল নেতার স্ত্রী, টুকু সরকারকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, বহরমপুরের ওই তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে মোট তিনটি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল, ৯০ রাউন্ড ৭.৬৫ এমএম পিস্তলের গুলি, ৫০ রাউন্ড নাইন এমএম পিস্তলের গুলি এবং চারটি ম্যাগাজিন উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ওই বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলির মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। টুকু সরকারের দশ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে শনিবার তাকে বহরমপুর আদালতে পেশ করছে পুলিশ। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার ডিএসপি (ডি এন্ড টি) সুশান্ত রাজবংশী শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে শনিবার আমরা বহরমপুর পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের গির্জাপাড়া এলাকায় অসীম সরকার নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালাই। সেই সময় তার বাড়িতে গোপনে

লুকিয়ে রাখা একটি বালতি থেকে আমরা ৯ এমএম এবং ৭.৬৫ এমএম বোরের মোট ১৪০ রাউন্ড গুলি, চারটি ম্যাগাজিন এবং তিনটি দেশি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল উদ্ধার করি। সুশান্তবাবু জানান, পুলিশি অভিযানের আভাস পেয়ে ওই বাড়ি থেকে অসীম সরকার এবং তার সঙ্গে আরও একজন পালিয়ে যায়। পরে আমরা ওই ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্ত অসীম সরকারের স্ত্রী টুকু সরকারকে গ্রেপ্তার করেছি। বাড়িতে বেআইনিভাবে আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি মজুত করে রাখার বিষয়টি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। ডিএসপি আরও জানান, টুকু সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা জানতে পেরেছি পুলিশ অভিযান শুরু হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ওই বাড়িতে পাপাই ঘোষ এবং অসীম সরকার উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তারা গ্রেপ্তারি এড়ানোর জন্য পুলিশকে দেখতে পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। প্রসঙ্গত, পাপাই ঘোষ বর্তমানে বহরমপুর টাউন যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পদে আসীন রয়েছেন। পাপাই ঘোষের বাড়ি বহরমপুর পুরসভার কুঞ্জঘাটা এলাকায়। সূত্রের খবর, অসীম সরকার তৃণমূল নেতা পাপাই ঘোষের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন। ঙএবছরের বিধানসভার নির্বাচনে পাপাই এবং অসীম সরকার দু'জনই বহরমপুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখার্জির হয়ে প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। নির্বাচনের দিন বহরমপুরের কুঞ্জঘাটা এলাকায় একটি বুথে কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরীকে জল এবং পাখার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য ভোট মিটতেই সেখানে একটি পরিবারের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল কিছু দুস্কৃতীর বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল পাপাই ঘোষের বিরুদ্ধে। যুব তৃণমূল নেতা পাপাই ঘোষের স্ত্রী সুষমা ঘোষ বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বহরমপুর সংলগ্ন মনীন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে রয়েছেন। ডিএসপি বলেন, প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি অসীম সরকার এবং আরও কয়েকজন এলাকায় অশান্তি ছড়ানো এবং কোনও অপরাধ করার জন্য বাড়ির মধ্যে এত পরিমান বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি মজুত করে রেখেছিলেন। পাপাই ঘোষের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক বেআইনি কার্যকলাপে জড়িত থাকার জন্য বহরমপুর থানায় অভিযোগ রয়েছে বলে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। অসীম সরকার এবং তার স্ত্রী টুকু সরকারের বিরুদ্ধে আগে কোনও অপরাধের মামলা কোনও থানায় রুজু রয়েছে কিনা পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

আপনার নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করতে কীভাবে ম্যাগনেটিক পার্টিকেল টেস্টিং এবং উজ্জ্বল আলো ব্যবহার করছে পূর্ব রেল

কলকাতা, ৯ মে ঃ যাত্রীদের নিরাপদ ও আরামদায়ক যাত্রা প্রদানের লক্ষ্যে পূর্ব রেল তার অবিচল মিশন অব্যাহত রেখেছে

এবং প্রতিটি লোকোমোটিভ বা ইঞ্জিন যাতে সেরা অবস্থায় থাকে, তা নিশ্চিত করতে ২৪x৭ কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের দূরদর্শী নেতৃত্বে, ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে কারিগরি রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুরক্ষা সংক্রান্ত আধুনিকীকরণে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জিত হয়েছে। এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রী দেবেন্দ্র কুমারের বিশেষজ্ঞ নির্দেশনায় সম্পন্ন হয়েছে, যা যাত্রীসাধারণের সুবিধার্থে সর্বোচ্চ প্রকৌশলগত মান নিশ্চিত করে। এই মাসের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল 'ট্রাকশন মোটর নোজ স্টে' -এর সুরক্ষা উন্নত করা, যা ইঞ্জিনকে মসৃণভাবে চলতে সাহায্য করার একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। কঠোর সুরক্ষা নির্দেশিকা অনুসরণ করে, কর্মীবাহিনী সাফল্যের সাথে ৫২টি ইউনিটে 'ম্যাগনেটিক পার্টিকেল টেস্টিং' সম্পন্ন করেছে। এই উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি প্রকৌশলীদের এমন ক্ষুদ্র ও অদৃশ্য ফাটল শনাক্ত করতে সাহায্য করে যা খালি চোখে দেখা যায় না, ফলে সম্ভাব্য যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটার আগেই তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। এর পাশাপাশি, পূর্ব রেল মোটর স্টে এবং সাপোর্টিং লাগ-এর ৭১ টি ওয়েল্ডেড জয়েন্টে এবং ট্রেনের বগিগুলোকে নিরাপদে সংযুক্ত করার জন্য দায়ী ৫০ টি কাপলার বডিতে 'ডাই পেনিট্রেশন টেস্টিং' পরিচালনা করেছে। ওয়েল্ডিং- এর স্থায়িত্ব পরীক্ষা করতে এই বিশেষ রঞ্জক বা ডাই ব্যবহারের মাধ্যমে রেল নিশ্চিত করে যে, প্রতিটি ট্রেনের কাঠামোগত অখণ্ডতা যেন আপসহীন থাকে। অভ্যন্তরীণ যান্ত্রিক পরীক্ষার পাশাপাশি, পূর্ব রেল রাতের বেলা এবং বর্ষাকালে যাত্রা নিরাপদ করতে ট্রেন চালকদের জন্য উন্নত দৃশ্যমানতাকেও অগ্রাধিকার দিচ্ছে। পুরনো হ্যালোজেন ল্যাম্পের পরিবর্তে আধুনিক 'টুইন-বিম এলইডি হেডলাইট' বসানোর চলমান প্রকল্পটি এপ্রিলে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছে, যেখানে ২১টি লোকোমোটিভে নতুন করে এই উচ্চ- তীব্রতার আলো লাগানো হয়েছে। এর ফলে পরিকল্পিত ৭০৫ টি ইঞ্জিনের মধ্যে এলইডি-যুক্ত ইঞ্জিনের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৩৪- এ। এই আলোগুলো সামনের রেললাইনের আরও উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার দৃশ্য প্রদান করার পাশাপাশি পুরনো প্রযুক্তির তুলনায় অধিক সাশ্রয়ী এবং নির্ভরযোগ্য। এই কারিগরি সাফল্যের মূল ভিত্তি হলো রেলকর্মীদের উৎসর্গ, কারণ রেলওয়ে তার বহরকে আধুনিকীকরণ করার পাশাপাশি সুরক্ষা সবার আগে এই সংস্কৃতি বজায় রাখতে সচেষ্ট। এই উন্নয়ন প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন যে, তাঁদের অগ্রাধিকার হলো প্রতিটি যাত্রী যেন নিরাপদে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছান এবং এপ্রিল মাসের এই প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণগুলো রেলের নিরাপত্তা ও আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্যের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার প্রতি তাঁদের অঙ্গীকারের প্রমাণ।

বেআইনি সাবমারসিবল পাম্প বসানো ঘিরে বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৯ মে ঃ আরামবাগ পৌরসভা এলাকায় বেআইনিভাবে সাবমারসিবল পাম্প বসানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। ঘটনাটি শনিবার আরামবাগ পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ঘটেছে। অভিযোগ, শেখ সুরাজ নামে এক ব্যক্তি কোনও বৈধ অনুমতি ছাড়াই একটি সাবমারসিবল পাম্প বসানোর কাজ শুরু করেন। বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান বিজেপি নেতা-কর্মীরা। তাঁরা ওই কাজের বিরোধিতা করে বিক্ষোভ দেখান। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, নিয়ম না মেনে এভাবে সাবমারসিবল পাম্প বসানো হলে এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষ জলসংকটে পড়তে পারেন বলেও তাঁদের দাবি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হলেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

দুই সমুদ্র জয়ের নায়িকা আফরিন, এ বার পক প্রণালী পেরিয়ে মেদিনীপুরের গর্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৯ মে ঃ ইংলিশ চ্যানেলের পর এ বার পক প্রণালী। ফের আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করলেন মেদিনীপুরের

সাঁতারু আফরিন জাবি। শনিবার ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাঝের কঠিন সমুদ্রপথ টানা প্রায় ৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট সাঁতরে সফল ভাবে অতিক্রম করেন তিনি। উত্তাল ঢেউ, বদলে যাওয়া স্রোত আর দীর্ঘ শারীরিক ধকল সামলেও শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছে যান আফরিন। গত বছর ২৯ জুলাই ইংল্যান্ডের ডোভার থেকে ফ্রান্স উপকূল পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল জয় করে আলোচনায় এসেছিলেন তিনি। সেই সাফল্যের পর থেকেই শুরু হয় পক প্রণালী অভিযানের প্রস্তুতি। ৪ মে থেকে ১৪ মে-র মধ্যে অনুকূল আবহাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন আফরিন ও তাঁর দল। শনিবার পরিস্থিতি অনুকূলে আসতেই শুরু হয় চূড়ান্ত সাঁতার অভিযান। আফরিনের এই সাফল্যের খবর ছড়াতেই উচ্ছ্বাস ছড়িয়েছে মেদিনীপুরের ক্রীড়ামহলে। অনেকের মতে, একের পর এক আন্তর্জাতিক জলপথ জয় করে আফরিন এখন বাংলার তরুণ প্রজন্মের কাছে সাহস, ধৈর্য্য আর লড়াইয়ের নতুন প্রতীক।

উদ্ধার বিজেপি নেতার দেহ, খুনের অভিযোগে চাঞ্চল্য পুরুলিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৯ মে ঃ রাতভর নিখোঁজ থাকার পর শনিবার সকালে উদ্ধার হল এক বিজেপি নেতার দেহ। পুরুলিয়ার মফস্বল থানার কানালি গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বিজেপির শক্তিকেন্দ্র প্রমুখের নিথর দেহ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর। তিনি পুরুলিয়ার আড়শা থানার বেলডি ২৬৯ নম্বর বুথ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন এবং বিজেপির শক্তিকেন্দ্র প্রমুখের দায়িত্বে ছিলেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি মফস্বল থানার কানালি গ্রামে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভাগ্নে গিরিধারী গোপ। পরিবারের দাবি, রাতের পর থেকেই আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না হাবুলালের। ভাগ্নে গিরিধারী গোপ জানিয়েছেন, রাতে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। এরপর আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করা শুরু হয়। কিন্তু কোনও সূত্র না মেলায় উদ্বেগ বাড়তে থাকে পরিবারের। শনিবার সকালে কানালি গ্রামের একটি এলাকা থেকে উদ্ধার হয় হাবুলালের দেহ। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, দেহ উদ্ধারের সময় মুখে রক্তের দাগ এবং পেটের কাছে আঘাতের চিহ্ন দেখা গিয়েছে। জয়পুরের বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিত মাহাতো, যিনি বর্তমানে কলকাতায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে রয়েছেন, ফোনে দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর অভিযোগ, এটি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে, পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে দেহে স্পষ্ট কোনও গুরুতর ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়েনি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। পুরো বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। দেহ উদ্ধার করে দেবেন মাহাতো গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের শহর ক্যাম্পাসে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। হাসপাতাল চত্বরে এসে আদিবাসী কুর্মি সমাজের মূল মানতা অজিতপ্রসাদ মাহাতো বলেন, এটি স্পষ্ট খুনের ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে। শরীরে রক্তের দাগ রয়েছে। ঘটনার সঠিক তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। উল্লেখযোগ্যভাবে, রাজ্যে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করেছে এবং শনিবারই ব্রিগেডে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই আবহে দলীয় নেতার রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তি ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে গেরুয়া শিবিরে। এখন ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং পুলিশের তদন্তের দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

মোথাবাড়ি কাণ্ডে এনআইএ-র বড় পদক্ষেপ, গ্রেফতার দুই তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৯ মে ঃ মোথাবাড়ি কাণ্ডের তদন্তে বড়সড় সাফল্য পেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। কালিয়াচক থেকে দুই দাপুটে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাকে গ্রেফতার করেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। ধৃতরা হলেন- কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল ব্লক সভাপতি সরয়ুল শেখ এবং সুজাপুর অঞ্চলের প্রাক্তন সভাপতি ইউসুফ শেখ। শুক্রবার গভীর রাতে এই অভিযান চালানো হয়। সূত্রের খবর, ভোট গণনার ঠিক এক দিন আগে কালিয়াচকের ৯ জন তৃণমূল নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ পাঠিয়েছিল এনআইএ। এই তালিকায় ছিলেন জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ তথা সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিনের নির্বাচনী এজেন্ট আব্দুর রহমান, সরয়ুল শেখ, প্রাক্তন খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ হাজি কেতাবুদ্দিন শেখ এবং ইউসুফ শেখ। প্রাথমিকভাবে তাঁদের রবিবার কালিয়াচক থানায় হাজিরা দিতে বলা হলেও, গণনার ব্যস্ততার কারণে তাঁরা যেতে পারেননি। পরবর্তীতে ফের সমন পাঠানো হলে বুধবার সরয়ুল শেখ-সহ কয়েকজন নেতা হাজিরা দেন। সেই দিনই তাঁদের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে এনআইএ। শুক্রবার ফের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁদের তলব করা হয়। দীর্ঘক্ষণ বয়ান রেকর্ড করার পর বয়ানে অসঙ্গতি মেলায় সরয়ুল ও ইউসুফ শেখকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, মোথাবাড়িতে যে দিন বিচারকদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল, সেই দিনই সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জাতীয় সড়কের বিভিন্ন স্থানে অবরোধ ও ব্যাপক বিক্ষোভ চলে। তদন্তকারীদের অনুমান, সুজাপুর হাসপাতালের কাছে হওয়া সবথেকে বড় বিক্ষোভের নেপথ্যে এই নেতাদের ভূমিকা ছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, ধৃত ইউসুফ শেখের একটি নার্সিং হোম ঠিক ওই বিক্ষোভ স্থলের সামনেই অবস্থিত। এনআইএ সূত্রে খবর, এই মামলায় কেবল তৃণমূল নয়, কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা -কর্মীর নামও উঠে এসেছে। তদন্তের স্বার্থে খুব শীঘ্রই আরও বেশ কিছু গ্রেফতারির সম্ভাবনা রয়েছে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

ব্রিগেডে শপথ, বাঁকুড়া জুড়ে আনন্দোৎসব ও লাড্ডু বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৯ মে ঃ রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের উচ্ছ্বাসে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে বাঁকুড়াজুড়ে। শনিবার সকালে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে জেলাজুড়ে দেখা যায় ব্যাপক উন্মাদনা। বিভিন্ন এলাকায় বড় পর্দায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি জেলার নানা প্রান্তে বাড়ি বাড়ি লাড্ডু বিতরণ করে আনন্দ উদ্যাপন করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। বাঁকুড়া শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে এদিন সকাল থেকেই লাড্ডু বিতরণকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। কলকাতায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান চলাকালীন বিজেপি কর্মীরা প্যাকেট ভর্তি লাড্ডু নিয়ে ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যান। নতুন সরকারের পাশে থাকার আহ্বান জানিয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষের সহযোগিতা, শুভেচ্ছা ও প্রবীণদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দাবি, বিপুল জনসমর্থনে রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে। বাঁকুড়ার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রেই 'পদ্ম ফুটেছে এবং মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে যখন নতুন সরকার শপথ নিচ্ছে, তখন জেলার গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র সাধারণ মানুষকে মিষ্টিমুখ করাতে ব্যস্ত দেখা যায় বিজেপি নেতা-কর্মীদের। বাঁকুড়া পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কর্মীদের বক্তব্য, দলের বহু কর্মী-সমর্থক ব্রিগেডে গেলেও অনেকেই এলাকায় থেকে মানুষের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিজেদের অর্থ খরচ করে শুক্রবার থেকেই হাজার হাজার লাড্ডু তৈরি করা হয়। পরে সেগুলি প্যাকেটবন্দি করে এলাকায় এলাকায় বিতরণ করা হয়। তাঁদের দাবি, নতুন সরকারের আমলে রাজ্যের মানুষের মুখে ফের হাসি ফুটবে এবং দুর্নীতি, অত্যাচার, চুরি ও সিন্ডিকেট রাজের অবসান ঘটবে। রাসতলা-সহ বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষকে মিষ্টিমুখ করানোর পাশাপাশি জঙ্গলমহলের সিমলাপাল, তরুপুর ও মাচাতোড়া এলাকায় গেরুয়া আবির খেলায় মেতে ওঠেন বিজেপি সমর্থকেরা। শালতোড়া, ছাতনা, তালডাংরা-সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তেও একই ছবি দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, দীর্ঘদিন পর রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের ফলে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সেই স্বস্তি ও আনন্দই এদিন উৎসবের মাধ্যমে উদ্যাপন করেছেন তাঁরা।

ডাম্পারে ভয়াবহ আগুন, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া, ৯ মে ঃ কাটোয়া-বর্ধমান রোডে শ্রীখণ্ড ঢোকার আগেই শনিবার দুপুরে একটি চলন্ত ডাম্পারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন দেখে চালক গাড়ি থামিয়ে নেমে আসে। এরপর আগুনের তীব্রতায় দাউ দাউ করে গোটা ডাম্পারটি জ্বলে যায়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। ভায়বহ এইরকম আগুন দেখে ছুটে আসে স্থানীয়রা। এরপর দেরি না করে দ্রুত খবর দেওয়া হয় দমকলে। এরপর কাটোয়া থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। দু'ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা। দমকলের সঙ্গে পুলিশের কাছেও খবর যায় স্থানীয়দের পক্ষ থেকে। পুলিশ জানিয়েছে , ডাম্পারটি বর্ধমানের নর্জা থেকে কালো ছাই নিয়ে কাটোয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। এই ঘটনার জেরে কাটোয়া-বর্ধমান রোডে তিন ঘণ্টা যানচলাচল বন্ধ থাকে।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Temporary IT Infrastructural work at Nabanna Sabhaghar in addition to permanent setup during the month of May, 2026"

[Job No. KIT/RW/024 of 26-27]

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-014/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing : **10.05.2026 up to 05.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

মে মাসেই আকাশে বিরল 'ব্লু মুন'! কবে দেখা যাবে আকাশের এই বিস্ময়

মে মাসের রাতের আকাশ এবার বাড়তি চমক নিয়ে হাজির হতে চলেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানপ্রেমী থেকে সাধারণ মানুষ- সকলের নজর এখন আকাশের দিকে। কারণ চলতি মাসেই দেখা মিলবে বিরল মহাজাগতিক ঘটনা 'ব্লু মুন'-এর। নাম শুনে অনেকেই ভাবেন চাঁদ বুঝি সত্যিই নীল হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি একেবারেই আলাদা। এই বিশেষ পূর্ণিমা ঘিরে ইতিমধ্যেই উত্তেজনা তুঙ্গে আকাশপ্রেমীদের মধ্যে। গত ১ মে দেখা গিয়েছিল বছরের প্রথম 'মাইক্রো মুন' বা 'ফ্লাওয়ার মুন'। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই মাসের শেষে ফের এক অভিনব দৃশ্যের অপেক্ষা। আগামী ৩০ মে রাতেই ঘটবে এই বিরল জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনা। ভারতীয় সময় অনুযায়ী ৩১ মে দুপুর ২টো ১৫ মিনিটে চাঁদ পূর্ণিমার সম্পূর্ণ গোলাকার রূপ নেবে। যদিও সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তে ভারতে দিনের আলো থাকার কারণে চাঁদ দেখা যাবে না, তবে বিকেলের পর থেকেই আকাশে উজ্জ্বল পূর্ণিমার চাঁদ চোখে পড়বে।

কী এই 'ব্লু মুন'? 'ব্লু মুন' নামটি শুনলেই মনে হতে পারে, চাঁদের রং নীল হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবে তার সঙ্গে নীল রঙের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই। সাধারণত একটি মাসে একবার পূর্ণিমা দেখা যায়। কিন্তু কোনও বিশেষ কারণে যদি একই মাসে দু'বার পূর্ণিমা হয়, তাহলে দ্বিতীয় পূর্ণিমাকেই বলা হয় 'ব্লু মুন'। অর্থাৎ এটি মূলত ক্যালেন্ডারভিত্তিক একটি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনা। দেখতে এই চাঁদের সঙ্গে সাধারণ পূর্ণিমার চাঁদের তেমন কোনও পার্থক্য থাকে না। তবে বিরল হওয়ার কারণেই এর প্রতি আগ্রহ থাকে অনেক বেশি। তাহলে চাঁদ কখন নীল দেখায়? যদিও 'ব্লু মুন' নামের সঙ্গে নীল রঙের সরাসরি সম্পর্ক নেই, তবুও কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে চাঁদকে নীলচে দেখাতে পারে। বিজ্ঞানীরা জানান, বাতাসে অতিরিক্ত ধূলিকণা, ধোঁয়া, কুয়াশা বা আগ্নেয়গিরির ছাই ছড়িয়ে পড়লে আলোর বিচ্ছুরণের কারণে চাঁদের রং খানিকটা নীলচে মনে হতে পারে। তবে সেটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রাকৃতিক প্রভাব। অর্থাৎ আকাশে নীলচে চাঁদ দেখা গেলেই যে সেটি 'ব্লু মুন', এমন ধারণা ঠিক নয়। 'ব্লু মুন'-এর আরও একটি সংজ্ঞা রয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানে 'ব্লু মুন'-এর আরেকটি ব্যাখ্যাও প্রচলিত। কোনও একটি ঋতুতে যদি চারবার পূর্ণিমা দেখা যায়,

তাহলে সেই চারটির মধ্যে তৃতীয় পূর্ণিমাকে অনেক সময় 'ব্লু মুন' বলা হয়। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত সংজ্ঞাটি হল- একই মাসে দ্বিতীয় পূর্ণিমা। এই কারণেই 'ব্লু মুন'কে বিরল ঘটনা হিসেবে ধরা হয়। কারণ এমন ঘটনা বারবার ঘটে না। সাধারণত দুই থেকে তিন বছর অন্তর একবার এই দৃশ্য দেখা যায়।

নামকরণের পিছনে মজার ইতিহাস-'ব্লু মুন' নামটির উৎস নিয়েও রয়েছে কৌতূহল। জানা যায়, ১৯৫০-এর দশকে একটি জনপ্রিয় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই শব্দবন্ধটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরে সেটিই সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে গ্রহণযোগ্যতা পায়। এরপর থেকে 'once in a Blue Moon' কথাটিও ইংরেজিতে বিরল কোনও ঘটনা বোঝাতে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। কবে এবং কীভাবে দেখবেন? ভারত থেকে এই বিশেষ পূর্ণিমা দেখা যাবে ৩১ মে সন্ধ্যার পর। সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পরেই পূর্ব দিগন্তে উজ্জ্বল পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যেতে শুরু করবে। শহরের আলোক দূষণ থেকে দূরে গেলে দৃশ্য আরও স্পষ্ট হবে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই দৃশ্য দেখতে কোনও বিশেষ টেলিস্কোপের প্রয়োজন নেই। খালি চোখেই উপভোগ করা যাবে 'ব্লু মুন'-এর সৌন্দর্য। তবে দূরবীন বা টেলিস্কোপ ব্যবহার করলে চাঁদের গহ্বর ও পৃষ্ঠের খুঁটিনাটি আরও স্পষ্টভাবে দেখা সম্ভব। কেন এত আগ্রহ আকাশপ্রেমীদের? পূর্ণিমার চাঁদ বরাবরই মানুষের কৌতূহলের কেঃদ্র। তার উপর বিরল নামের 'ব্লু মুন' হওয়ায় আগ্রহ আরও কয়েকগুণ বেড়েছে। সামাজিক মাধ্যমেও ইতিমধ্যেই এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই সেই রাতের ছবি ক্যামেরাবন্দি করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, এ ধরনের ঘটনা সাধারণ মানুষকে মহাকাশ ও বিজ্ঞান সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহী করে তোলে। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের কাছে এমন ঘটনা শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাও হতে পারে। তাই মে মাসের শেষ সপ্তাহে আকাশের দিকে নজর রাখতে ভুলবেন না। কারণ প্রতিদিন তো আর 'ব্লু মুন'-এর সাক্ষী হওয়ার সুযোগ আসে না!

'ইংরাজিতে বিবৃতি কেন?' ভারতীয় সেনাকে কটাক্ষ করে উলটে ট্রোলড পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, নয়াদিল্লি,৯ মে ঃ অদ্ভুত সব মন্তব্য ও বিতর্কিত অবস্থানের কারণে আন্তর্জাতিক মহলে প্রায়ই চর্চায় থাকে পাকিস্তান। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর বর্ষপূর্তি ঘিরে ভারতীয় সেনাকে প্রশ্ন তুলে উলটে নিজেই হাসির খোরাকে পরিণত হল ইসলামাবাদ।

গত ৭ মে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর এক বছর পূর্তি উপলক্ষে বিবৃতি দেয় ভারতীয় সেনা। সেই বিবৃতি ইংরেজিতে প্রকাশ করা নিয়েই আপত্তি তুলেছেন পাকিস্তানের এক শীর্ষ সেনা আধিকারিক। আর তাঁর সেই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। শুধু তাই নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ট্রোলিংয়ের মুখেও পড়েছে পাকিস্তান। কী বললেন পাক সেনা আধিকারিক? পাকিস্তানের লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ সরিফ ভারতীয় সেনার বিবৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, সিঁদুর বর্ষপূর্তিতে ইংরেজিতে বিবৃতি দিতে কে বলেছিল? এর কারণ কী? আপনারা কি নিজেদের মনগড়া তত্ত্ব গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চাইছেন? তাঁর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই কার্যত ঝড় ওঠে সমাজমাধ্যমে। কারণ পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিজেও দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি বিবৃতি, প্রেস রিলিজ এবং সামরিক নির্দেশিকায় ইংরেজির ব্যবহার করে থাকে। ফলে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন- যে দেশ নিজের প্রশাসন ও সেনাবাহিনীতে ইংরেজিকে নিয়মিতভাবে ব্যবহার করে, তারা কীভাবে ভারতের ভাষা ব্যবহারের সমালোচনা করছে? সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র কটাক্ষ-পাক সেনার এই মন্তব্যের পর এক্স (সাবেক টুইটার)-এ শুরু হয় ট্রোলের বন্যা।এক নেটিজেন লেখেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীও তো নিজেদের সমস্ত অফিসিয়াল বিবৃতি ইংরেজিতেই দেয়। যখন নিজে কাঁচের ঘরে থাকো, তখন অন্যের দিকে পাথর ছোড়া উচিত নয়।আরেকজন লেখেন, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত অধিকাংশ নির্দেশ ইংরেজিতে জারি হয়। তাহলে ভারতের ক্ষেত্রে আপত্তি কোথায়? অনেকে আবার সরাসরি পাকিস্তানের ' নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে, আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং সামরিক বার্তা বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইংরেজি ব্যবহার করা খুবই স্বাভাবিক বিষয়।

কী এই 'অপারেশন সিঁদুর'? গত বছরের ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় নিহত হন ২৬ জন নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ। তদন্তে উঠে আসে, হামলার নেপথ্যে ছিল লস্কর-ই-তইবার ছায়া সংগঠন টিআরএফ। এই হামলার জবাব দিতেই ৭ মে গভীর রাতে শুরু হয় ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর'। ভারতীয় সেনা ও বায়ুসেনার যৌথ অভিযানে পাকিস্তান এবং

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মোট নয়টি জঙ্গিঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়। ভারতীয় গোয়েঃদা সূত্রের দাবি, এই অভিযানে একাধিক জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং বহু জঙ্গি নিহত হয়।

পালটা হামলা চালায় পাকিস্তান- ভারতের অভিযানের পর সীমান্তে উত্তেজনা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান ভারতের সীমান্তবর্তী একাধিক এলাকায় হামলার চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে। বিশেষ করে সীমান্ত সংলগ্ন জনবহুল এলাকা এবং সেনাঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ ও ড্রোন হামলার চেষ্টা হয়েছিল বলে দাবি ভারতীয় সেনার। তবে ভারত শুধু সেই হামলা প্রতিহতই করেনি, পালটা আঘাতও হানে। সূত্রের দাবি, ভারতের প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের অন্তত ১১টি বায়ুসেনা ঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল? ভারতীয় সেনার দাবি অনুযায়ী, অপারেশন সিঁদুরে ১০০-রও বেশি জঙ্গি নিহত হয়েছিল। পাশাপাশি ৩৫ থেকে ৪০ জন পাক সেনারও মৃত্যু হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। যদিও পাকিস্তান এই পরিসংখ্যান কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনি। আন্তর্জাতিক মহলের চাপ এবং ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার পর শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় দুই দেশ। ভারতীয় সূত্রের দাবি, সংঘর্ষ থামানোর জন্য ইসলামাবাদই প্রথম উদ্যোগ নেয়। ভাষা নিয়ে কেন এত বিতর্ক? বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক সামরিক বা কূটনৈতিক যোগাযোগে ইংরেজি দীর্ঘদিন ধরেই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ভাষা। জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিশ্বের প্রায় সব সেনাবাহিনীই আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজির উপর নির্ভর করে। ভারতীয় সেনার বিবৃতি ইংরেজিতে প্রকাশ করাও সেই কারণেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ সেই বিবৃতি শুধু দেশের জন্য নয়, আন্তর্জাতিক মহল, বিদেশি সংবাদমাধ্যম এবং কূটনৈতিক পর্যায়ের কাছেও পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয়েছিল। তাই পাকিস্তানের এই মন্তব্যকে অনেকেই ' সমালোচনা' বলেই মনে করছেন। পাকিস্তানের পুরনো কৌশল? আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের সামরিক সাফল্য বা কূটনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে পাকিস্তান প্রায়শই বিকল্প বিতর্ক তৈরি করার চেষ্টা করে। কখনও মানবাধিকার, কখনও ভাষা, কখনও সংবাদমাধ্যম- নানা বিষয়কে সামনে এনে মূল ইস্যু থেকে নজর ঘোরানোর কৌশল নেওয়া হয় বলে মত বিশ্লেষকদের। এই ঘটনাতেও অনেকের মতে, অপারেশন সিঁদুরের সামরিক প্রভাব নিয়ে সরাসরি আলোচনা এড়াতেই ভাষার বিষয়টিকে সামনে আনা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত উলটো ফল-তবে এবার সেই কৌশল কার্যত বুমেরাং হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ ভারতীয় সেনাকে প্রশ্ন করতে গিয়ে উলটে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্রূপের মুখে পড়েছে পাকিস্তান। নেটিজেনদের একাংশের বক্তব্য, যে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাই ইংরেজিনির্ভর, তারা অন্য দেশের ভাষা ব্যবহারে আপত্তি তুলছে- এর চেয়ে বড় টঞ্ঝাঢ্র আর কী হতে পারে! ফলে ' সিঁদুর'-এর বর্ষপূর্তিতে নতুন করে ভারত-পাক উত্তেজনা না বাড়লেও, ভাষা বিতর্ক ঘিরে কূটনৈতিক ও সামাজিক স্তরে নতুন আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

সমুদ্র গিলবে উপকূলের শহর! ২১০০ সালের আগেই ডুবতে পারে কলকাতা-সহ বিশ্বের একাধিক জনপদ

পৃথিবী দ্রুত বদলে যাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়ন, হিমবাহ গলা এবং লাগামছাড়া দূষণের জেরে ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে উঠছে পরিবেশ পরিস্থিতি। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, বর্তমান গতিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়তে থাকলে ২১০০ সালের মধ্যে বিশ্বের বহু উপকূলীয় শহর ও দ্বীপরাষ্ট্র আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে জলের তলায় চলে যেতে পারে। সেই তালিকায় রয়েছে ভারতের কলকাতাও। বিশেষজ্ঞদের মতে, গত কয়েক দশকে সমুদ্রের জলস্তর যেভাবে বেড়েছে, তা অতীতের তুলনায় অনেক দ্রুত। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে। কোথাও ভূমি বসে যাচ্ছে, কোথাও বাড়ছে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ। ফলে আগামী শতাব্দীর আগেই পৃথিবীর মানচিত্রে বড়সড় পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। সবচেয়ে বড় বিপদের মুখে মালদ্বীপ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রসঙ্গ উঠলেই প্রথমে আসে মালদ্বীপের নাম। ভারত মহাসাগরের এই দ্বীপরাষ্ট্রের অধিকাংশ অংশই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে খুব কম উচ্চতায় অবস্থিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, মালদ্বীপের প্রায় ৮০ শতাংশ এলাকা ইতিমধ্যেই সমুদ্রপৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। ফলে জলস্তর আরও বাড়লে রাজধানী মালে-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল ডুবে যেতে পারে। পর্যটকদের স্বর্গ হিসেবে পরিচিত এই দেশ ভবিষ্যতে অস্তিত্ব সংকটে পড়তে পারে বলেই আশঙ্কা বিজ্ঞানীদের। সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যেতে পারে টুভালু। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র টুভালু বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ভয়াবহ উদাহরণগুলির একটি। ৯টি প্রবালদ্বীপ নিয়ে গঠিত এই দেশটির উচ্চতা এতটাই কম যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের সামান্য বৃদ্ধি গোটা দেশটিকেই বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক যে, টুভালুর মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য ইতিমধ্যেই ফিজিতে জমি কেনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে দেশটির বড় অংশ বাসযোগ্যতা হারাতে পারে। কিরিবাতি ও মার্শাল দ্বীপপুঞ্জেও বিপদের ঘণ্টা। ৩৩টি প্রবালদ্বীপ নিয়ে গঠিত কিরিবাতিও জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কায় বিপন্ন। বিজ্ঞানীদের মতে, ২০৫০ সালের মধ্যেই দেশটির বিস্তীর্ণ অংশ জলের তলায় চলে যেতে পারে। একইসঙ্গে আশঙ্কার তালিকায় রয়েছে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জও। ২৯টি প্রবালপ্রাচীর এবং হাজারেরও বেশি দ্বীপ নিয়ে তৈরি এই দ্বীপপুঞ্জে একসময় আমেরিকা ধারাবাহিক পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছিল। এখন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও উপকূল ক্ষয়ের কারণে এই অঞ্চল অস্তিত্বের সঙ্কটে।

বিপদের মুখে বাংলাদেশ- ভারতের প্রতিবেশী বাংলাদেশও ভয়াবহ ঝুঁকির মুখে রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সমুদ্রের জলস্তর বাড়লে বাংলাদেশের প্রায় ১৭ শতাংশ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত

হতে পারে। ফলে প্রায় ২ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। রাজধানী ঢাকা-সহ উপকূলবর্তী একাধিক এলাকা জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও লবণাক্ততার কবলে পড়তে পারে বলে সতর্ক করছেন গবেষকরা। নেদারল্যান্ডসঃ নামেই 'নিচু দেশ'। নেদারল্যান্ডসের নামের অর্থই হল ' দেশ'। বর্তমানে দেশটির প্রায় ২৬ শতাংশ এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে অবস্থান করছে। অত্যাধুনিক বাঁধ ও জল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকলেও ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা দ্রুত বাড়লে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের এই ঘনবসতিপূর্ণ দেশের বড় অংশ জলমগ্ন হয়ে যেতে পারে। আমেরিকার 'ম্যাজিক সিটি'ও বিপদে। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের জনপ্রিয় শহর মায়ামিও রয়েছে ঝুঁকির তালিকায়। সমুদ্রের খুব কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় শহরটির বিস্তীর্ণ অংশ আগামী কয়েক দশকের মধ্যে নিয়মিত জোয়ারে প্লাবিত হতে পারে। গবেষকদের মতে, ২০৩০ থেকে ২০৪৫ সালের মধ্যেই শহরের বহু এলাকা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে। পর্যটনের জন্য বিখ্যাত এই শহরের ভবিষ্য নিয়ে তাই উদ্বেগ বাড়ছে। চিন ও থাইল্যান্ডেও বাড়ছে বিপদ। চিনের উপকূলবর্তী বহু অঞ্চলও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ঝুঁকিতে। বিশেষ করে সাংহাইয়ের মতো শহর দ্রুত ভূমিধস ও ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের ফলে নিচে বসে যাচ্ছে। এতে ভবিষ্যতের বিপদ আরও বাড়ছে। একইভাবে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককও ভয়াবহ সংকেত দিচ্ছে। শহরটি ধীরে ধীরে মাটির নিচে বসে যাচ্ছে। তার সঙ্গে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির প্রভাব মিলিয়ে আগামী শতাব্দীতে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার নিতে পারে। ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে ভেনিস। ইতালির ঐতিহাসিক শহর ভেনিস বহু বছর ধরেই জলের সঙ্গে লড়াই করছে। খালবেষ্টিত এই শহরটি প্রতি বছর ধীরে ধীরে নিচে নামছে। বন্যা এবং সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির কারণে বিখ্যাত সান মার্কো স্কোয়ার প্রায়শই জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে ভেনিসের বড় অংশ স্থায়ীভাবে ডুবে যেতে পারে। ভারতের কোন শহরগুলি সবচেয়ে ঝুঁকিতে? ভারতও এই বিপদের বাইরে নয়। উপকূলবর্তী একাধিক শহর আগামী দিনে বড় বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে। গবেষণা সংস্থাগুলির সতর্কবার্তা অনুযায়ী, কলকাতার খিদিরপুর অঞ্চল বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়াও মুম্বই, চেন্নাই, কোচিন, বিশাখাপত্তনম, পারাদ্বীপ, ম্যাঙ্গালুরু, মার্মাগাঁও, তুতিকোরিন, কান্ডলা, ওখা ও ভাবনগরের মতো উপকূলীয় শহরগুলিও বিপদের মুখে রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এশিয়ায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার বিশ্ব গড়ের তুলনায় বেশি। ফলে আগামী কয়েক দশকে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। এখনই পদক্ষেপ না নিলে বিপদ বাড়বে। গবেষকদের মতে, বিশ্ব উষ্ণায়ন রুখতে অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো, সৌর ও বায়ুশক্তির ব্যবহার বাড়ানো, বন সংরক্ষণ এবং প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ- এসব ক্ষেত্রেই দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। নইলে আগামী প্রজন্মকে ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে। বিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তা স্পষ্ট- এখনই সচেতন না হলে ভবিষ্যতে পৃথিবীর বহু শহর কেবল ইতিহাসের পাতাতেই থেকে যাবে।

উত্তর-পূর্ব রেল যাত্রীদের জন্য উন্নততর সুবিধা ও ভ্রমণ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

গোরখপুর, ৯ই মেঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে তার যাত্রীদের জন্য উন্নততর সুবিধা এবং নির্বিঘ্ন ভ্রমণ নিশ্চিত করতে

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বরওয়ানকর, ৯ই মে, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর জংশন স্টেশনের যাত্রী সুবিধা ও পুনর্নির্মাণ কাজ এবং রেল মিউজিয়াম কাম হেরিটেজ প্লাজা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন। এই অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা, প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তানির্মাণ, শ্রী অভয় কুমার গুপ্ত, প্রধান মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, শ্রী নরেশ কুমার, সদর দপ্তর এবং লখনউ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সুপারভাইজার এবং কর্মচারীবৃঃদ উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বরওয়ানকর, গোরখপুর জংশন স্টেশনে যাত্রী সুবিধা পরিদর্শনের সময় পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশ সুরক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

পরিদর্শনকালে, জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকর গোরখপুর জংশন স্টেশনের ৯ এবং ৫-৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মের যাত্রী সুবিধাসমূহ এবং পুনর্নির্মাণ কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন। শ্রী বরওয়ানকর লিফট, এসকেলেটর, পার্কিং স্থান, জলের বুথ এবং পানীয় জলের মতো যাত্রী সুবিধাসমূহ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময়, তিনি কর্মকর্তাদের গোরখপুরের স্টোরস ডিপোর কাছে ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মের প্রবেশপথের চারপাশের খালি জায়গায় গাছ লাগাতে, সীমানা প্রাচীর বরাবর বেড়া শক্তিশালী করতে এবং রেল চত্বরে ও রেললাইনের ধারে পড়ে থাকা বাতিল স্ক্র্যাপ সামগ্রী অপসারণ করার নির্দেশ দেন। শ্রী বরওয়ানকর ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মে নতুন জলের বুথ ও শেড স্থাপন এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার নির্দেশ দেন। তিনি নির্মাণাধীন নর্থইস্ট স্টেশন ভবনটিও পরিদর্শন করেন। জেনারেল ম্যানেজার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের রিজার্ভেশন কাউন্টারে সাইনেজ স্থাপন করতে এবং ক্যাবওয়েতে পার্কিং ব্যবস্থা জোরদার করার নির্দেশ দেন। জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বরওয়ানকর ৫ এবং ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে চলমান নির্মাণ কাজ, যার মধ্যে কোচ ইন্ডিকেশন বোর্ড এবং ক্যাবলিং অন্তর্ভুক্ত, সুশৃঙ্খল করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি কর্মকর্তাদের লিফটগুলো সচল রাখারও নির্দেশ দেন। জেনারেল ম্যানেজার গোরখপুর জংশনও পরিদর্শন করেন। তিনি স্টেশনে চলমান নির্মাণ প্রকল্পগুলোও পরিদর্শন করেন এবং সর্বোচ্চ গুণমান বজায় রেখে সময়মতো কাজ শেষ করার জন্য নির্দেশনা দেন। শ্রী বরওয়ানকর কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন যেন পুনর্নির্মাণ কাজের সময় যাত্রীদের কোনো অসুবিধা না হয় এবং চলাচল নির্বিঘ্ন থাকে। তিনি ২ ও ৪ নম্বর গেট, যাত্রী ছাউনি এবং তার চারপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। পরিদর্শন শেষে, প্রবেশপথের কাছে অবৈধ দোকানগুলোর কারণে সৃষ্ট অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য শ্রী বরওয়ানকর স্টেশন চত্বরের বাইরে বেড়া দেওয়ার পরামর্শ দেন। জেনারেল ম্যানেজার নির্দেশ দেন যে স্টেশন চত্বর পরিষ্কার রাখতে হবে এবং আগত যাত্রীদের জন্য একটি মনোরম অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে উপলব্ধ যাত্রী সুবিধাগুলোর উন্নতি করতে হবে। গোরখপুর জংশন স্টেশন পরিদর্শনের পর, জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকর রেল জাদুঘর তথা ঐতিহ্য প্লাজা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময়, তিনি রেল জাদুঘরের গৌরবময় ঐতিহ্যের ওপর একটি বই প্রকাশ করেন, যা ডিজিটালভাবেও ডাউনলোড করা যাবে। এরপর জেনারেল ম্যানেজার রেল জাদুঘরে রক্ষিত ঐতিহ্যবাহী জিনিসপত্র সংরক্ষণ এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি সংশ্লিষ্টদের জাদুঘরের অভ্যন্তর ও প্রবেশপথ সুন্দর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

দেশ-বিদেশ

আজ রাতেই মিলতে পারে জবাব!' ইরানকে নতুন শান্তি প্রস্তাব ট্রাম্পের

মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার আবহে ফের কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াল আমেরিকা। যুদ্ধ থামিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এবার ইরানের কাছে নতুন শান্তি প্রস্তাব পাঠালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, প্রস্তাবটি ইতিমধ্যেই তেহরানের হাতে পৌঁছেছে এবং তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি ইরান। মার্কিন সংবাদমাধ্যম এর এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানের মাধ্যমে এই নতুন শান্তি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে তেহরানের কাছে। সূত্রের খবর, যুদ্ধবিরতি, নিষেধাজ্ঞা শিথিলকরণ এবং হরমুজ প্রণালীতে উত্তেজনা কমানোর মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে ওই প্রস্তাবে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে শান্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলেই মনে করছেন কূটনৈতিক মহল। আজ রাতের মধ্যেই সব পরিষ্কার হবে-শুক্রবার হোয়াইট হাউসের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প জানান, ইরানের কাছে ইতিমধ্যেই একটি নতুন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তবে তেহরান এখনও প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। ট্রাম্প বলেন,

আমরা ইরানকে একটি নতুন প্রস্তাব পাঠিয়েছি। তারা এখনও এ বিষয়ে কিছু জানায়নি। তবে আশা করছি আজ রাতের মধ্যেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইরানের তরফ থেকে উত্তর পাওয়ার কথা রয়েছে। তেহরান ইচ্ছাকৃতভাবে আলোচনার গতি কমাচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প বলেন, আমরা খুব দ্রুতই তা জানতে পারব। এই মন্তব্যের পরই আন্তর্জাতিক মহলে জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে। কারণ গত কয়েক মাস ধরে আমেরিকা ও ইরানের সম্পর্ক অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে পারমাণবিক কর্মসূচি, নিষেধাজ্ঞা এবং পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক উত্তেজনা নিয়ে দুই দেশের সংঘাত নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছিল। কী রয়েছে নতুন শান্তি প্রস্তাবে?যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা হয়নি, তবে কূটনৈতিক সূত্রের দাবি, এটি ১৪ দফার একটি প্রস্তাব। সেখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রাখা হয়েছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল- ইরান সাময়িকভাবে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি স্থগিত রাখবে। পরিবর্তে আমেরিকা তেহরানের উপর আরোপিত একাধিক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা শিথিল করতে পারে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে বাজেয়াপ্ত থাকা ইরানের কয়েকশো কোটি ডলারের সম্পদ মুক্ত করার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে চাপে থাকা ইরানের জন্য এই প্রস্তাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও হরমুজ প্রণালীতে উত্তেজনা কমানো এবং বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক রাখার বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। কেন এত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী? বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হল হরমুজ প্রণালী। মধ্যপ্রাচ্যের তেল রফতানির বড় অংশ এই পথ দিয়েই বিশ্ববাজারে পৌঁছায়। ফলে এই অঞ্চলে সামান্য অস্থিরতাও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। সম্প্রতি সৌদি আরবের সংবাদমাধ্যম-র দাবি করেছিল, আমেরিকা এবং ইরান একটি সম্ভাব্য সমঝোতার পথে এগোচ্ছে। সেই চুক্তির অন্যতম লক্ষ্য ছিল হরমুজ প্রণালীতে অবরোধ তুলে নেওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্বাভাবিক রাখা। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি এই জলপথে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে, তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে।

কেন গুরুত্বপূর্ণ এই সমঝোতা? গত কয়েক বছরে ইরান ও আমেরিকার সম্পর্ক একাধিকবার চরম সংঘাতের মুখে পৌঁছেছে। পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে মতবিরোধ, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, সামরিক হামলার অভিযোগ এবং মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার- সব মিলিয়ে পরিস্থিতি বারবার জটিল হয়েছে। এই অবস্থায় নতুন শান্তি প্রস্তাবকে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। কারণ যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হলে শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়, গোটা বিশ্বের অর্থনীতি বড় ধাক্কা খেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমেরিকাও বুঝতে পারছে দীর্ঘমেয়াদি সংঘাতের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা আরও বাড়বে। অন্যদিকে ইরানও অর্থনৈতিক চাপের মুখে রয়েছে। ফলে দুই পক্ষই আপাতত আলোচনার পথ খোলা রাখতে চাইছে। ইরান কি রাজি হবে? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন সেটাই। কারণ ইরান অতীতেও একাধিকবার জানিয়েছে, তারা নিজেদের পারমাণবিক কর্মসূচি পুরোপুরি বন্ধ করতে রাজি নয়। একইসঙ্গে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞাকে তারা ' বলেও দাবি করে এসেছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক স্বস্তি এবং আন্তর্জাতিক চাপ- দু'দিকই তেহরানকে ভাবাচ্ছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা। যদি ইরান এই প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দেয়, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা অনেকটাই কমতে পারে। অন্যদিকে প্রস্তাব খারিজ হলে ফের সংঘাতের আশঙ্কা বাড়বে। নজরে গোটা বিশ্ব-বর্তমানে গোটা বিশ্বের নজর তেহরানের সিদ্ধান্তের দিকে। কারণ এই প্রস্তাব শুধুমাত্র দুই দেশের সম্পর্ক নয়, আন্তর্জাতিক কূটনীতি, জ্বালানি বাজার এবং মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যতের উপরও বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

নাম পরিবর্তন

আমি PURNIMA DAS, স্বামী NARAYAN DAS, পিতা- KARTICK CHANDRA DUTTA, (Date of Birth 01.01.1954) ঠিকানা-মধ্য শ্রীরামপুর,পোস্ট-শ্রীরামপুর, থানা- নাদনঘাট, জেলা -পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭৪১৩১৬ ,আমার প্রকৃত নাম PURNIMA DAS, (২০০২সালের ভোটার লিস্টে ভুলবশত আমার নাম PURNIMA SAHA উল্লেখ আছে) গত ইংরেজি ২৪.০৪.২৬ তারিখে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, কালনা, পূর্ব বর্ধমান, এর এফিডেভিটে আমি PURNIMA SAHA ও PURNIMA DAS একই ব্যক্তি হলাম।

শুভেন্দুর জন্য মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত ছানাবড়া এবং মনোহরা নিয়ে যাচ্ছেন হুমায়ুন

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৯ মে ঃ রাজ্যের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার বিখ্যাত ছানাবড়া এবং বেলডাঙার মনোহরা মিষ্টি উপহার নিয়ে যাবেন 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান তথা মুর্শিদাবাদে রেজিনগর ও নওদা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারী আগামী কয়েকদিন প্রচন্ড ব্যস্ত থাকায় হুমায়ুন তার হাতে আজ এই উপহার তুলে দেবেন না। আগামী ১৪ এবং ১৫ তারিখ তিনি যখন রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করবেন এবং নওদা বিধানসভার বিধায়ক হিসেবে শপথ নেবেন সেই দিনই বিধানসভায় গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতে মুর্শিদাবাদ জেলার এই দুই বিখ্যাত মিষ্টি তুলে দেবেন বলে শনিবার জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি হুমায়ুন কবীর নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় শুভেন্দু অধিকারীকে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার জন্য নিজের দল 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁর আগামী রাজনৈতিক জীবন আরও উজ্জ্বল ও সাফল্যমণ্ডিত হোক -এই কামনাই করেছেন হুমায়ুন। নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় হুমায়ুন লিখেছেন, বাংলার মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে আমার তাঁর কাছে বিশেষ দাবি- নতুন সরকারের হাত ধরে আমাদের এই প্রিয় রাজ্য যেন শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন, বেকারদের কর্মসংস্থান এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। হুমায়ুন বলেন, ১৫ বছর আগে তৃণমূলের সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অনেক প্রত্যাশা জাগিয়েছিলেন। মানুষকে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি সততার প্রতীক ছিলেন। পরে তিনি চোরেদের রানী হয়ে উঠেছিলেন। আমি আশা করব আগামী দিন যাতে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে আমরা এই অভিযোগ তুলতে না পারি। তিনি বলেন, এই জেলার সংখ্যালঘু ভোটারদেরকে বরাবরই ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এবার মুর্শিদাবাদ জেলায় বিজেপি ৮ জন প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। আমি আশা করব এই জেলার মানুষের সঙ্গে যেন মিথ্যে প্রবঞ্চনা না করা হয়। রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হুমায়ুন কবীর যে ডাক পাননি তা জানিয়ে তিনি বলেন, সরকারের কয়েকজন আধিকারিক আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং জানতে চেয়েছিলেন আমি আসবো কিনা। তবে পরবর্তীকালে তাঁরা আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। তাই মুখ্যমন্ত্রী শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমার থাকা হচ্ছে না। ভোট প্রচার পর্বে বরাবরই বিজেপির নিশানায় থাকা হুমায়ুন কবীর বলেন, আমি কারও দয়ায় রাজনীতি করি না। তাই আমার কোনও আশঙ্কা নেই। সরকারের কাছে আমার একটাই অনুরোধ তারা যেন সব জায়গায় সমান উন্নয়ন করেন। তা না হলে তৃণমূল সরকারের যে হাল জনগণ করেছেন অন্য সরকারেরও একই অবস্থা করতে পারে। আগামী বছরই রাজ্যে একাধিক পুরসভায় নির্বাচন। তারপরে পঞ্চায়েত নির্বাচন রয়েছে। আমি আশা করব বিজেপি সরকার যেন মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করে। আর মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ যদি উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব না পায় তাহলে হুমায়ুন কবীর ফের রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবে। এরপরই হুমায়ুন কবীর বলেন, আগামী ১৪ এবং ১৫ মে আমি রেজিনগর বিধানসভার বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করব এবং নওদা বিধানসভার বিধায়ক হিসেবে রাজ্য বিধানসভায় গিয়ে শপথ গ্রহণ করব। আমি জানতে পেরেছি আপাতত রাজ্যের সচিবালয় বিধানসভাতেই থাকছে। তাই সেই সময় আমি বিধানসভায় গিয়ে রাজ্যের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে অবশ্যই দেখা করার চেষ্টা করবো। হুমায়ুন কবীর জানান, আমি যেদিন রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বিধানসভায় দেখা করতে যাব সেদিন তাঁর জন্য আমি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের বিখ্যাত ছানাবড়া এবং বেলডাঙা মনোহরা মিষ্টি নিয়ে যাব। আমি সৌজন্যের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। ভোট প্রচার পর্বে কোন দল আমার বিরুদ্ধে কী বলেছে তা আমি মনে রাখতে চাই না। তাই রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে আমার জেলার সবথেকে বিখ্যাত মিষ্টি খাইয়ে তাকে নতুন চলার পথের শুভেচ্ছা জানাবো।

কম্পিউটার সাইন্সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায় মেধাতালিকায় দশম স্থানাধিকারী সাদ হোসেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ৯ মে ঃ কম্পিউটার সাইন্সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায় নব নালন্দা শান্তিনিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের মেধাতালিকায় দশম স্থানাধিকারী সাদ হোসেন।

প্রথম থেকে মেধাবী শেখ সাদ হোসেন আট ঘন্টা পড়াশোনার জন্য নিজেকে সময় দিত। এছাড়াও তার সাতটি বিষয়ে সাত জন গৃহ শিক্ষক ছিল। টিউশন মিলিয়ে নিয়মিত ১৩ ঘন্টা পড়াশোনা করত সে। পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রিকেট ছিল তার প্রিয় খেলা এবং বিভিন্ন বই ও পড়তো। বাবা ফজলে রাব্বি বোলপুরের জাম্বুনির কাছে উদয়ন পল্লীর বাসিন্দা। পেশায় একজন ডাকঘর বিভাগের কর্মী। মা শাহানারা খাতুন একজন গৃহবধূ। শেখ সাদ হোসেন দুই ভাই বোন। তার দিদি মেডিকেল সাইন্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বোলপুরের নব নালন্দা শান্তিনিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ সাদ হোসেন ৬৮৮ নম্বর পেয়ে মেধাতালিকায় দশম স্থান অর্জন করেছেন। এই কৃতিত্ব বীরভূম জেলার জন্য একটি বড় সাফল্য। জেলাতে ৬ জন মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌর গোপাল চট্টোপাধ্যায় জানান, শেখ সাদ হোসেন প্রথম থেকে মেধাবী ছাত্র ছিল। তার প্রাপ্ত নম্বর হলো ৬৮৮। নিয়মিত ক্লাস আসত সে। জানা গেছে, তার বিষয়ভিত্তিক নাম্বার হল যথাক্রমে, গণিত, পদার্থবিদ্যা এবং জীবন বিজ্ঞানে ১০০, বাংলায় ৯৩, ইংরেজিতে ৯৭, ইতিহাসে ৯৯ এবং ভূগোলে ৯৯। রাজ্য মেধা তালিকায় দশম স্থান লাভ করে নব নালন্দা শান্তিনিকেতন উচ্চ বিদ্যালয় এবং পুরো বীরভূম জেলার নাম উজ্জ্বল করেছে শেখ সাদ হোসেন।

পূর্ব রেল মহিলা কল্যাণ সংগঠন কর্তৃক বিশিষ্ট কর্মীদের সম্মাননা জ্ঞাপন

কলকাতা, ৯ মে ঃ আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে, পূর্ব রেলের বিভিন্ন বিভাগে অত্যন্ত নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং অনুকরণীয় অবদানের মাধ্যমে নিরাপদ ও দক্ষ ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার স্বীকৃতিস্বরূপ কর্মীদের

সম্মানিত করতে আজ কলকাতার আলিপুরের বেলভেডিয়ার পার্কে অবস্থিত পূর্ব রেল অফিসার্স ক্লাবে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পূর্ব রেল মহিলা কল্যাণ সংগঠন (ERWWO)। জাতি গঠন এবং সাংগঠনিক বৃদ্ধিতে শ্রমিকদের অমূল্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতি বছর ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বা মে দিবস পালন করা হয়। পূর্ব রেলের বিভিন্ন ডিভিশন এবং ওয়ার্কশপগুলোর দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত নিষ্ঠাবান, নিবেদিতপ্রাণ এবং কঠোর পরিশ্রমী কর্মীদের ভূমিকাকে স্মরণীয় করে রাখতে, তাঁদের অসামান্য কর্মদক্ষতা ও অঙ্গীকারকে স্বীকৃতি জানাতে ERWWO এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ERWWO-এর সভানেত্রী সীমা দেওস্কর সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং পূর্ব রেলের মনোনীত ৯২ জন কর্মীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। যাত্রী নিরাপত্তা এবং ট্রেনের সুষ্ঠু চলাচল নিশ্চিত করতে কর্তব্য পালনে অসামান্য নিষ্ঠা, সততা ও সাহসিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ কর্মীদের হাতে শংসাপত্র এবং স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে ERWWO-এর সভানেত্রী সীমা দেওস্কর রেলওয়ের কার্যকলাপে নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা এবং দলগত প্রচেষ্টার গুরুত্ব তুলে ধরে একটি প্রেরণাদায়ক বক্তব্য রাখেন। পূর্ব রেলের সাংস্কৃতিক কর্মীদের পরিবেশিত একটি বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রাণচাঞ্চল্য যোগ করে এবং অনুষ্ঠানটিকে আরও মহিমান্বিত করে তোলে।

জঙ্গলমহলে গেরুয়া ঝড়, শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় উৎসবে মাতল ঝাড়গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৯ মে ঃ বিধানসভা নির্বাচনে জঙ্গলমহলে গেরুয়া ঝড়ের পর এবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণকে ঘিরে উৎসবের আবহ তৈরি হল ঝাড়গ্রামে। জেলার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রেই বিজেপির জয়ের পর থেকেই কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। শপথ গ্রহণের দিন সেই উচ্ছ্বাস আরও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেল। শনিবার কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে অনুষ্ঠিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ঝাড়গ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি নেতা-কর্মীরা আনন্দ উদ্‌যাপনে সামিল হন। বিশেষ করে ঝাড়গ্রাম মেন রোড এলাকায় প্রায় ছয় হাজার লাড্ডু ও ঠান্ডা পানীয় শরবত বিতরণ করা হয় পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে। দলীয় পতাকা, আবির ও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। বিজেপি কর্মী- সমর্থকদের বক্তব্য, মেদিনীপুরের ছেলে শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, এটা জঙ্গলমহলের মানুষের কাছে গর্বের বিষয়। দীর্ঘদিন এই অঞ্চল উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ছিল। এবার নতুন সরকারের হাত ধরে জঙ্গলমহলের উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলবে বলে আমরা আশাবাদী। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও আনন্দে সামিল হন। রাজনৈতিক পালাবদলের এই আবহে জঙ্গলমহলের বিভিন্ন প্রান্তে এখন উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বর্ষা দোরগোড়ায় তিস্তাপাড়ে বাড়ছে আতঙ্ক, ড্রেজিং অসম্পূর্ণ ফের কি বন্যার গ্রাসে উত্তরবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৯ মে ঃ স্রোতস্বিনীকে নিয়ে আশঙ্কার মেঘ! বর্ষায় কি আবারও গ্রাস করবে? আবারও আরেকটি যুদ্ধ লড়তে হবে ওদের! চিন্তায় এখন থেকেই কপালে ভাঁজ তিস্তাপাড়ের বাসিন্দাদের। কেন? ভোটের উত্তাপ স্তিমিত হলেও উত্তরবঙ্গের নদীগুলিকে ঘিরে আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে। বর্ষা যত দোরগোড়ায়, ততই বাড়ছে উদ্বেগ। তিস্তা নদী, জলঢাকা নদী-সহ ভুটান ও সিকিম থেকে নেমে আসা একাধিক নদী লিশ, ঘিসএর তলদেশে বিপুল পরিমাণ বালি জমে জলধারণ ক্ষমতা অনেকটাই কমে গেছে। সেচ দফতর সূত্রে জানা গেছে, নদীগুলিতে ড্রেজিং বা সংস্কারের পরিকল্পনা থাকলেও তা এখনও সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত করা যায়নি। ইতিমধ্যেই মে মাসের মাঝামাঝি, আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রাজ্যে বর্ষা ঢোকার সম্ভাবনা। বর্ষা শুরু হয়ে গেলে নদীতে ড্রেজিং কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে, ফলে সময়ের অভাব এখন বড় চ্যালেঞ্জ। যদিও প্রাক-বন্যা প্রস্তুতি হিসেবে কিছু নদীবাঁধ মেরামত ও রেনকাট সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তবু মূল সমস্যা রয়ে গেছে , নদীগুলির কমে যাওয়া জলধারণ ক্ষমতা। বিশেষ করে তিস্তা-

সহ উত্তরবঙ্গের প্রধান নদীগুলিতে বড় মাপের সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে প্রশাসনিক মহলেও। সেচ দফতরের আধিকারিক কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জানান, ভুটান থেকে নেমে আসা নদীগুলির ক্ষেত্রে আগাম সতর্কবার্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভুটান সরকার যদি জল ছাড়ার আগে ভারতকে সতর্ক করে, তা হলে ডুয়ার্স অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। অন্যদিকে, ডুয়ার্স ও তিস্তা পাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই দুশ্চিন্তা বাড়ছে। প্রতি বছর বর্ষায় যে ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি হতে হয়। ভেসে যায় ঘর বাড়ি সঙ্গে চাষের জমি, গবাদি পশু। অস্থায়ী দিন কাটাতে হয় পুরো ঋতু জুড়ে, সেই দুঃসহ দিন গুলোর অভিজ্ঞতা থেকেই আশঙ্কা প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ থাকলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। কবে এই মানুষগুলোর বর্ষায় জীবনযাপন বদলাবে? কবে এর স্থায়ী সমাধান হবে সেই দিকেই অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে নদীর পাড়ের বাসিন্দারা।

নির্মল সূচনা নিশ্চিত করতে ২০২৬-এর শুরুতে পূর্ব রেল কর্তৃক ২০,০৯০টি নোংরা ছড়ানোর ঘটনা শনাক্ত

কলকাতা, ৯ মে ঃ পূর্ব রেল এক গুরুত্বপূর্ণ জীবনরেখা হিসেবে কাজ করে, যা প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত করে। যখন লক্ষ লক্ষ যাত্রী তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য ট্রেনে ওঠেন, তখন তাদের যাত্রা শুরু হয় রেলওয়ে চত্বরের ভিতর থেকেই। পূর্ব রেল বিশ্বাস করে যে, এই শুরুটা হওয়া উচিত অনুপ্রেরণাদায়ক এবং মনোরম। কল্পনা করুন, আপনার সকালের যাতায়াত শুরু করতে গিয়ে যদি দেখেন স্টেশনজুড়ে আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এমন দৃশ্য মুহূর্তের মধ্যেই আপনার উদ্দীপনা কমিয়ে দিতে পারে এবং সারাদিনের মেজাজ নষ্ট করে দিতে পারে। পূর্ব রেল যেহেতু যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক অভিজ্ঞতার বিষয়ে অত্যন্ত যত্নশীল, তাই পূর্ব রেল নিরবচ্ছিন্ন পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে একটি নির্মল পরিবেশ বজায় রাখার প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করেছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের দূরদর্শী নেতৃত্বে, যিনি স্বচ্ছ মিশনের প্রতি অবিচলভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এই জোন নোংরা ছড়ানোর বিরুদ্ধে একটি সক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করেছে। রেলওয়ে স্টেশনগুলো যাতে সবার জন্য পরিচ্ছন্ন এবং স্বাগত জানানোর মতো থাকে, তা নিশ্চিত করতে এই প্রচেষ্টাগুলো আইজি-তথা-প্রধান মুখ্য নিরাপত্তা কমিশনার অমিয় নন্দন সিনহা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। আমাদের তথ্য পরিচ্ছন্নতার প্রতি এই কঠোর অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। ১ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৬ মে, ২০২৬-এর মধ্যে আসানসোল, শিয়ালদহ, মালদা এবং হাওড়া ইউনিট জুড়ে মোট ২০,০৯০ জনকে নোংরা ছড়ানোর অপরাধে ধরা হয়েছে, যার ফলে মোট ৪০,৩১,৬০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখলে, ১ জুলাই, ২০২৪ থেকে ৬ মে, ২০২৬ পর্যন্ত পূর্ব রেল নোংরা ছড়ানোর ১,১৮,১৫২ টি ঘটনার সমাধান করেছে এবং মোট ১,৯৮,১৬,৮১০ টাকা জরিমানা সংগ্রহ করেছে। এই সময়ের মধ্যে শিয়ালদহ বিভাগে সর্বাধিক ৩৫,১৮৭ জন ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়েছেন, যার ঠিক পরেই রয়েছে হাওড়া এবং আসানসোল। এই পরিসংখ্যানগুলো অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসকে নিরুৎসাহিত করতে এবং ভ্রমণকারীদের মধ্যে দায়িত্ববোধের সংস্কৃতি প্রচার করার জন্য আমাদের অটল সংকল্পকে তুলে ধরে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝির মতে, আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য কেবল জরিমানা আরোপ করা নয়, বরং আমাদের যাত্রীদের মধ্যে তাদের রেলওয়ে সম্পত্তির প্রতি গর্ব এবং মালিকানাবোধ তৈরি করা। তিনি জানান যে, রেলকর্মীরা চত্বর পরিষ্কার রাখার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করলেও আমাদের স্টেশনগুলোকে প্রকৃত অর্থে বিশ্বমানের করে তোলার জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা অপরিহার্য। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে, পূর্ব রেল তার কঠোর নজরদারি এবং সচেতনতামূলক অভিযান অব্যাহত রাখবে যাতে প্রতিটি যাত্রী এমন একটি যাত্রা উপভোগ করতে পারেন যা আরামদায়ক হওয়ার পাশাপাশি পরিচ্ছন্নও বটে।

ঝাল মুড়ি ট্রেন্ডে মাতোয়ারা কোচবিহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৯ মে ঃ রাজ্যে পালাবো দলের পর শনিবার ছিল রাজকীয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী। শনিবার এক বিশেষ মুহূর্তেকে আরো ট্রেন্ডি করে তুললো ঝাল মুড়ি ট্রেন্ড। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনের আগে প্রচারে এসে ঝাল মুড়ি খেয়েছিলেন। আর সে থেকেই এই ঝাল মুড়ি ট্রেন্ড এখন বিজেপি রাজনীতির অঙ্গ। শনিবার শপথ গ্রহণের দিন কোচবিহার শহরের নতুনবাজার এলাকায় পথ চলতি মানুষকে ঝাল মুড়ি খাওয়ানো বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী সহ ৫ জন মন্ত্রী। সেই উপলক্ষ্যে শনিবার আয়োজন করা হয় ঝালমুড়ি বিতরণের। স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উদ্যোগে পথচলতি সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় ঝালমুড়ি। নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথকে কেন্দ্র করে এদিন এলাকাজুড়ে ছিল উৎসবের মেজাজ। কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। কেউ শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন কেউ আবার সাধারণ মানুষের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিয়েছেন ঝালমুড়ি খাইয়ে। উল্লেখ্য এর রাজ্যে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে তৈরি হয়েছিল ২০ টি ঝালমুড়ির স্টল। শনিবার ছিল কবি গুরুর জন্মদিন। একদিকে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অন্যদিকে রবীন্দ্র জয়ন্তীর সাংস্কৃতিক আবহ এই দুইয়ের মেলবন্ধনে নতুনবাজার এলাকায় তৈরি হয় এক অন্যরকম পরিবেশ। স্থানীয়দের একাংশও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি - রাজ্যের নতুন অধ্যায়ের সূচনাকে স্মরণীয় করে রাখতেই এই অভিনব কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

অভিনব 'ওয়াটার এটিএম' চালু হল কাটোয়ায়, ২৪ ঘণ্টাই মিলবে পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া, ৯ মে ঃ কাটোয়া শহরে এবার অভিনব

উদ্যোগ। এটিএম থেকে টাকা তুলতে সবাই অভ্যস্ত হলেও, এবার কাটোয়া শহরে শুরু হল 'ওয়াটার এটিএম' পরিষেবা। শুনতে অবাক লাগলেও সত্যিই টাকা ফেললেই মিলছে বিশুদ্ধ পানীয় জল। শহরের পানুহাট এলাকার ইঁদারাপাড়া এলাকায় চালু হয়েছে এই বিশেষ ব্যবস্থা, যা কাটোয়া শহরে এই প্রথম বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। গরমের দিনে কিংবা রাত-বিরেতে যখন জলের দোকান বন্ধ থাকে, তখন সাধারণ মানুষের তৃষ্ণা মেটাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ওয়াটার এটিএমের কর্ণধার অপূর্ব দেবনাথ জানান, তাঁদের একটি পানীয় জলের কারখানা রয়েছে। তবে সপ্তাহে একদিন কারখানা বন্ধ থাকে, আবার অনেক সময় লাঞ্চ টাইম বা অন্য কোনও কারণে পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়। সেই সময় বহু মানুষ বিশুদ্ধ জল পান না। বিশেষ করে পথচলতি মানুষদের সমস্যার কথা ভেবেই এই স্বয়ংক্রিয় ওয়াটার এটিএম বসানো হয়েছে। যাতে কারখানা বন্ধ থাকলেও ২৪ ঘণ্টাই মানুষ সহজে জল সংগ্রহ করতে পারেন। মেশিনটির ব্যবহারও অত্যন্ত সহজ। ২ টাকার কয়েন ফেললে মিলবে ২ লিটার জল। ৫ টাকার কয়েন দিলে পাওয়া যাবে ১০ লিটার জল। আর ১০ টাকার কয়েন ফেললেই মিলবে ২০ লিটার বিশুদ্ধ পানীয় জল। উদ্যোক্তাদের দাবি, সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই খুব কম খরচে এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। যাতে যে কেউ খুব সহজেই বিশুদ্ধ পানীয় জল সংগ্রহ করতে পারেন।

প্রতিবন্ধকতা জয় করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৯ মে ঃ শুরু থেকেই জীবনটা তার সহজ ছিল না।

শারিরীক না হলেও নার্ভ জনিত কারণে শৈশব থেকেই সে বিশেষ চিকিৎসার মধ্য দিয়ে তার বড় হওয়া। কাজেই অন্যদের থেকে সে ছিল একটু সতন্ত্র। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র হিসাবে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় মাধ্যমিক পরীক্ষার গন্ডি পার করলো বর্ধমান শহরের পুলিশ লাইন ৫ নং ইছলাবাদ এলাকার বাসিন্দা আরজু জুনেদ। বর্ধমান শহরের অদূরে সাধনপুর বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সহযোগিতায় অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিল আরজু। এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাইটার নিয়ে পরীক্ষা দেয় সে। সফলতা মেলায় তার বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা তাকে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানিয়েছেন। আরজু মাত্র ৬ মাস বয়স থেকেই নার্ভের অসুখে আক্রান্ত। চিকিৎসা চলছে আজও। তবে হাঁটা চলা করতে পারে। কিন্তু আর পাঁচটা ছেলের মতো সে স্বাভাবিক নয়। তা সত্ত্বেও বিবেকানন্দ স্কুলের তৎকালীন হেডমাস্টার রতন সাঁই এর উদ্যোগে তাকে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করার পর বিদ্যালয়ের অনান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্যে এক একটি ক্লাস পার করে মাধ্যমিকের দোড়গড়ায় পৌঁছে যায়। বাবা আমিনুর রহমান পেশায় সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত থাকায় পেশাগত কারনে ব্যস্ত থাকতেন সর্বক্ষন, ফলে ছেলের জন্য সবটুকু সময় দিতে পারেননি তিনি। এক্ষেত্রে ছাত্রের মা জেসমিনা রহমান এবং দাদু জহুর আলম তাকে সবরকমের সহযোগিতা করে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাইটার হিসাবে তাকে সহযোগিতা করে ওই বিদ্যালয়েরই অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী মেঘনা খাতুন। শুক্রবার ফলাফল বের হবার দেখা যায় আরজু জুনেদ ৪০ শতাংশ নাম্বার পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করেছে।

বৈতালিক থেকে উপাসনা, বিশ্বভারতীতে মর্যাদার সাথে পালিত হলো রবীন্দ্রজন্মোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ৯ মে ঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শনিবার উৎসব আবহে মেতে উঠল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমাপ্রাপ্ত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্রপাঠ, রবীন্দ্রসঙ্গীত, উপাসনা এবং বৈতালিকের মধ্য দিয়ে পালিত হল রবীন্দ্রজন্মোৎসব। সকাল থেকেই শান্তিনিকেতনের আকাশে ভেসে ওঠে কবিগুরুর গানের সুর। অনুষ্ঠানে অংশ নেন অধ্যাপক, আধিকারিক, আশ্রমিক ও পড়ুয়ারা।

ভোরের আলো ফুটতেই শুরু হয় বৈতালিক। এরপর রবীন্দ্রভবনে কবিকণ্ঠ অনুষ্ঠান এবং মাধবীবিতানে জন্মোৎসবের মূল পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ, বিভিন্ন ভবনের অধ্যাপক, আধিকারিক এবং ছাত্রছাত্রীরা। সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা ও সাদা শাড়িতে সেজে ওঠে গোটা শান্তিনিকেতন চত্বর। প্রখর গরম উপেক্ষা করেও উৎসবের আবেগে সামিল হন সকলে। উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ বলেন, প্রথা মেনে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গুরুদেবের জন্মদিন পালন করা হচ্ছে। এই ঐতিহ্য আমাদের ধরে রাখতে হবে। বিশ্বভারতীর ইতিহাস ঘাটলে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশা থেকেই শান্তিনিকেতনে তাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপনের রীতি চালু হয়েছিল। আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরাই তখন বিশ্বকবির জন্মোৎসব পালন করতেন। তবে সময়ের সঙ্গে সেই উদ্‌যাপনের ধরনেও এসেছিল পরিবর্তন। ১৯৩৬ সালে বৈশাখের প্রচণ্ড গরম এবং জলকষ্টের কথা মাথায় রেখে কবি রবীন্দ্রনাথ নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পঁচিশে বৈশাখের বদলে বাংলা নববর্ষের দিন তাঁর জন্মোৎসব পালনের। দীর্ঘদিন সেই প্রথাই চলেছিল শান্তিনিকেতনে। কিন্তু গত এক দশক ধরে ফের পঁচিশে বৈশাখেই বিশ্বভারতীতে কবিগুরুর জন্মতিথি পালিত হচ্ছে। এদিকে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় রবীন্দ্রজয়ন্তী। সকাল থেকেই সেখানে ভিড় জমায় বহু মানুষ। রাজ্যপাল আর এন রবি কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর জোড়াসাঁকোয় গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে বাম নেতা বিমান বসুও এদিন কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মালা দেন। রবীন্দ্রজয়ন্তী ঘিরে গোটা বাংলা জুড়েই ছিল এক বিশেষ সাংস্কৃতিক আবহ।

ভারতে লঞ্চ হল বিএমডব্লিউ এফ ৪৫০ জিএস

কলকাতা, ৯ মে ঃ বিএমডব্লিউ মোটররাড ইন্ডিয়া, আজ ভারতে তাদের বিএমডব্লিউ এফ ৪৫০ জিএস মডেলটি লঞ্চ করেছে। জার্মানিতে বিএমডব্লিউ মোটররাড-এর দ্বারা এই বিএমডব্লিউ এফ ৪৫০ জিএস বাইকটি তৈরি করা হয়েছে এবং এটি স্থানীয়ভাবে ভারতেই উৎপাদন করা হবে।

বিএমডব্লিউ গ্রুপ ইন্ডিয়ার সভাপতি ও সিইও হরদীপ সিং ব্রার বলেন, নতুন প্রজন্মের অ্যাডভেঞ্চার রাইডারদের জন্য বিএমডব্লিউ এফ ৪৫০ জিএস-টি তৈরি করা হয়েছে, যা জিএস-এর ঐতিহ্যে এক নতুন এবং সাহসী অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ভারতের বৈচিত্র্যময় রাস্তা এবং রাইডিং পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে, এই প্রিমিয়াম বাইকটিতে আইকনিক জিএস ডিজাইন, অনবদ্য পারফরম্যান্স এবং অত্যাধুনিক রাইডার প্রযুক্তির এক অনবদ্য সমন্বয় ঘটানো হয়েছে, যা শহরের রাস্তা, হাইওয়ে বা খোলা পাহাড়ি পথে রাইড করার সময় রাইডারদের আত্মবিশ্বাস জোগাবে। আমাদের লক্ষ্য হল আরও বেশি সংখ্যক রাইডারকে অ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চ উপভোগ করতে অনুপ্রাণিত করা এবং ভারতের সদা-বিকশিত মোটরসাইকেল সংস্কৃতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে তাদের যুক্ত করা। বিএমডব্লিউ মোটররাড-এর প্রবৃদ্ধির জন্য ভারত একটি কৌশলগত বাজার, আর এই যাত্রাকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন হল এই এফ ৪৫০ জিএস, যা রাইডারদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করবে, তাদের অংশগ্রহণ প্রসারিত করবে এবং প্রতিটি রাইডারকে সত্যিকার অর্থেই এই বিশ্বকে তাদের খেলার মাঠে পরিণত করতে সক্ষম করবে। প্রাথমিক এক্স-শোরুম মূল্য নিম্নরূপঃ বিএমডব্লিউ এফ ৪৫০ জিএস (বেস) - ৪,৭০,০০০ টাকা। বিএমডব্লিউ এফ ৪৫০ জিএস (এক্সক্লুসিভ) - ৪,৯০,০০০ টাকা। বিএমডব্লিউ এফ ৪৫০ জিএস (জিএস ট্রফি) - ৫,৩০,০০০ টাকা। ইনভয়েসিংয়ের সময় প্রচলিত দাম প্রযোজ্য হবে। ডেলিভারি এক্স-শোরুম ভিত্তিতে করা হবে। প্রযোজ্য এক্স-শোরুম দামের (জিএসটি এবং কম্পেনসেশন সেস সহ) মধ্যে রোড ট্যাক্স, আরটিও স্ট্যাটিউটোরি করফি, অন্যান্য স্থানীয় করসেস এবং বীমা অন্তর্ভুক্ত নয়। দাম এবং বিকল্পগুলি কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই পরিবর্তিত হতে পারে। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আপনার স্থানীয় অনুমোদিত বিএমডব্লিউ মোটররাড ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬০৯, তারিখ ঃ ০৭.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **'ই'-টেন্ডার নং.ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/৩৭/২৫-২৬/এসএফ; স্থানসহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনের ইন্টারলকড এলসি গেটস (ওএসএল)-এ সিগন্যাল ব্ল্যাঙ্কিং এড়ানোর জন্য ইনভার্টারের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ১,৩৬,৯৬,৩৩৫.৪৩; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ/বিড সিকিউরিটি জমা দিতে হবে ঃ** ₹ ২,৭৩,৯০০.০০; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদঃ** ১২ মাস; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শুরুর তারিখঃ** ২১.০৫.২০২৬; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ** ০৪.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত; **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ০৪.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে; বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in প্রযুক্তিগত যোগ্যতার মানদণ্ড ঃ** টেন্ডারদাতাকে গত ০৭ (সাত) বছরে, যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, আগের মাসের শেষ দিন পর্যন্ত নিম্নলিখিত শ্রেণীর যেকোনো একটি কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে অথবা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পন্ন করতে হবে ঃ (i) তিনটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ু-এর সমান পরিমাণের কম নয়, অথবা (ii) দুইটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ু-এর সমান পরিমাণের কম নয়, অথবা (iii) একটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ু-এর সমান পরিমাণের কম নয়; **আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ড-** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন বা 'ভি' হতে হবে, যেটি কম হবে; যেখানে ভি গু টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকা, এন গু কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা যার জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট অনুসারে, গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার পূর্ববর্তী তিন আর্থিক বছরে ক্ষ্মমোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদানক্ষ্ম এর গড় হিসাবে গণনা করা হবে। তবে, যদি পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না হয়ে থাকে, তাহলে চতুর্থ পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনার জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাদের জিসিসি ২০২২ (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)-এর অ্যানেক্সার-ভিআইবি অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে, সাথে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যয়িত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট / নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের সার্টিফিকেট। **অন্যান্য নথি জমা দিতে হবে ঃ** টেন্ডার নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। **অনুরূপ কাজের প্রকৃতি ঃ** ডেটা লগার বা আরটিইউ-এর সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ অথবা ইআই বা আরআরআই বা পিআই বা আইবিএস বা আইবিএইচ বা এলসি গেট ইন্টারলকিং বা ইয়ার্ড মডিফিকেশন বা ইউএফএসবিআই বা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি বা ডিসি টিসি) বা অ্যাক্সেল কাউন্টার (এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি বা এইচএ-এসএসডিএসি) বা অটোমেটিক সিগন্যালিং সম্পর্কিত যেকোনো সিগন্যাল ইন্টারলকিং-এর কাজ। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডারের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণের দাবির সমর্থনে নথিপত্র জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমাকৃত প্রমাণপত্রের সমর্থনে নথি/শংসাপত্রের অনুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদাতা সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের মধ্যে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়) অন্তর্ভুক্ত থাকবে। SDAH-33/2026-27

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Sunday, 10th May 2026	3NSC BOSE ROAD ,NEAR TOLLYGUNGE TRAM DEPOT KOLKATA	7:00PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

ফিন অ্যালেনের ঝড়ে উড়ল দিল্লি! স্পিন ম্যাজিকে প্লে-অফের দৌড়ে জোরালো প্রত্যাবর্তন কেকেআরের

কলকাতা, ৯ মে ঃ আইপিএলের মঞ্চে যেন একসঙ্গে ধরা দিল ব্যাটিং বিস্ফোরণ আর স্পিন জাদু। আর সেই দুরন্ত পারফরম্যান্সেই প্লে-অফের লড়াইয়ে নতুন করে প্রাণ ফেরাল কেকেআর। দিল্লি ক্যাপিটালসকে সাত উইকেটে উড়িয়ে দিয়ে শুধু গুরুত্বপূর্ণ জয়ই নয়, আত্মবিশ্বাসও ফিরে পেল কলকাতার দল। এই জয়ের সবচেয়ে বড় নায়ক নিঃসন্দেহে নিউজিল্যান্ডের বিধ্বংসী ওপেনার অ্যালেন। মাত্র ৪৭ বলে অপরাজিত ১০০ রানের আগুনে ইনিংস খেলে তিনি শুধু ম্যাচ শেষ করেননি, গড়েছেন নতুন ইতিহাসও। কেকেআরের জার্সিতে আইপিএলের ইতিহাসে দ্রুততম শতরানের মালিক এখন তিনিই। ১৪৩ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন অ্যালেন। দিল্লির বোলারদের উপর চড়াও হয়ে একের পর এক বাউন্ডারি আর বিশাল ছক্কায় ম্যাচের রং বদলে দেন তিনি। অ্যালেনের ব্যাটিংয়ে ছিল নিখুঁত টাইমিং, ভয়হীন শট নির্বাচন এবং বিধ্বংসী আত্মবিশ্বাস। পাওয়ারপ্লে থেকেই ম্যাচ কার্যত কেকেআরের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। শেষ পর্যন্ত ৪৭ বলে শতরান পূর্ণ করেন তিনি। আর সেই শতরান আসে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে- বিশাল এক ছক্কায়। একই শটে নিশ্চিত হয় কেকেআরের জয়ও। এই ইনিংসের মাধ্যমে অ্যালেন ভেঙে দিলেন কেকেআরের একাধিক রেকর্ড। কেকেআরের ইতিহাসে দ্রুততম সেঞ্চুরি-আইপিএলে কেকেআরের হয়ে শতরান করেছেন খুব কম ক্রিকেটার। অ্যালেন এখন সেই বিশেষ তালিকায় চতুর্থ নাম। তবে

তাঁদের সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছেন অ্যালেন। ফলে কেকেআরের ইতিহাসে নতুন বিস্ফোরক অধ্যায় লিখলেন কিউই তারকা।

চলতি আইপিএলের শুরুটা অ্যালেনের জন্য মোটেও ভালো ছিল না। ধারাবাহিক রান পাচ্ছিলেন না। তাঁর জায়গা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। কিন্তু বড় খেলোয়াড়রা চাপের মধ্যেই নিজেদের সেরা খেলাটা বের করে আনেন। দিল্লির বিরুদ্ধে সেই কাজটাই করলেন অ্যালেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ইনিংস শুধু একটি শতরান নয়, বরং আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার ঘোষণা। টুর্নামেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এমন ইনিংস কেকেআরের জন্যও বিশাল স্বস্তি। ম্যাচের আসল ভিত গড়ে দেয় স্পিন বিভাগ- যদিও ম্যাচের আলো কেড়ে নিয়েছেন অ্যালেন, তবুও কেকেআরের জয়ের ভিত গড়ে দেয় তাদের স্পিন আক্রমণ। সুনীল রারিন, বরুন চক্রবর্তি এবং অনুককুল রয়- এই ত্রয়ী দিল্লির ব্যাটিংকে কার্যত শ্বাস নিতে দেয়নি। তাঁরা শুধু উইকেটই নেননি, রান তোলার গতিও পুরোপুরি আটকে দেন। মিডল ওভারে কেকেআরের স্পিন চাপে দিল্লির ব্যাটাররা বারবার ভুল শট খেলতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত দিল্লি থামে মাত্র ১৪২ রানে- যা এই উইকেটে স্পষ্টভাবেই কম স্কোর ছিল। নারিন আবারও দেখালেন কেন তিনি আইপিএলের অন্যতম সেরা স্পিনার। তাঁর রহস্যময় বোলিংয়ে দিল্লির ব্যাটাররা বারবার বিভ্রান্ত হয়েছেন। অন্যদিকে বরুণ চক্রবর্তীর গতি পরিবর্তন ও লাইন-লেন্থও ছিল দুর্দান্ত। ব্যাটারদের বড় শট খেলতে না দিয়ে তিনি ম্যাচের গতি পুরো নিয়ন্ত্রণে রাখেন। অনুকূল রায়ও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে চাপে রাখেন প্রতিপক্ষকে। তিন স্পিনার মিলে দিল্লির ব্যাটিংয়ের ছ ঃদ পুরো ভেঙে দেন। ম্যাচের পর কেকেআর অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে দলের পারফরম্যান্সে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে স্পিন বিভাগ নিয়ে তিনি বলেন, এই ধরনের স্পিন আক্রমণ থাকলে অধিনায়কত্ব অনেক সহজ হয়ে যায়। নারিন, বরুণ এবং অনুকূল এত অভিজ্ঞ ও ধারাবাহিক যে ওদের খুব বেশি কিছু বলতে হয় না। রাহানে আরও বলেন, দলের সাফল্যের অন্যতম কারণ হল মিডল ওভারে চাপ তৈরি করার ক্ষমতা।

অধিনায়ক বিশেষভাবে প্রশংসা করেন ফিন অ্যালেনেরও। তিনি জানান, শুরুতে ব্যর্থ হলেও অ্যালেন কখনও আত্মবিশ্বাস হারাননি। রাহানের কথায়, ও কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে গিয়েছে। আমরা জানতাম, একবার ছন্দে ফিরলে ও ম্যাচ একাই বদলে দিতে পারে। আজ সেটাই করেছে। প্লে-অফের সমীকরণে নতুন মোড়-এই জয়ের ফলে প্লে-অফের দৌড়ে অনেকটাই শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে গেল কেকেআর। টানা কয়েকটি ম্যাচে ওঠানামার পর এই জয় শুধু পয়েন্ট টেবিলেই নয়, দলের মানসিক অবস্থাতেও বড় প্রভাব ফেলবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি অ্যালেন এই ফর্ম ধরে রাখতে পারেন এবং স্পিন বিভাগ একইভাবে পারফর্ম করে, তাহলে কেকেআর আবারও শিরোপার অন্যতম দাবিদার হয়ে উঠতে পারে। ইডেনে ফিরল উন্মাদনা- অ্যালেনের শতরান আর কেকেআরের দাপুটে জয়ের পর উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে ইডেন গার্ডেন্স। সমর্থকদের চোখেমুখে স্পষ্ট ছিল নতুন আশার ঝলক। কারণ এই জয় শুধু দুই পয়েন্ট নয়- বরং কেকেআরের জন্য নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা।

বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে চাঞ্চল্যকর ভবিষ্যদ্বাণী প্রাক্তন ইংল্যান্ড তারকার

লন্ডন, ৯ মে ঃ মাত্র ১৫ বছর বয়স। এখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকই হয়নি। অথচ ইতিমধ্যেই বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে আলোচিত নামগুলির অন্যতম হয়ে উঠেছে বৈভব সূর্যবংশী চলতি আইপিএলে তাঁর বিস্ফোরক ব্যাটিং দেখে মুগ্ধ ক্রিকেটবিশ্ব। কেউ তাঁকে ভবিষ্যতের সুপারস্টার বলছেন, কেউ আবার তুলনা করছেন টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের সবচেয়ে বিধ্বংসী ব্যাটারদের সঙ্গে। তবে এবার বৈভবকে নিয়ে এমন এক মন্তব্য করলেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড ক্রিকেটার Phil Tufnell, যা ঘিরে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে ক্রিকেটমহলে। তাঁর দাবি- বৈভব এত দ্রুত সাফল্য পেতে পারে যে, ২১ বছর বয়সেই হয়তো ক্রিকেট ছেড়ে দেওয়ার অবস্থায় পৌঁছে যাবে! যদিও মন্তব্যটি মজার ছলেই করা হয়েছিল, তবুও তা বৈভবকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিশাল প্রত্যাশার দিকটিই সামনে এনে দিয়েছে। চলতি আইপিএলে রাজস্থান রয়েল-এর হয়ে খেলছেন বৈভব সূর্যবংশী। আর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নজর কেড়ে নিয়েছেন গোটা ক্রিকেট বিশ্বের। তাঁর ব্যাটিংয়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল ভয়হীনতা। বয়স মাত্র ১৫ হলেও বোলারের নাম বা পরিস্থিতি- কোনও কিছুই যেন তাঁর ব্যাটিং মানসিকতাকে প্রভাবিত করে না। বিশাল ছক্কা মারার ক্ষমতা, অস্বাভাবিক স্ট্রাইক রেট এবং দ্রুত রান তোলার দক্ষতায় ইতিমধ্যেই তাঁকে ভবিষ্যতের টি-টোয়েন্টি সুপারস্টার হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এত কম বয়সে এমন পরিণত এবং বিস্ফোরক ব্যাটিং খুব কম ক্রিকেটারের মধ্যেই দেখা যায়।সম্প্রতি জনপ্রিয় ক্রিকেট পডকাস্ট Stick to Cricket-এ বৈভবকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা ফিল টাফনেল সহ অন্যান্যরা। সেখানে বৈভবের ভবিষ্যৎ, তাঁর ব্যাটিং ক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সম্ভাবনা নিয়ে নানা মত উঠে আসে। মাইকেল ভন বৈভবের প্রশংসা করতে গিয়ে তুলনা টানেন ক্রিস গেল-এর সঙ্গে। ভনের মতে, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যেভাবে গেইল একসময় ভয়ঙ্কর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, বৈভবের ব্যাটিংয়েও সেই ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার ঝলক দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন,

গেইল আইপিএলে ৩০ বলে শতরান করে ইতিহাস গড়েছিল। আর এই ছেলেটা ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করেছে ১৫ বছর বয়সে! এটা অবিশ্বাস্য। ভন আরও উল্লেখ করেন, চলতি মরশুমে বৈভবের ছক্কার সংখ্যা ইতিমধ্যেই অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যাটারকে ছাপিয়ে গিয়েছে। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক অ্যালাস্টার কুকও বৈভবের ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ।কুকের মতে, এই মুহূর্তে হয়তো বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকর সিক্স-হিটার বৈভব। তিনি আরও বলেন, বৈভব বর্তমানে রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে রয়েছে। আগামী কয়েক বছরে তাকে ঘিরে আইপিএলের দলগুলির মধ্যে বড় লড়াই শুরু হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন কুক। বিশেষজ্ঞদের মতে, এত কম বয়সে যে ধরনের শক্তি এবং টাইমিং বৈভব দেখাচ্ছেন, তা সত্যিই বিরল। তবে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেন ফিল টাফনেল। হালকা মজার ছলে তিনি বলেন, এই গতিতে চললে ও ২১ বছর বয়সেই ক্রিকেট ছেড়ে দিতে পারে! তখন এত টাকা আর সাফল্য পেয়ে যাবে যে আর খেলার দরকারই হবে না। যদিও মন্তব্যটি পুরোপুরি রসিকতা হিসেবেই করা হয়েছিল, তবুও তা দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ অবশ্য মনে করছেন, এই মন্তব্যের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আধুনিক ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের বাস্তবতা। খুব অল্প বয়সেই ক্রিকেটাররা বিপুল অর্থ, জনপ্রিয়তা এবং চাপের মধ্যে চলে আসছেন।এদিকে বৈভবকে ঘিরে আরও বড় খবরও ঘুরছে ক্রিকেটমহলে। সূত্রের খবর, আগামী জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড সফরের জন্য ভারতীয় দলে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা চলছে। যদিও এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি, তবুও নির্বাচকদের নজরে যে বৈভব রয়েছেন, তা প্রায় নিশ্চিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি তিনি একইভাবে পারফর্ম করতে থাকেন, তাহলে খুব দ্রুতই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হতে পারে তাঁর। এত কম বয়সে এত বড় চাপ-তবে ক্রিকেটবিশ্বের একাংশ সতর্কও করছেন। তাঁদের মতে, বৈভবের উপর এখনই অতিরিক্ত প্রত্যাশার চাপ তৈরি করা ঠিক হবে না। মাত্র ১৫ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক খ্যাতি, বিপুল অর্থ এবং লাগাতার মিডিয়া নজর- সবকিছু সামলানো সহজ নয়।অনেকেই মনে করিয়ে দিচ্ছেন, প্রতিভা যত বড়ই হোক, দীর্ঘ কেরিয়ারের জন্য মানসিক দৃঢ়তা এবং সঠিক দিকনির্দেশনাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে মতভেদ থাকলেও একটি বিষয়ে সবাই একমত- বৈভব সূর্যবংশীর প্রতিভা অসাধারণ। মাইকেল ভন, কুক, টাফনেল কিংবা ডেভিড লয়েড- সকলেই স্বীকার করেছেন, এত কম বয়সে এমন ভয়হীন ব্যাটিং সচরাচর দেখা যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈভব শুধু ভারতীয় ক্রিকেট নয়, গোটা বিশ্ব ক্রিকেটের ভবিষ্য বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ক্রিকেট ইতিহাসে বহু বিস্ময় প্রতিভা এসেছে। কিন্তু ১৬ বছর বয়স হওয়ার আগেই যেভাবে বৈভব সূর্যবংশী বিশ্ব ক্রিকেটে আলোড়ন তুলেছেন, তা সত্যিই বিরল।

‘আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও বড় করেছে সমর্থক ও মিডিয়া’- বিশ্বকাপের আগে রোনাল্ডোকে নিয়ে মুখ খুললেন মেসি

দোহা, কাতার, ৯ মে ঃ ফুটবল বিশ্বের দুই মহাতারকা লিওনেল মেসি এবং ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। গত দুই দশক ধরে যাঁদের নাম ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় বিতর্ক, সবচেয়ে বড় উত্তেজনা এবং সবচেয়ে ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এবার সেই দুই কিংবদন্তির সম্ভাব্য শেষ বিশ্বকাপের আগে আবেগঘন মন্তব্য করলেন মেসি। ২০২৬ বিশ্বকাপকে ঘিরে ইতিমধ্যেই উত্তেজনা তুঙ্গে। কারণ ফুটবলপ্রেমীদের বিশ্বাস, এটাই হতে চলেছে মেসি ও রোনাল্ডোর শেষ বিশ্বকাপ অভিযান। ফলে গোটা বিশ্বের নজর এখন তাঁদের দিকে। আর সেই আবহেই দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে মুখ খুলে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। শেষবারের মতো মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা-ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম বড় আক্ষেপ- বিশ্বকাপের মঞ্চে কখনও মুখোমুখি হননি মেসি ও রোনাল্ডো। ক্লাব ফুটবলে অসংখ্যবার লড়াই হলেও বিশ্বকাপে সেই মহারণ এখনও অধরাই রয়ে গেছে। তবে এবারের বিশ্বকাপে সেই সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। দুই দলের গ্রুপ পর্ব ও নকআউটের সমীকরণ অনুযায়ী, কোয়ার্টার ফাইনালেই মুখোমুখি হতে পারেন এই দুই কিংবদন্তি। আর সেটাই হতে পারে আধুনিক ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে আবেগঘন ম্যাচগুলির একটি। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি এই ম্যাচ বাস্তবে ঘটে, তাহলে সেটি শুধু একটি ফুটবল ম্যাচ হবে না- বরং একটি যুগের শেষ অধ্যায় হয়ে উঠবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার নেপথ্যে আসল গল্প- সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মেসি জানান, তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যতটা মাঠে ছিল, তার চেয়েও বেশি তা তৈরি করেছে

সমর্থক এবং মিডিয়া। মেসির কথায়, ফুটবলে তুলনা সবসময়ই থাকবে। আমরা দু’জন দীর্ঘদিন একই সময়ে খেলেছি, তাই মানুষ আমাদের তুলনা করবেই। কিন্তু অনেক সময় এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বাস্তবের চেয়ে অনেক বেশি বড় করে দেখানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, তাঁদের প্রতিযোগিতা সবচেয়ে বেশি তীব্র হয়েছিল তখন, যখন তিনি এফসি বার্সালোনা-র হয়ে খেলতেন এবং রোনাল্ডো ছিলেন রিয়েল মাদ্রিদ-এর তারকা। সেই সময়ের ‘ ক্লাসিকো’ ম্যাচগুলো বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় আকর্ষণে পরিণত হয়েছিল। এল ক্লাসিকো এক ঐতিহাসিক অধ্যায়- ২০০৯ থেকে ২০১৮- এই সময়টা ফুটবল ইতিহাসে আলাদা করে লেখা থাকবে। কারণ সেই সময় মেসি বনাম রোনাল্ডো দ্বৈরথ বিশ্ব ফুটবলকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। একদিকে বার্সেলোনার জাদুকরী ফুটবল, অন্যদিকে রিয়াল মাদ্রিদের আক্রমণাত্মক শক্তি। আর সেই দুই দলের কেন্দ্রে ছিলেন মেসি ও রোনাল্ডো।

প্রতিটি গোল, প্রতিটি ট্রফি, প্রতিটি ব্যালন ডি’অর- সবকিছু নিয়েই চলত তুলনা। কে সেরা? কে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?- এই বিতর্ক প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে ছিল। মেসি অবশ্য স্পষ্ট জানিয়েছেন, মাঠের লড়াই মাঠেই সীমাবদ্ধ ছিল। মাঠের বাইরে ছিল পারস্পরিক সম্মান,মেসি বলেন, আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতা ছিল না। আমরা দু’জনই নিজেদের দলের জন্য সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তিনি জানান, মাঠের বাইরে তাঁদের যোগাযোগ খুবই সীমিত ছিল। সাধারণত ম্যাচ কিংবা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দেখা হত। কিন্তু সবসময়ই একে অপরের প্রতি সম্মান বজায় ছিল। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পারস্পরিক সম্মানই তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে আরও মহ করে তুলেছে। কারণ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নয়, বরং পারফরম্যান্স দিয়েই তাঁরা একে অপরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। একে অপরকে আরও ভালো করেছে এই লড়াই- মেসির মতে, রোনাল্ডোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা তাঁকে আরও উন্নত খেলোয়াড় হতে সাহায্য করেছে। তিনি বলেন,

এত বছর একই পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সহজ নয়। আমরা দু’জনই নিজেদের আরও উন্নত করার চেষ্টা করেছি। সেই প্রতিযোগিতা আমাদের প্রতিদিন আরও ভালো খেলতে অনুপ্রাণিত করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মেসি-রোনাল্ডো যুগ শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যের গল্প নয়, বরং আধুনিক ফুটবলের মানকেও নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। দু’জন মিলিয়ে অসংখ্য ব্যালন ডি’অর, শত শত গোল, একাধিক চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা এবং আন্তর্জাতিক সাফল্য- সব মিলিয়ে তাঁদের যুগকে ফুটবলের সোনালি অধ্যায় বলেই মনে করা হয়। বিশ্বকাপে শেষ নাচ? বর্তমানে মেসির বয়স ৩৮ এবং রোনাল্ডোর ৪১-এর কাছাকাছি। ফলে এই বিশ্বকাপই তাঁদের শেষ আন্তর্জাতিক মহারণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশ্বকাপ ঘিরে তাই আবেগ আরও তীব্র হয়েছে। ফুটবলপ্রেমীরা চাইছেন, শেষবারের মতো অন্তত একবার বিশ্বকাপের মঞ্চে মুখোমুখি হোন দুই কিংবদন্তি। অনেকে বলছেন, মেসি বনাম রোনাল্ডো ম্যাচ হলে সেটি শুধু ফুটবল নয়, ক্রীড়া ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকবে।

কে সেরা? বিতর্ক চলবেই-মেসি ও রোনাল্ডো- কে সেরা, এই বিতর্কের কোনও চূড়ান্ত উত্তর আজও নেই। কেউ মেসির শিল্পময় ফুটবলের ভক্ত, কেউ আবার রোনাল্ডোর পরিশ্রম ও গোল করার ক্ষমতার প্রশংসক। তবে মেসির বক্তব্য স্পষ্ট- এই বিতর্ক অনেকটাই তৈরি হয়েছে বাইরের দুনিয়ায়। তাঁদের নিজেদের মধ্যে বরাবরই ছিল পেশাদার সম্মান। নজর এখন বিশ্বকাপে- এখন গোটা বিশ্বের নজর আসন্ন বিশ্বকাপের দিকে। ভাগ্য যদি সহায় হয়, তাহলে হয়তো শেষবারের মতো একই মাঠে দেখা যাবে দুই মহাতারকাকে। আর যদি সত্যিই সেই ম্যাচ হয়, তাহলে সেটি শুধু একটি ফুটবল ম্যাচ হবে না- বরং দুই কিংবদন্তির অবিশ্বাস্য যাত্রার শেষ অধ্যায়ের সাক্ষী থাকবে গোটা বিশ্ব।

চাঞ্চল্য ভারতীয় ক্রিকেটে

আইপিএলে ডোপিং বিতর্কের ঝড়! যশস্বী-শেফালিকে নোটিস নাডার

নয়াদিল্লি, ৯ মে ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে ফের ডোপিং সংক্রান্ত বিতর্ক। এবার জাতীয় দলের দুই তারকা ক্রিকেটার যশস্বী-শেফালিকে নোটিস পাঠাল National Anti-Doping Agency (নাডা)। তবে বিষয়টি সরাসরি নিষিদ্ধ পদার্থ গ্রহণ সংক্রান্ত নয়। অভিযোগ উঠেছে, নির্ধারিত সময়ে ডোপ টেস্টের জন্য উপস্থিত না থাকার কারণে ‘ ফেইলিওর’ বা অবস্থান সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সরকারি সূত্রের খবর, দুই ক্রিকেটারকেই ফার্স্ট মিসড টেস্ট নোটিস পাঠানো হয়েছে। অর্থা, ডোপিং কন্ট্রোল অফিসাররা নির্ধারিত সময়ে তাঁদের নির্দিষ্ট টেস্টিং লোকেশনে খুঁজে পাননি। আন্তর্জাতিক অ্যান্টি -ডোপিং নিয়ম অনুযায়ী, এটি একটি গুরুতর প্রশাসনিক ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত হয়। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া জগতে বর্তমানে ডোপিং বিরোধী নিয়ম অত্যন্ত কঠোর। বিশেষ করে যাঁরা আন্তর্জাতিক স্তরের খেলোয়াড়, তাঁদের অনেককেই রাখা হয় রেজিস্টার্ড টেস্টিং পুল-এ। যশস্বী জয়সওয়াল এবং শেফালি ভার্মাও সেই তালিকাভুক্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছেন। এই ব্যবস্থার অধীনে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে প্রতি তিন মাস অন্তর তাঁদের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য আপডেট করতে হয়। কোথায় থাকবেন, কখন অনুশীলন করবেন, কোন শহরে যাবেন- সব তথ্য আগাম জমা দিতে হয় নাডার কাছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্রতিদিন নির্দিষ্ট এক ঘণ্টার একটি সময়সীমা জানাতে হয়, যখন ডোপিং অফিসাররা হঠা গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করতে পারেন। সেই সময় খেলোয়াড়কে অবশ্যই নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকতে হয়। ব্যর্থ হলে তা মিসড টেস্ট হিসেবে গণ্য হয়। কী অভিযোগ উঠেছে দুই ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে? সূত্রের খবর, গত বছরের ৭ নভেম্বর শেফালি ভার্মার কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন ডোপিং আধিকারিকরা। কিন্তু তিনি নাকি নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত ছিলেন না। অন্যদিকে, যশস্বী জয়সওয়ালের বিরুদ্ধে অভিযোগ, গত ১৭ ডিসেম্বর নির্ধারিত ডোপ টেস্টে তাঁকে পাওয়া যায়নি। এরপর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে দুই ক্রিকেটারের কাছেই ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। কিন্তু নাডার দাবি, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি। ফলে নিয়ম মেনেই তাঁদের কাছে আনুষ্ঠানিক নোটিস পাঠানো হয়েছে। এখনই কি সাসপেনশন? না, আপাতত কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। নাডা স্পষ্ট জানিয়েছে, এটি দুই ক্রিকেটারের ক্ষেত্রেই প্রথম ‘Whereabouts Failure’। তাই এখনই তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তবে আন্তর্জাতিক অ্যান্টি -ডোপিং নিয়ম অনুযায়ী, ১২ মাসের মধ্যে যদি কোনও খেলোয়াড় তিনবার এই ধরনের নিয়ম ভঙ্গ করেন, তাহলে সেটিকে ডোপিং অপরাধের সমতুল্য ধরা

হতে পারে। সেক্ষেত্রে দুই বছর পর্যন্ত নির্বাসনের সম্ভাবনাও থাকে। অর্থাৎ, বর্তমান ঘটনা সতর্কবার্তা হলেও ভবিষ্যতে একই ধরনের ভুল বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন দুই ক্রিকেটার-নাডা জানিয়েছে, যশস্বী এবং শেফালি- দু’জনকেই নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। যদি তাঁদের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে বিষয়টি আর এগোবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। ক্রীড়া প্রশাসনের এক কর্তার বক্তব্য, এটি কোনও ডোপিং পজিটিভ কেস নয়। নিয়ম অনুযায়ী খেলোয়াড়দের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। তাঁরা সন্তোষজনক উত্তর দিলে বিষয়টি মিটেও যেতে পারে। তবে এই ঘটনা ভারতীয় ক্রিকেট মহলে যথেষ্ট আলোড়ন ফেলেছে। আইপিএলের মাঝেই বিতর্ক-এই বিতর্ক সামনে এল এমন এক সময়ে, যখন যশস্বী জয়সওয়াল আইপিএলে দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন। তরুণ এই ওপেনার বর্তমানে ভারতের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ব্যাটার হিসেবে উঠে এসেছেন। টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি- তিন ফরম্যাটেই ধারাবাহিক পারফরম্যান্স তাঁকে জাতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যে পরিণত করেছে। অন্যদিকে শেফালি ভার্মাও ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের সবচেয়ে বিস্ফোরক ব্যাটারদের একজন। তাঁর আক্রমণাত্মক ব্যাটিং বহু ম্যাচে ভারতকে সাফল্য এনে দিয়েছে। নারী ক্রিকেটে নতুন প্রজন্মের মুখ হিসেবেও দেখা হয় তাঁকে। ফলে দুই তারকা ক্রিকেটারের নাম একসঙ্গে ডোপিং প্রশাসনিক বিতর্কে জড়ানোয় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এই নিয়ম? বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক ক্রীড়াবিশ্বে ডোপিং বিরোধী কাঠামো শুধু নিষিদ্ধ ওষুধ ধরার জন্য নয়, খেলাধুলায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় খেলোয়াড়রা ব্যস্ত সূচি, সফর বা অনুশীলনের কারণে অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য আপডেট করতে ভুলে যান। কিন্তু আন্তর্জাতিক নিয়মে এ ধরনের ভুলও গুরুতর হিসেবে দেখা হয়। নাডা পুনরায় মনে করিয়ে দিয়েছে, Whereabouts Information সঠিকভাবে বজায় রাখা প্রত্যেক আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়ের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। ভারতীয় ক্রিকেটে নজিরবিহীন চাপ-বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেটারদের উপর ম্যাচ, ভ্রমণ, আইপিএল, আন্তর্জাতিক সিরিজ এবং বিজ্ঞাপনী কাজের চাপ অত্যন্ত বেশি। সেই ব্যস্ততার মধ্যেই ডোপিং সংক্রান্ত প্রশাসনিক নিয়ম মেনে চলা অনেক সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক স্তরে খেলতে গেলে এই পেশাদার শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই হবে। কারণ ছোট প্রশাসনিক ত্রুটিও ভবিষ্যতে বড় কেরিয়ার সংকট তৈরি করতে পারে। এখন কী?এখন নজর দুই ক্রিকেটারের জবাবের দিকে। নাডা তাঁদের ব্যাখ্যা খতিয়ে দেখবে। যদি উত্তর সন্তোষজনক হয়, তাহলে হয়তো বিষয়টি এখানেই শেষ হবে। তবে ভবিষ্যতে আর কোনও ‘ টেস্ট’ হলে পরিস্থিতি জটিল হতে পারে। ফলে এই ঘটনা ভারতীয় ক্রিকেটারদের কাছে বড় সতর্কবার্তা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। ক্রিকেটপ্রেমীদেরও এখন অপেক্ষা- যশস্বী জয়সওয়াল এবং শেফালি ভার্মা কী ব্যাখ্যা দেন, আর নাডা শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেয়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com